আপনার প্রতীক

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জনগণের প্রতীক

JAGO BANGLA Website : www.aitmc.org

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৪৪ (সাপ্তাহিক) • ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ • ২৯ মাঘ ১৪২৭ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা

Year — 17, Volume — 44 (Weekly) • 12 FEBRUARY, 2021 – 18 FEBRUARY, 2021 • Friday • Rs. 3.

বাংলার মানুষের হৃদয়ের বাজেট

কেন্দ্রীয় বাজেটে ক্ষোভ, মমতার বাজেটে খুশির হাওয়া

ষাট বছরের ঊর্ধ্বে সকলকে পেনশন ■ দুঃস্থ মানুষদের জন্য স্বল্পমূল্যে রান্না করা খাবার ব্যবস্থা 'মা' প্রকল্পে ■ ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে সকল বিধবাকে পেনশন ■ পার্শ্বশিক্ষক-সহ বিভিন্ন শিক্ষাবন্ধুদের প্রতিবছর বেতন বৃদ্ধি ■ কৃষক বন্ধু প্রকল্পে বার্ষিক সর্বোচ্চ অনুদান ৬ হাজার টাকা ■ তফসিলি জাতি-উপজাতির জন্য গৃহনির্মাণ ■ ৪৫ লক্ষ পরিবহণ শ্রমিককে বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার মাধ্যমে এককালীন হাজার টাকা ■ সবরকম যানবাহনের জন্য ৬ মাস রোড ট্যাক্স মকুব ■ 'দুয়ারে সরকার' ও 'পাড়ায় সমাধান' কর্মসূচি বছরে দু'বার ■ দ্বাদশ শ্রেণির ৯ লক্ষ পড়ুয়াকে ট্যাব ■ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সরকারি-বেসরকারি এবং স্বনিযুক্তিমূলক কর্মসংস্থানকে ধরে দেড় কোটি কর্মসংস্থানের সুযোগ ■ চা-সুন্দরী প্রকল্পের আওতায় ৩ লক্ষ শ্রমিক ■ পাঁচ বছরে রাজ্যজুড়ে ৪৬ হাজার কিলোমিটার নতুন রাস্তা ও গ্রামীণ রাস্তার উন্নয়ন এবং রাজ্য সড়কের সঙ্গে যোগ ■ আগামী তিন বছরে পুলিশ প্রশাসনে নিয়োগ

রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পাঠ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই মহান সদনে ২০২১-২২ অর্থবর্ষের অন্তর্বর্তী বার্ষিক আর্থিক বিবরণী ও প্রথম চার মাসের জন্য ব্যয় বরাদ্দ পেশ করছি ।

॥ ১ ॥

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় , আজ এক বিশ্বব্যাপী অতিমারী ও অর্থনৈতিক মন্দার মধ্য দিয়ে চলেছে সমগ্র পৃথিবী, ধুঁকছে আমাদের দেশও। সেই সর্বনাশা সময়ের মধ্যে আবার আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ দেখেছে 'আমফান' - এর নিদারুণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অর্থনীতির বিপুল ক্ষতি । কেন্দ্রীয় সরকার এইসময়ে আমাদের দিকে কিছুটাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে হয়তো আমাদের এই ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ পড়তে পারত, কিন্তু দিল্লির নির্দয় কৃপণতায় আমাদের জন্য কোনো সুরাহার দিশা মেলেনি। জীবাণু সর্বগ্রাসী, প্রকৃতি সংহারমুখী এবং ভারত সরকার কর্তব্যবিমুখ এই অভূতপূর্ব প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের যুঝতে হয়েছে গোটা বিগত বছরটা।

গৌরবের কথা, বাংলা তবুও ভেঙে পড়েনি , মুষড়ে পড়েনি। অতিমারী, আমফান ও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ত্রিমুখী চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাংলা অসমসাহসী লড়াই করেছে, অপরাজিত থেকেছে । একদিকে অতিমারী নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে, আমফানের ক্ষয়ক্ষতি আজ অনেকটা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে এবং কেন্দ্রের বিমুখতাকে ছাপিয়ে জেগে উঠেছে বাংলার নির্ভয় যুদ্ধের বিজয়গাথা ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় , দশ কোটি বঙ্গবাসীর ভাগ্যাকাশে আজ আমি সত্যিই দুর্যোগের ঘনঘটা দেখছি না বরং নতুন সৌভাগ্যরবির উদয় দেখছি। পূর্ব ও দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়ার নতুন ভরকেন্দ্র হিসেবে জেগে উঠেছে বাংলা । বাংলাই হয়ে উঠেছে নতুন আশার স্থল , নতুন ভরসার জোগানদার । বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাই হয়ে উঠেছে নতুন গন্তব্য।

শিল্পে , বাণিজ্যে , উৎপাদনে, যোগাযোগে বাংলাই নতুন শক্তির উৎস হয়ে উঠেছে । দেওচা - পাঁচামির কয়লাখনি সমগ্র বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা ভাঁড়ার । অশোকনগরে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের যে অফুরান সন্ধান পাওয়া গিয়েছে , তাতে নতুন এক অর্থনৈতিক শক্তির বিপুল আশ্বাস মিলেছে । তাজপুরে রাজ্যের উদ্যোগে নির্মিত হতে চলেছে এক নতুন বন্দর , অর্থনীতির এক নতুন ঠিকানা । অন্ডালের রাজ্য সরকার - পোষিত বিমানবন্দর এবার হয়ে উঠতে চলেছে এক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, যার জন্যও আমাদের সমর্থন ও সাহায্য থাকবে ।

নিউ টাউনের সিলিকন ভ্যালিকে কেন্দ্র করে বিনিয়োগ আসছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে । চর্মশিল্পে, ফাউন্ড্রি শিল্পে, হোসিয়ারি শিল্পে, হস্তশিল্পে এবং সামগ্রিকভাবে MSME ক্ষেত্রে বাংলা ইতিমধ্যেই প্রমাণিতভাবে বিশ্বের নজরকাড়া কেন্দ্র । এইসকল নবীন শক্তির আধারে বাংলা আজ পূর্ব এশিয়া তথা দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কেন্দ্র হতে চলেছে । স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন — এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ । তার অনুসরণে আমি আজ বলব — এবার কেন্দ্র বাংলা ।

নিরাশার কথা নয়, আমি আজ আশার কথা বলব। বলব নতুন কল্যাণের কথা, নতুন পরিকাঠামোর কথা।

সব কথা অল্প সময়ে বলা যাবে না, আমি কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করছি।

বাংলা আজ দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে — যেমন ১০০ দিনের কাজে আমরা ১নং, ক্ষুদ্রশিল্পে আমরা ১নং, গ্রামে বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে আমরা ১নং, গ্রামে রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা ১নং, সংখ্যালঘু বৃত্তি

দুয়ের পাতায়

বিধানসভায় বাজেট পেশের মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের দশ কোটি মানুষকে স্পর্শ করেছে মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের জোয়ার

আয় বাড়িয়ে কর্মসংস্থানের নবদিগন্ত

জাগো বাংলা নিউজ : দুই ভয়ংকর দুর্যোগ কোভিড ও আমফান সামলানোর পর নতুন করে রাজ্যের অর্থনীতিকে ঘুরিয়ে ফের শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে ২৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকার। সাধারণ মানুষের স্বার্থে অনেক পরিকল্পনা করে জননেত্রীর নির্দেশে অর্থদফতরের বরাদ্দ করা এই টাকা আর্থিক বছরের বাজেট বহির্ভূত খরচ। যা সম্ভবত এ যাবৎকালের সব থেকে বেশি খরচ। রাজ্য বিধানসভায় বাজেটের জবাবি ভাষণে এমনই পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন জননেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে বাংলার অগ্নিকন্যা জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের ঘাড়ে যে আর্থিক ঋণের বিপুল বোঝা ছিল, তা ছয় ভাগ কমেছে। সঙ্গে বেড়েছে সংগৃহীত আয়করের পরিমাণও।

বিগত বছরে বাজেটের হিসাব বহির্ভূত খরচ গরিব কৃষক, পরিযায়ী শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে মাঝারি শিল্পোদ্যোগীদের স্বার্থে বরাদ্দ করা হয়েছে বলেও বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী তথ্য তুলে ধরেছেন। পরিসংখ্যান তুলে জননেত্রী বলেন, "বাজেটের থেকে অনেক বেশি মানুষের স্বার্থে, তাদের কল্যাণে খরচ করেছি। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে আমাদের বাজেটের হিসাব বহির্ভূত খরচের পরিমাণ ২৫ হাজার ৪৯৮.৪৩ কোটি টাকা। আমাদের বিধায়করাও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

তেরো পাতায়

প্রধানমন্ত্রীর অসত্য তথ্য, মমতার প্রতিবাদ

বহরমপুরের জনসভায় জননেত্রী

জাগো বাংলা নিউজ : "কখনও শুনেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী মিথ্যা কথা বলেন। উনি বলেছেন, এই রাজ্যে নাকি সরকারি কর্মী বেতন পান না। একটা উদাহরণ দেখান। বরং আপনারা ভিএসএনএল-সহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বেচে দিচ্ছেন। এবার মানুষ জীবন বিমাও পাবে না।"

"কৃষকনিধি প্রকল্পে আড়াই লক্ষের তথ্য যাচাই করে তালিকা আমরা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনি টাকাটা এবার পাঠান। বাংলায় কৃষকরা শান্তিতে আছেন। উল্টোদিকে হরিয়ানায় তারের বেড়ায় পেরেক পুঁতে কৃষকদের আটকে রাখা হয়েছে।"

"উনি বলেছিলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে সব নাগরিকের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ দেবেন। একজনও পেয়েছেন? চৌকিদার কি দিয়েছেন সেই টাকা?"

"বাংলাকে বাঙালিই শাসন করবে। গুজরাত থেকে এসে কেউ করবে না?" "আমিও হিন্দু। আমায় হিন্দুত্ব শেখাচ্ছেন! আমি কি আকাশ থেকে পড়েছি। ১৯৯৮ সাল থেকে আমার বাড়ি কালীপুজো হয়। সব ধর্মকে আমরা সম্মান করি, গুরুত্ব দিই।"

কালনা ও বহরমপুরে পর পর দুটি সভা থেকে এভাবেই নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী হলদিয়ায় এসে রাজ্য সরকার তথা জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন। সব ক'টির বিষয়ে কড়া ভাষায় জবাব দিয়ে পাল্টা তোপ দেগেছেন মা-মাটি-মানুষ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। এবারের ভোটে মুর্শিদাবাদ যে তৃণমূলের উর্বর জমি থাকবে তার ইঙ্গিত দিল বহরমপুর স্টেডিয়ামে জননেত্রীর জনসভা ঘিরে জনসমুদ্র। বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, "বিজেপি মানে সর্বনাশ। ঘরে ঘরে অশান্তি। শান্তিতে, স্বস্তিতে থাকতে হলে ভোটটা শুধু জোড়া ফুলে দিন।" ভোটে বিজেপির প্ররোচনায় কেন্দ্রীয় বাহিনী যে অতি সক্রিয়তা দেখাতে পারে সেই আঁচ করে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী বলেন, "বিজেপির বিরুদ্ধে আমি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হয়ে লড়াই করব। বুথকর্মীদের বলছি, ভয় পাবেন না। ওদের পুলিশ নানা চেষ্টা করবে। আমাদের এই লড়াই লড়ে জিততে হবে।"

জনসভায় গেরুয়া শিবিরকে আক্রমণ করে বাংলার অগ্নিকন্যা বলেন, "এখানে এসে বিজেপির নেতারা চৈতন্যদেবের নামে ভুল তথ্য দিচ্ছেন। বিবেকানন্দর সঙ্গে ঠাকুর জুড়ে দিচ্ছেন। এরাই বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিল। বাংলার সংস্কৃতি ওরা জানে না।" বিজেপির রথকে ফাইভ স্টার হোটেল বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন,"গরিবের বন্ধু সাজছে। কৃষকের সঙ্গে খেতে বসছে। অথচ খাবার আসছে ফাইভ স্টার হোটেল থেকে।" জনসভায় আমজনতাকে আশ্বস্ত করে জননেত্রী জানিয়েছেন, দলে কেউ যদি ভুল করে, তিনি মাথার উপর আছেন। শাসন করবেন। কথা না শুনলে ঠাস করে চড় মারবেন। জনগণ যেন তাঁর ওপর আস্থা না হারান। তাঁর দাবি, ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই নিচ্ছেন। টিকিট দিতেন না বলেই দুর্নীতিগ্রস্তরা দল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। বাংলার সমস্ত জেলায় প্রতিটি সভাতেই জননেত্রী বার্তা দিচ্ছেন, তিনি কাজের বিনিময়ে সমর্থন চান। তৃণমূলই ফিরছে। ফলে বন্ধ হবে না কোনও সামাজিক প্রকল্প। জনগণের উদ্দেশে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী বলেন, "মা বোনেরা ভোর চারতেই উঠে রাস্তায় হাঁটতে পারেন তো? সবাই পথে নেমে নিজের কাজ করেন তো? কেউ কি বাধা দেয়? এটাই বাংলা। বিজেপি শাসিত ত্রিপুরায় গিয়ে দেখুন বাঙালিরা কাঁদছে। অসমে সব নাম বাদ। দিল্লিতে দাঙ্গা। উত্তরপ্রদেশে দলিতদের ওপর অত্যাচার। একমাত্র বাংলায় শান্তি বিরাজ করছে। আমরা এই নয় বছরে এমন একটিও সিদ্ধান্ত নিইনি যেটা মানুষের বিরুদ্ধে যায়।" সংখ্যালঘু প্রধান মুর্শিদাবাদে এসে জননেত্রীর সাফ কথা, "বিজেপি বিরোধী ভোট শুধু তৃণমূলকে দিন। মনে রাখবেন অন্য কাউকে ভোট মানে বিজেপিকে সুবিধা করে দেওয়া।" আজ মমতার আরও দুটিসভা রায়গঞ্জ ও মালদায়। কালনায় তৃণমূলে যোগ দেন সদ্য স্বেচ্ছা অবসর নেওয়া আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবীর। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তাঁর হাতে পতাকা তুলে দেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। ছিলেন বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রবি চট্টোপাধ্যায়। হুমায়ুন বলেন, "একটা বাইরের দল বিভেদ করে বাংলায় ক্ষমতা দখল করতে চাইছে। কিন্তু উন্নয়নের জোয়ার আবার ক্ষমতায় আসবেন দিদি।"

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হৃদয়ের বাজেট

■ একের পাতার পর

প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা ১নং, দক্ষতা বৃদ্ধিতে (Skill Development) আমরা ১নং— বলে শেষ করা যাবে না।

শুধু তাই নয়, সারা দেশের বড় রাজ্যগুলির মধ্যে (২০১১-১২ থেকে ২০১৭-১৮ সময়কালে) দারিদ্র দূরীকরণেও আমরা ১নং স্থান অধিকার করেছি।

আপনারা জানেন, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে এই বছরে ১.১ কোটি মানুষকে কাজ দিয়ে বাংলা আবার দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

বাংলা আবাস যোজনায়, গরিব মানুষদের জন্য ৯.২৩ লক্ষ নতুন পাকা বাড়ি তৈরি করে এবছর রাজ্য এক নতুন নজির সৃষ্টি করে দেশে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। বাংলা সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে এবছরও ২০,০০০ কিমি রাস্তা নির্মাণ করে আমরা দেশে প্রথম স্থান অধিকার করেছি।

রাজ্যে ২০১১-র তুলনায় ২০২০ সালে সমস্ত ক্ষেত্রেই অভাবনীয় উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে।

- রাজ্যের GDP ২.৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে,
- রাজ্যের রাজস্ব আদায় ২.৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে,
- State Plan Expenditure ৭.২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে,
- Social Sector-এ ব্যয় ৫.৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে,
- Agri & Allied Sector-এ ব্যয় ৬.১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে,
- Physical Infrastructure-এ ব্যয় ৩.৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা রাজ্যের সার্বিক উন্নতি এবং মানুষের কল্যাণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি সাপেক্ষে অন্তর্বর্তী বাজেট বিবৃতির ২নং ও ৩ নং বিভাগ পড়া হল বলে ধরে নিচ্ছি। এখন আপনার অনুমতি নিয়ে আমি সরাসরি ৪ নং বিভাগ (৭৭ পাতা) থেকে পড়া শুরু করছি।

২০২১-২২ অর্থবর্ষে প্রধান প্রধান দফতরের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়বরাদ্দ :

১. কৃষি বিভাগ

আমি, কৃষি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭,১২৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২. কৃষিজ বিপণন বিভাগ

আমি, কৃষিজ বিপণন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৯১.৯৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩. খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ

আমি, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯,৬৯৩.১৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।।

৪. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগ

আমি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২২০.৮৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫. প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

আমি, প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২২১.৪৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।।

৬. মৎস্য বিভাগ

আমি, মৎস্য বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪২৬.৫৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৭. পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

আমি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৩,৯৮৩.২৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৮. সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগ

আমি, সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩,৬৪৭.০৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৯. জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ

আমি, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৪৬৭.২৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১০. সমবায় বিভাগ

আমি, সমবায় বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫১৬.০৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১১. বন বিভাগ

আমি, বন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯০১.৫৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

আমি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১২,৫৬১.১৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৩. বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

আমি, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৫,৩৩৩.৫৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৪. উচ্চশিক্ষা বিভাগ

আমি, উচ্চশিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে৪,৮৯৩.০৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৫. কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ

আমি, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে। ১,২৮৪.৮০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৬. যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগ

আমি, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭২৭.৯৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৭. তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ

আমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮০৪.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৮. জনশিক্ষাপ্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ

আমি, জনশিক্ষাপ্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৮১.৩৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৯. জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পানীয় জল (PHE) বিভাগ

আমি, জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পানীয় জল (PHE) বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩,৫৭৯.৫৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২০. পরিবহণ বিভাগ

আমি, পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৭৩৭.০৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২১. পূর্ত বিভাগ

আমি, পূর্ত বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬,৩৮১.৯৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২২. ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ

আমি, ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৪১৭.২৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৩. বিদ্যুৎ বিভাগ

আমি, বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,৫৯৮.৬৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৪. পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগ

আমি, পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১২,৪৪৬.২২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৫. আবাসন বিভাগ

আমি, আবাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৭০.৩১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৬. মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগ

আমি, মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬,০৪৬.৯৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৭. সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

আমি, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪,৬৪৪.১৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৮. অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগ

আমি, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,১৭১.৭৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৯. উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ

আমি, উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,০৬৮.৩৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩০. শ্রম বিভাগ

আমি, শ্রম বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,০৯৩.১৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩১. স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগ

আমি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭১২.৮৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩২. উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ

আমি, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৭৬.৫১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৩. সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ

আমি, সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫৭৩.৫৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৪. পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ

আমি, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬৭২.২১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৫. স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগ

আমি, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১১,৫২৩.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৬. কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ

আমি, কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৭৩.১৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৭. বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ

আমি, বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৬০৫.৫০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৮. অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ

আমি, অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৩৫.৩৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৯. সংশোধন প্রশাসন বিভাগ।

আমি, সংশোধন প্রশাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৩৭.৩৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪০. ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগ

আমি, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,১৪৪.৭৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪১. শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগ

আমি, শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২৯১.৯১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪২. সরকারি উদ্যোগ ও শিল্পপুনর্গঠন বিভাগ

আমি, সরকারি উদ্যোগ ও শিল্পপুনর্গঠন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৮.০৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৩. পর্যটন বিভাগ

আমি, পর্যটন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৫৭.৩৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৪. তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ

আমি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৮৩.৫১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৫. উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ

আমি, উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১১৪.১৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৬. পরিবেশ বিভাগ

আমি, পরিবেশ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯৭.৪৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৭. অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগ

আমি, অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৩.৮২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগ

আমি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭০.১১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২০২১-২২ রাজ্য বাজেটের বরাদ্দ এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের বিবরণ ঃ

কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির গতিশীল পদক্ষেপ

৩.১ কৃষি

সম্প্রতি (২০মে, ২০২০) আমাদের রাজ্য এক ভয়াবহ সামুদ্রিক ঝড় 'আমফান'-এর কবলে পড়ে। এর তীব্র ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে কৃষির উপর। কৃষিকার্যের পুনরুজ্জীবনের জন্য রাজ্যের ২৩,৩১,২৮৩ জন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে ৩৬০.০৮ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। বিশেষত দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান ও নদিয়া জেলার কৃষকদের এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বিগত ৩০শে জানুয়ারি, ২০১৯-এ কৃষক ভাইদের সুরক্ষার্থে 'কৃষকবন্ধু' (নিশ্চিত রোজগার) স্কিম চালু করেছেন। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে স্থায়ী রোজগার খাতে ২০১৮-১৯ সাল থেকে এপর্যন্ত ২,৬৪৭.৮৯ কোটি টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে। বিভাগ থেকে অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক এবং DBT পদ্ধতিতে দেওয়ার ফলে ৩৮.৮১ লক্ষ কৃষক উপকৃত হয়েছেন ২০১৮-১৯-এর রবি মরশুমে। এছাড়াও ২০১৯-এর খারিফ মরশুমে এবং ২০১৯-২০-এর রবি মরশুমে ৪৪.২৬ লক্ষ জন ও ২০২০-র খারিফ মরশুমে ৪৬.৭৬ লক্ষ জন কৃষক উপকৃত হয়েছেন।

অন্যদিকে 'কৃষকবন্ধু' (মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ) খাতে এককালীন ২ লক্ষ টাকা ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কৃষক ভাইদের মৃত্যুজনিত কারণে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ২০১৮-১৯-এর শুরুর সময় থেকে এপর্যন্ত ১৬,৫৬৩ জন মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। এরপর ২০২০-র ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮,০১০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

'কৃষক বয়স্কভাতা' (FOAPS) স্কিমে ১,০০০ টাকা করে প্রায় ১ লক্ষ মানুষজনকে মাসিক পেনশন দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমানে রাজ্যে ভুট্টা, ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনে বিপুল বৃদ্ধি লাভ করেছে। ২০১৬-১৭ সালের তুলনায় ২০১৮-১৯ সালে ভুট্টার উৎপাদন দ্বিগুণের অধিক হয়েছে। এবং তদ্রপ ডাল ও তৈলবীজের উৎপাদন ১.৩ গুণের অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১২-১৩ সাল থেকে রাজ্য সরকার কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। ২০১৯-২০ সালে বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতি প্রয়োগের সুবিধা পেতে ১৪,০৬৮ জন কৃষক বন্ধুকে ৯২.৯৩ কোটি টাকা ভর্তুকি বাবদ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যব্যাপী ২৯৩টি কাস্টম হায়ারিং সেন্টার (CHC) তৈরি করা হয়েছে। অত্যাধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সহায়তা, সচেতনতা, প্রশিক্ষণ ও প্রয়োগ ইত্যাদি কৃষক ভাইদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বর্ধমানে 'মাটিতীর্থ কৃষি কথা'নামে একটি প্রযুক্তি কর্মশালা তৈরি করা হয়েছে এবং এরজন্য ব্যয়বরাদ্দ হয়েছে ৬ কোটি টাকারও অধিক।

এই রাজ্যে ২০১৯-এর খারিফ মরশুম থেকে সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারি অনুদানে 'বাংলা শস্যবিমা' (BSB) চালু হয়েছে। এই বিমার প্রিমিয়ামের পুরো ব্যয় সরকার বহন করবে,কেবল আলু ও আখের ক্ষেত্রে কৃষক ভাইদের কাছ থেকে সামান্য অর্থাৎ বিমা রাশির ৪.৮৫% প্রিমিয়াম নেওয়া হবে বাকিটা সরকার বহন করবে। ২০২০ সালে একটি প্রযুক্তি ভিত্তিক বাংলা শস্যবিমা' স্কিম চালু হয়েছে, এরফলে সরকার আরও দ্রুত নির্ভুলভাবে বিমার দাবি, মূল্য নির্ধারণ এবং প্রদান করতে সক্ষম হবে। ২০২০ খারিফ মরশুমে ৬৪ লক্ষ কৃষকের ২২.৫৫ লক্ষ হেক্টর জমি এই বিমার আওতায় এসেছে।

৩.২ কৃষিজ বিপণন

বিপণন পরিকাঠামোর উন্নয়নে রাজ্য দোকান, গুদাম, নিলাম হওয়া সেন্টার, প্রশাসনিক ভবন, গুদামজাত করার প্রয়াস সেই সঙ্গে পানীয় জল, স্যানিটেশন ইত্যাদি সবকিছুরই প্রসার ঘটানোর ব্যবস্থা করেছে। এরজন্য ২০১১ সালে যেখানে খরচ হয়েছিল ৯১.৫২ কোটি টাকা সেখানে ২০২০ সালে খরচ হয়েছে ১,৯৯৮.৮৯ কোটি টাকা।

২০১৪ সালে রাজ্য সরকার 'সুফল বাংলা' প্রকল্প চালু করেছে এবং বর্তমানে সমগ্র রাজ্যে ৬৩টি মোবাইল ভ্যান, ৩টি হাব এবং ৩৩১টি বিপণনকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। 'সুফল বাংলা' কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন ৭৫ থেকে ৮০ মেট্রিকটন শস্য মজুত করে সরাসরি কৃষকরা ১৮ লক্ষ টাকা থেকে ২০ লক্ষ টাকার ফসল বিক্রি করতে পারছে। এর ফলে প্রতিদিন দুই থেকে আড়াই লক্ষ ক্রেতা উপকৃত হয়েছেন।

রাজ্যে সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে জৈব চাষের প্রসার ঘটানোর জন্য 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি বিপণন পর্ষদ' রাজারহাটে স্টেট অফ দ্য আর্ট জৈব বিপণন বাজার নির্মাণ করেছে যার কাজ ২০২১-এর মধ্যে শেষ করতে চলেছে।

পিঁয়াজ ও আলুর বাজারদর নিয়ন্ত্রণের জন্য ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ১৪৮টি বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে ভর্তুকি দিয়ে পিঁয়াজ ও আলু বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ফসল তোলার পরে তা যাতে নষ্ট না হয় সেই কথা মাথায় রেখে 'আমার ফসল আমার চাতাল' খাতে কৃষকদের ১৭,৯৭৫ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়েছে যাতে তারা, ধান সেদ্ধ ও শুকনো, ঝাড়াই ইত্যাদির জন্য পরিকাঠামো নির্মাণের ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়াও ৫,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে যাতে ধান সংরক্ষণ করার বন্দোবস্ত করতে পারে। এরফলে প্রায় ৫৩,০০০ জন কৃষক সুফল পেয়েছেন।

'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি বিপণন পর্ষদ' (WBSMB) অনলাইন ই-পারমিট দেওয়ার। ব্যবস্থা করেছে যাতে রাজ্যে কৃষিজ দ্রব্য দ্রুত ও সহজে বিপণন করা যায়। এছাড়া অন-লাইন আবেদনপত্র জমা করার এবং ইউনিফায়েড লাইসেন্স প্রদান করাও শুরু হয়েছে।

রাজ্য ও জাতীয়স্তরে ই-নাম (e-NAM) বাণিজ্যিক পোর্টালের সাহায্যে কৃষিজ দ্রব্য অনলাইনে বিপণন করা শুরু হয়েছে। রাজ্যের ১৫টি জেলার ১৮টি বাজারকে ই-নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও আরও ১৪টি বাজারকে যুক্ত করার কাজ চলছে।

বর্তমানে ৫৮৩টি বৈধপ্রাপ্ত হিমঘরের মধ্যে ৫১৫টি হিমঘর কাজ করছে। ফলে আলু ও অন্যান্য পণ্য মিলিয়ে ৭৫.৪৮ লক্ষ মেট্রিকটন দ্রব্য গুদামজাত হয়েছে।

৩.৩ খাদ্য সুরক্ষা : খাদ্য ও সরবরাহ

২০১৬-র জানুয়ারি থেকে 'খাদ্যসাথী'প্রকল্পে রাজ্যের প্রান্তিক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের খাদ্য সুরক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং বিশেষ সুবিধাযুক্ত দামে ভাল মানের খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। এই কাজ লক্ষ্যণীয়ভাবে সফল করতে ৫০০-রও বেশি সরবরাহকারী সংস্থা এবং ২০,০০০-এর বেশি ন্যায্যমূল্যের দোকান ব্যবহৃত হচ্ছে। সারা রাজ্যে ৯.৯৮ কোটি মানুষকে এই জনপ্রিয় 'খাদ্যসাথী'-র আওতায় নিয়ে এসে খাদ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

■ তিনের পাতায়

হৃদয়ের বাজেট

■ দুয়ের পাতার পর

Covid-19 তথা করোনা অতিমারীর কারণে ২০২০-র মার্চ মাস থেকে দেশব্যাপী লকডাউনের ফলে ব্যবসা, চাকরি হারানো, বে-রোজগার, খাদ্য সামগ্রী বণ্টনের অসুবিধা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। মানুষের দুরবস্থা দূর করতে ২০২০-র এপ্রিল মাস থেকে AAY, PHH, SPHH এবং RKSY-I শ্রেণিভুক্ত সকল মানুষজনকে খাদ্যসাথী প্রকল্পে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও ২০২০-র মে মাস থেকে RKSY-II শ্রেণিভুক্ত মানুষজনকেও বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। ২০২০-র মে মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত চরম দুঃসময়ে RKSY-II শ্রেণিভুক্ত মানুষজনকে পূর্বের ২ কিলোর পরিবর্তে মাসে মাথাপিছু ৫ কিলোগ্রাম খাদ্যশস্য দেওয়া হয়েছে।

লকডাউনের কারণে ডাক বিভাগ বন্ধ থাকায় ডিজিটাল রেশন কার্ড প্রেরণ করা অসুবিধা ছিল তাই সেইসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্লক অফিস ও পৌরসভার মাধ্যমে ডিজিটাল রেশন কার্ড-এর পরিবর্তে 'ফুড কুপন' দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা ডিজিটাল কার্ড না পাওয়া পর্যন্ত 'ফুড কুপন'-এর মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে খাদ্যশস্য পেতে পারেন। ৪.৮৫ লক্ষ খাদ্যসাথী স্পেশাল কুপন দেওয়া হয়েছে।

পরিযায়ী এবং স্থায়ী শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার ৪৫.৮৯ লক্ষ অস্থায়ী ফুড কুপনের ব্যবস্থা করেছে। এই কুপনের মাধ্যমে এই সমস্ত শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার ৪৫,৮৯৪ মেট্রিকটন চাল এবং ২,৬৫৫ মেট্রিকটন ছোলার ডাল সরবরাহ করেছে। যেখানে মাথাপিছু ১০ কিলো চাল এবং পরিবার পিছু ২ কিলো ছোলার ডাল এককালীন সাহায্য হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে।

রাজ্যের যৌনকর্মী এবং রূপান্তরকামীদের খাদ্যসাথী স্পেশাল কুপন ও ডিজিটাল রেশন কার্ড দেওয়ার জন্য বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

সমস্ত সুবিধাভোগী ২০২১ সালের জুন মাস পর্যন্ত বিনামূল্যে খাদ্যশস্য পাবে। রাজ্য সরকার KMS ২০১৯-২০ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ২০১৯-এর ১ অক্টোবর থেকে ২০২০-র ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়সীমায় ১২.৪৩ লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের থেকে ৪৮.৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছে, যা এক যুগান্তকারী সফলতা। এই ধান সংগ্রহ করা হয়েছে ৩৪৯টি Government operated Centralised Procurement Centres (CPCs), ১,০৯৮টি সমবায় সমিতি, Food Producers Organisation এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির দ্বারা। কৃষকদের ধান বিক্রয়ের সুবিধার জন্য সরকার 'খাদ্যসাথী অন্নদাত্রী' নামে মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে, যার দ্বারা ধান বিক্রয়ে ইচ্ছুক কৃষকরা নথিভুক্ত হতে পারেন।

অতিরিক্ত চাল সংরক্ষণের জন্য যাতে অন্তত ৪ মাস চাল সংরক্ষিত থাকতে পারে, রাজ্য সরকার ১০ লক্ষ মেট্রিক টন সংরক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা করেছে। যেখানে ২০১১ সালে সংরক্ষণ ক্ষমতা ছিল মাত্র ৬৩ হাজার মেট্রিক টন।

৩.৪ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন

বাগিচা ফসলের উৎপাদন ও জমির আয়তন বৃদ্ধিতে পশ্চিমবঙ্গ আজ রেকর্ড করেছে। ২০১১ সাল থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত ১৪,৮২,৬৯৬ হেক্টর জমিতে বিবিধ ফল, ফুল, মশলা ও বাগিচা ফসল উৎপন্ন হচ্ছে।

রাজ্যের পিঁয়াজ উৎপাদনকারীদের ১২৮টি স্বল্প মূল্যে পিয়াজ সংরক্ষণ পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে যেখানে প্রতিটি সংরক্ষণ কেন্দ্রে ২৫ মেট্রিক টন পিঁয়াজ সংরক্ষণ করা যাবে।

৮৫,০০০ বর্গ মিটারের অধিক জমিতে আচ্ছাদিত কৃষিঘর এবং গ্রিন হাউস এ রাজ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ সাল থেকে এখানে বহুমূল্য ফুল, সবজি উৎপাদন করা হচ্ছে এবং পানের বরোজ তৈরি হয়েছে। হুগলির চুঁচুড়াতে দ্রুতগতিতে 'সবজি উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ চলছে। আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই এখান থেকে হাতে কলমে কৃষি সংক্রান্ত ট্রেনিং ও শিক্ষা সহায়তা দেওয়া যাবে এবং একই সঙ্গে উৎকৃষ্ট মানের বাগিচা ফলনের উপকরণ ও সবজির চারা পাওয়া যাবে।

সুপার সাইক্লোন 'আমফান' কবলিত রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদেরকে ১২৫ গ্রাম করে লাল শাকের বীজ দিয়ে তাৎক্ষণিক সহায়তা করা হয়েছে। সর্বমোট ৯,৩১,৮৪২টি বীজের মিনিকিট ক্ষতিগ্রস্ত জেলার কৃষকভাইদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। আমফান উপদ্রুত ৯টি জেলা যথা- দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, বাঁকুড়া এবং মালদার পানচাষিদের বরোজ পুনরায় তৈরির জন্য ৮,১২৯ লক্ষ টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

'সিমবিডিয়াম অর্কিড ইন্ডাট্রিজ ইন দার্জিলিং হিলস' এবং 'সিমবিডিয়াম অর্কিড কাল্টিভেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট জেনেরেশন অ্যামং রুরাল এডুকেটেড ইউথস্ অফ দার্জিলিং হিমালয়ান হিল রিজিয়ন' নামের রাজ্য প্রকল্প দুটির অধীনে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার ১১৩ জন চাষিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজ চলছে। উত্তরবঙ্গের জন্য কালটিভেশন অফ মেডিসিনাল প্লান্ট ফর এমপ্লয়মেন্ট জেনেরেশন অ্যান্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি অফ ফারমারস অফ দি হিল এরিয়া' প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা কিষাণমাণ্ডিতে 'স্টেট লেভেল হানি প্রসেসিং হাব' তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে রাজ্যে মৌমাছি চাষের গতি ত্বরান্বিত হবে।

৩.৫ প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন

'আমফান'-ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলিতে ৩,৭৩৯টি বিশেষ প্রাণীস্বাস্থ্য শিবির গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে ১৪.৫৩ লক্ষ খামারপশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা করা হয়েছে। এছাড়াও ৫.১৩ লক্ষ খামারপশু ও হাঁস-মুরগিকে টীকা দেওয়া হয়েছে। ১৬,৭৮০ জন। পালকদের তাদের খামারপশু ও হাঁস-মুরগির ক্ষয়ক্ষতির জন্য ১৪৯১.৮৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হয়েছে। আমফান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৭টি জেলায় ৯৭ হাজার পালকদের মধ্যে ১১.১৯ লক্ষ হাঁস-মুরগির ছানা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও চলতি বছরে আরও ৬২ হাজার পালকদের মধ্যে ৬.০৭ লক্ষ হাঁস-মুরগির ছানা বিতরণ করা হবে। ২০২০-র ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ৭.৪২ লক্ষ হাঁস-মুরগির ছানা ১৪,৮৪১টি স্বনির্ভরগোষ্ঠীকে বিতরণ করা হয়েছে।

সরকার হাঁস-মুরগি পালনে উৎসাহ দিতে 'স্টেট ইনসেনটিভ স্কিম, ২০১৭'র আওতায় কমার্শিয়াল লেয়ার পোল্ট্রি এবং পোল্ট্রি ব্রিডিং ফার্ম চালু করেছিল, যা চালু থাকার কথা ছিল ৩১.০৮.২০২০ পর্যন্ত। কিন্তু অতিমারী কোভিড পরিস্থিতির জন্য এই প্রকল্পটি আরও এক বছর বাড়ানো হয়েছে। ১৮৫.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে এই ধরনের ৪৭টি পোল্ট্রি ফার্মের অধীনে ২০.৮৬ লক্ষ লেয়ার পোল্টি ফার্মের কাজ শেষ হয়েছে। যার ফলে বছরে অতিরিক্ত ৬১ কোটি ডিম উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়াও ১৭০.৬০ কোটি টাকা ব্যয় নির্বাহ করে আরও ৪৫টি প্রকল্পের জন্য ১৮.৬৭ লক্ষ কমার্শিয়াল লেয়ার পোল্টি ফার্ম-এর কাজ চলছে। এই প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হলে বছরে অতিরিক্ত ১১৫.৪৩ কোটি ডিম উৎপাদন সম্ভব হবে। এর ফলে অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে ডিম আমদানি করার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে যাবে।

রাজ্যের ১০.৫৩ লক্ষ পালকদের হাঁস-মুরগির ছানা বিতরণ করার ফলে বার্ষিক ডিম উৎপাদন ২০২০-২১ সালে প্রায় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১,০৫০ কোটি, যেখানে। ২০১৯-২০ সালে ডিম উৎপাদন হয়েছিল ৯৭৩.৫ কোটি।

চলতি বছরে ৪ হাজার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ৮৪ হাজার ছাগল বিতরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

প্রাণীস্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়টি খুবই জরুরি, তাই ১.৩৯ কোটি খামারপশু ও পোল্ট্রিগুলিতে টীকাকরণের কাজ করা হয়েছে। প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গরু, মহিষ ইত্যাদি ৩০.০২ লক্ষ গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং ১০.৬১ লক্ষ বাছুর কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থায় জন্মলাভ করেছে।

কোভিড-১৯ তথা করোনা অতিমারির লকডাউন পরিস্থিতিতেও মূল্যবৃদ্ধি ব্যতিরেকেই মাংস ও মাংসজাত খাদ্যের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়েছে, যেখানে বিগত বছরে ওই সময়কালের তুলনায় মাংস ও মাংসজাত খাদ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি ঘটেছিল ১৮২.৬১ শতাংশ।

ব্রয়লার মুরগির চাহিদা নিরসনে হরিণঘাটা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের খামারজীবীদের এবং ফঁসিদেওয়া মিট প্ল্যান্টে ব্রয়লার ইন্টিগ্রেশন প্রকল্পটি সফলভাবে রূপায়িত করা হয়েছে।

যার ফলে ৩৬২ সংখ্যক খামারজীবী উপকৃত হয়েছেন। এছাড়াও জলপাইগুড়ি এবং জোতিয়াকালির ব্রিডিং ফার্মে বার্ষিক ৩০ লক্ষ ব্রয়লার মুরগি উৎপাদনের কাজ চালু হয়েছে।

নদিয়া জেলার কল্যাণীতে এক লক্ষ হাঁস-মুরগি প্রতিপালনের ক্ষমতাসম্পন্ন কল্যাণী লেয়ার ফার্মে দৈনিক ৮৫ হাজার ডিম উৎপাদিত হচ্ছে, এছাড়াও নদিয়া জেলার হরিণঘাটায় Goat Meat Plant-এ দৈনিক ১.২ মেট্রিকটন ছাগমাংস উৎপাদনের কাজ শুরু হয়েছে। এ ব্যতীত নদিয়া জেলার কল্যাণীতে ৫,০০০ সংখ্যক ক্ষমতাসম্পন্ন ডাক ব্রিডিং ফার্মে বার্ষিক ৫ লক্ষ হাঁস-মুরগির ছানা উৎপাদনের কাজ ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে।

২০২০-২১ বর্ষে নভেম্বর মাস পর্যন্ত গড় দুধ সংগ্রহ হত ২১৫.০৮২ TKgPD। ২০২০-২১ বর্ষে দুধের সংগ্রহ মূল্য ছাড়াও বিশেষ উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার প্রতি লিটার ৬ টাকা অতিরিক্ত উৎসাহভাতা হিসাবে ২১.০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। যার মধ্যে দুধ সংগ্রহের জন্য মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়নের মাধ্যমে ১৬.৪৫ কোটি টাকা জেলার ডেয়ারি সমবায় সমিতির কৃষকদের দেওয়া হয়েছে।

৩.৬ মৎস্য

২০২০-২১ বর্ষে ৩০.১২.২০২০ তারিখের মধ্যে রাজ্যে ১২.৯০ লক্ষ মেট্রিকটন মাছ এবং ২৪,৮৭৫ মিলিয়ন মাছের পোনা উৎপাদিত হয়েছে।

মাছের উৎপাদন বাড়াতে মৎস্য বিভাগ বিভিন্ন মৎস্য চাষের উপযোগী প্রকল্প নিয়েছে। 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পের অধীনে ১৭.০১ কোটি টাকা ব্যয় করে ৪,২০২.৮৭ হেক্টরে ৩১,৫১৭টি জলাশয়ে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়াও ২০.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৪৬৬.৬৬ হেক্টরে ৪১,০০০টি ছোট ছোট জলাশয়ে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তদুপরি বড় আকারের মাছ উৎপাদন করতে ৪০ হেক্টরে ৪০টি বড় জলাশয়ে মৎস্য চাষ করা হচ্ছে, যার জন্য খরচ হয়েছে ১.৫৪ কোটি টাকা। ৩৪ হেক্টরের ১৭টি সরকারি জলাশয়ে ২.৭১ কোটি টাকা ব্যয় করে ময়না মডেল চালু করা হয়েছে। এছাড়াও ৪.১ কোটি টাকা ব্যয় করে ১৫৬.৬৬ হেক্টরে ১,১৭৫টি জলাশয়ে দেশি মাগুর, শিঙি মাছের চাষ করা হচ্ছে।

লোনা জলের মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে একই প্রজাতির বাগদা চিংড়ি, বিভিন্ন প্রজাতির বাগদা চিংড়িসহ সামুদ্রিক নলাকার মৎস্য এবং'Vennamei বাগদা'চাষের জন্য যথাক্রমে ১,০২০টি, ৮১০টি এবং ৭৮০টি জলাশয়ে মৎস্য চাষ করার কাজ চলছে। এক্ষেত্রে ব্যয় ধরা হয়েছে যথাক্রমে ২.০২ কোটি, ২.৬৯ কোটি এবং ২.৭৬ কোটি টাকা। আদিবাসী মৎস্যজীবীদের উন্নয়নের জন্য ৭৪৬টি দেশি মাগুর চাষ' এবং ৯৩২টি 'IMC Culture (Indian Major Carp Culture) পদ্ধতিতে চাষ করার জন্য যথাক্রমে ১.৪৯ কোটি এবং ২.৩৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

এই বিভাগ Bio-floc এবং RAS নামে দুটি আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

সামুদ্রিক ঝড় আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের নৌকা, হাঁড়ি এবং ক্ষতিগ্রস্ত মাছ ধরার জাল-এর জন্য সরকার DBT-র মাধ্যমে ১৭ কোটির অধিক টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্যয় করেছে।

মৎস্যজীবীদের সহজভাবে জীবিকার জন্য ১.৭০ কোটি টাকা ব্যয় করে ৭,৮৩৬টি ইনস্যুলেটেড বক্স-সহসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। ৪৯০ জন উপজাতিভুক্ত মৎস্যজীবীকে তাদের বাসপযোগী বাড়ির জন্য বাড়িপ্রতি ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এরজন্য ৪.৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ওল্ড এজ পেনশন স্কিম-এর অধীনে ৮,৫০০ জন বৃদ্ধ মৎস্যজীবীকে পেনশন দেওয়া হত, যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে ২০ হাজার হয়েছে।

চারটি উদ্ভাবনী স্কিমের প্রথমটি হল 'ফিস ফ্রাই টু ফিংগারলিং', যার দ্বারা এই বিভাগ প্রথম বছরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে এগুলি বিক্রয়ের জন্য দেবে এবং স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলি এগুলির মাধ্যমে আর্থিকভাবে উপকৃত হবে। দ্বিতীয়টি হল 'স্বচ্ছ-জলাশয়ে দৈত্যাকৃতি চিংড়ি চাষ'। এক্ষেত্রে ADMI প্রকল্পের অধীনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের বিস্তৃত ক্যানেলগুলিতে এই চাষ করা হবে। তৃতীয় স্কিমটি হল 'মিনি হ্যাচারিজস ফর ইন্ডিজেনাস ফিস স্পেসিস'। এখানে ছোটো ছোটো জলাশয়ে দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ করা হবে। চতুর্থটি হল 'মিনি ফিড মিলস'। এক্ষেত্রে মৎস্য বিভাগ স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলির সাহায্যে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছে। ইতিমধ্যেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে এবং তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্কিমটির বাস্তবায়নের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

৩.৭ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন

গ্রামীণ কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে MGNREGA প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র দেশের মধ্যে নিজেকে অন্যতম প্রধান অবদানকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ২০২০-র ডিসেম্বরের মধ্যে এই রাজ্য ৩২.৬৫ কোটি শ্রমদিবস তৈরি করেছে। চলতি অর্থবর্ষে ৭৩.১৮ লক্ষ পরিবারকে এবং ১.০৬ কোটি শ্রমিকের কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে যা এক সর্বকালীন রেকর্ড। এই অর্থবর্ষেই প্রায় ১০.৭৫ লক্ষ নতুন 'জব কার্ড' দেওয়া হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত ১৫,৫৯৭টি জল সংরক্ষণ এবং জলসঞ্চয় পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও ১,৫৮৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শেষ হয়েছে। ব্যক্তিগত সুবিধাভোগী স্কিমের ক্ষেত্রে ৯,৯৭,১১৩ সংখ্যক প্রাণীজ সম্পদ দিয়ে তাদের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বাংলার 'আবাস যোজনায় চলতি আর্থিক বছরে ১০,২৬,১৯৬টি বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে সর্বোচ্চ সংখ্যায় বাড়ি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ২০২০-২১ আর্থিক বছরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ আবাস যোজনা'স্কিমের অধীনে ৩১,৩০,৮২৪টি বাড়ির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বাংলার গ্রামীণ সড়ক যোজনায় ১৬,৫৬১.৬২ কোটি টাকার প্রকল্প ব্যয় ধরে ৩৫,৬১১.৪১ কিমি রাস্তা তৈরির অনুমোদন করা হয়েছে। বিগত বছরে (২০১৯-২০) ২,১৮০ কিমি রাস্তা নির্মিত হয়েছে, যা আবারও আর্থিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে সর্বাধিক। সম্প্রতি, ২০২০-২১ বর্ষে আরও ৭৫০ কিমি নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এবং আরও ১,৯০০ কিমি রাস্তা বিভিন্ন পর্যায়ে সমাপ্তির মুখে আছে। এবছরেই BGSY-র ফেজ-১-এর নির্মাণ কার্য শেষ হবে এবং ফেজ-২-এর কাজও কিছু দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। ফেজ-২-এর ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে ২,০৯৪.৯৪ কোটি টাকা। এমতাবস্থায় রাজ্য BGSY-৩-এর কাজ শুরু করার যোগ্যেতা অর্জন করেছে।

'মিশন নির্মল বাংলা'-র অধীনে ২০১২-১৩ থেকে শুরু করে ২০২০-র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৬৬,৩৪,৮৩৪টি বাড়িতে ঘরোয়া শৌচালয় তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এর ফলে এই রাজ্যের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এখন উন্মুক্ত শৌচকর্ম মুক্ত (ODF) বলে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়াও ৩,৪৫২টি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার NSAP-র অধীনে সমস্ত পেনশন উপভোক্তাকে একই ছাতার তলায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ২০২০ সালে 'জয়বাংলা' প্রকল্প চালু করেছে। ১.৪.২০২০ তারিখে এই প্রকল্পের শুরু থেকে উপভোক্তাদের পেনশন সবার জন্য বাড়িয়ে মাসিক ১,০০০ টাকা করা হয়েছে। ২০২০-র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোটে ২৩,১৬,০৫৮ জন উপভোক্তা এই সুবিধা পেয়েছেন। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে রাজ্য বাজেটে ২০২০-র ডিসেম্বর পর্যন্ত ১,১৫১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৩,৩৪১ সংঘ, ৩৭,৩৫৩ উপসংঘ নিয়ে গঠিত ৮.৬৭ লক্ষ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ৯০.৩১ লক্ষ সদস্যকে West Bengal State Rural Livelihood Mission (WBSRLM)-এর অধীনে একত্রিত করা হয়েছে। এছাড়া ৩,২৯৮ সংঘ West Bengal Co-operative Societies Act-এর নিবন্ধিত হয়েছে।

২০২০-র ডিসেম্বর পর্যন্ত WBSRLM পুনর্ব্যবহারযোগ্য তহবিল তৈরির জন্য ৩,২৭,৫৭১টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ৪৯১.৩৬ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা করেছে। এছাড়াও 'কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড'-এর অধীনে ৩,২৬৭টি সংঘ ২,১৬,৩৩৬টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ২০২০-র ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১২৫.৬৮ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে দিয়েছে।

বিগত ২০১৯-২০ বর্ষে ৫,২৩,২৩৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ১১,৩৬৮.৯০ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। এবছর এই অতিমারী পরিস্থিতির মধ্যেও ২০২০-র ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪,৬৮,১২৯টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ৫,১৬৭.৯৫ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে, যা পরিমাণের দিক থেকে দেশের মধ্যে সর্বোচ্চের নিরিখে চতুর্থ।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সক্রিয় সহযোগিতা এবং সমন্বয়ে 'আনন্দধারা' প্রকল্পের কাজ ধারাবাহিকভাবে চলছে। বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের সহযোগে ৩২,৪৪৪টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ২০১৯-২০ বর্ষে ৩৮৩.৬৪ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সহযোগে ৪৮২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী সরকারি হাসপাতালগুলিতে রান্না করা খাবার সরবরাহ করেছে। এছাড়া ৯৮টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী মহিলা ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগের সহযোগে ICDS কেন্দ্রগুলিতে রান্না করা খাবার সরবরাহ করেছে।

কোভিড-১৯-এর অতিমারী পরিস্থিতিতে সংঘ এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি ২০২০-র ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ১,০৯,৪৩,৩৩০ সংখ্যক মুখাবরণ (Mask) এবং ১,০৫,৮১২.৫ লিটার স্যানিটাইজার প্রস্তুত করেছে। তারা সংঘের বাড়িগুলিতে নিভৃতবাসের (Quarantine Centre) ব্যবস্থা করেছে এবং নিভৃতবাসীদের খাদ্যদ্রব্য দিয়ে সহায়তা করেছে।

অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি পরিসেবাগুলি জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য ২০২০-২১ বর্ষে'বাংলা সহায়তা কেন্দ্র' (BSK) গঠন করা হয়েছে। ২০২০-র ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩,৪৩৮ সংখ্যক BSK গঠন করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ৩৮.৬৩ কোটি টাকা। এই BSKগুলির মাধ্যমে ২৩০ রকম সরকারি পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩.৮ সেচ ও জলপথ পরিবহণ

সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগ রাজ্যের সেচ ব্যবস্থা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষভাবে জোর দিয়েছে এবং ৯৩টিরও বেশি সেচ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়াও রাজ্যের বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের মধ্যে ৪২ শতাংশ ক্ষেত্রে বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকাঠামো গঠনে জোর দিয়েছে। এই বিপুল পরিকাঠামো, যার অনেকগুলিই ৫০-৬০ বছরের পুরনো, সেইসব পরিকাঠামোগুলির প্রকৃত রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণ করা এই বিভাগের প্রধান লক্ষ্য। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ড্যাম, ব্যারেজ এবং ব্রিজগুলির সুরক্ষা অডিট-এর কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালে, যা এবছরেই শেষ হয়েছে। কিছু অঞ্চলে পুনর্বাসন ও সুরক্ষা অডিট-এর উল্লিখিত কাজগুলি ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে এবং বাকিগুলির কাজও চলছে। রাজ্য সরকারের নির্দেশিত দিশায় এগিয়ে এই বিভাগ নিরলস প্রয়াসে রাজ্যের বেশিরভাগ কৃষিজমিকে সেচের আওতায় নিয়ে এসেছে এবং ২০২০-২১ বর্ষে ২০২০-র ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে বন্যাপ্রবণ অঞ্চলগুলির মানুষজনের কল্যাণার্থে ১১৩টি প্রকল্পের কাজ শেষ করেছে। এছাড়াও কোভিড-১৯ অতিমারীর ভয়ানক পরিস্থিতিতে কিছু সময় কাজ আটকে থাকা সত্ত্বেও আরও ৬১৯টি প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে।

■ পাঁচের পাতায়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হৃদয়ের বাজেট

■ তিনের পাতার পর

২০২০-২১ বর্ষে সেচ-ব্যবস্থার মাধ্যমে ১,৩২,৭৪৫ একর জমিকে কৃষিযোগ্য করে গড়ে তোলা হচ্ছে। এজন্য ২৪টি মাঝারি ও ছোটো ছোটো সেচ প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কংসাবতী রিজার্ভার প্রকল্প, ময়ূরাক্ষী রিজার্ভার প্রকল্প এবং মেদিনীপুরের প্রধান ক্যানেল—এই তিনটি বড় সেচ প্রকল্পের পুনর্গঠনের কাজ আংশিক শেষ হয়েছে।

২০২০'র মে মাসের ২০ তারিখে প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'আমফান' রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলের ৩৭টি ব্লকে আছড়ে পড়ে। এই ঝড়ের ফলে ১৫৬ কিমি নদীপাড় ভাঙে এবং ৩৬টি পরিকাঠামো ভেঙে পড়ে। রাজ্য সরকার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ৯২টি ক্ষেত্রে নদীপাড় বাঁধানো-সহ ভেঙে পড়া নির্মাণগুলি পুনঃসংস্কার করেছে।

২০২০-২১ বর্ষে ২৬০ কিমি বন্যাপ্রবণ ও ২৯১ কিমি নদীপাড় ক্ষয়রোধকারী নদীবাঁধগুলির উন্নয়ন করা হয়েছে। কলকাতা এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে প্রায় ১০৫০ কিমি বিস্তৃত নিকাশি নালায় উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের ফলে জল জমে থাকার সমস্যা দূর হয়েছে এবং জমা জলে সৃষ্ট মরশুমি রোগের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট স্কিম-এর জন্য ভারত সরকারের কোন আর্থিক সহায়তা না পাওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের নিজ-অর্থে ১৯ কিমি ব্যাপী নদী খাত পুনর্গঠন করার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। এছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ১৪৭ কিমি ব্যাপী নদীখাতের মধ্যে ৮৪ কিমি পুনর্গঠন করার কাজ চলছে।

বিখ্যাত বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাকদ্বীপ এবং সাগর দ্বীপের মধ্যবর্তী মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজিং করা হয়েছে। যার ফলে ২০২০'র গঙ্গাসাগর মেলার সময় নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিদিন ১৯ ঘণ্টা ফেরি চলাচল সম্ভব হয়েছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক-এর আর্থিক সাহায্যে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মেজর ইরিগেশন অ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট প্রোজেক্ট'-এর মাধ্যমে কয়েক দশকের পুরনো DVC ক্যানেলগুলির সংস্কার করে দক্ষিণবঙ্গের ৫টি জেলায় সেচ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এই প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্ন দামোদর অঞ্চলে হাওড়া ও হুগলি জেলায় দীর্ঘদিন না হওয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকাঠামো ২০২০'র ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই গড়ে তোলা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ৩০১৫ কোটি টাকা।

৩.৯ জল সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন

৬০,০০০ হেক্টর জমিকে সেচ ব্যবস্থার মধ্যে আনার জন্য বিভিন্ন ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। ২০২০'র ডিসেম্বরের মধ্যে ১৭৪১টি ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে ৩১,৯৫২ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা গেছে।

২০২০-২১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে 'জল ধরো জল ভরো' কর্মসূচির অধীনে ২০,০৭০টি জলাশয় ও সেচখাল সংস্কার ও তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এরমধ্যে জলসম্পদ বিভাগের উদ্যোগে ৩,৯৩২টি পুকুর এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৬,১৩৮টি জলাশয়ের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।।

রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের ৬টি জেলা যেমন- বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান এগুলির পতিত জমিতে 'মাটির সৃষ্টি নামে একটি উৎপাদনশীল কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে নিবিড় পরিকল্পনার মাধ্যমে ১৯৪২টি স্থানে মোট ১৩,০০০ একরের অধিক পতিত জমির উন্নয়ন করা হয়েছে। ১৫০০টি স্থানে প্রায় ৬৭৭৩ একর জমিতে ১০.৮ লক্ষের অধিক বিভিন্ন প্রজাতির চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে।

হাপা, পিট, টিউবওয়েল ইত্যাদির মাধ্যমে ৬০০টি ক্ষুদ্র সেচ পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৩ স্থানে অন্তর্বর্তী ফসল ফলানোর সুবিধার মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি ২৭.৩৬ লক্ষ টাকা উপার্জন করে। ৩৭১টি জলাশয়ে মাছ চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩০.৫ লক্ষ কর্মদিবস তৈরিও সম্ভব হয়েছে।

রাজ্যের শুখা জেলা বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার নানো অঞ্চলে এবং দার্জিলিং ও কালিম্পঙের মতো পাহাড়ি অঞ্চলে 'জলতীর্থ' কর্মসূচির মাধ্যমে সেচ ও বৃষ্টির জল ধরে রাখার কাজ হাতে নিয়ে সেচভুক্ত এলাকা বৃদ্ধির কাজ শুরু হয়েছে। এবছরে ২০২০ ডিসেম্বরের মধ্যে ৮৬টি স্কিমের মাধ্যমে ২,৭১৩ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে। তাছাড়া 'জলতীর্থ' কর্মসূচিতে জল সংরক্ষণের মাধ্যমে পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

NABARD-এর আর্থিক সহায়তায় RIDF-এর উদ্যোগে ৯৩৭টি ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পে চলতি অর্থবর্ষের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ১৬,৯১৬ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাকসিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট অফ মাইনর ইরিগেশন প্রোজেক্ট (WBADMIP)-এর অধীনে আরও ৩৪৫টি সেচ প্রকল্পের কাজ চলতি অর্থবর্ষের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হয়েছে। এর ফলে ৩,১৫৫ হেক্টর জমি সেচভুক্ত হয়েছে এবং একই সঙ্গে উপকূলীয় নোনা অঞ্চলের জেলাগুলির ৭৮.৪ কিমি. খাড়ি খনন করা হয়েছে।

২২১টি জলসংরক্ষণ সংস্থার (WUAs) অন্তর্গত ৫,০০৫টি উপভোক্তা পরিবারকে ক্ষুদ্রসেচের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করতে ১,৩৮৬টি কর্মসূচির মাধ্যমে ২০,০৮১ জন ট্রেনিকে দক্ষ করে তোলা হয়েছে। এছাড়া আরও ৩০,৩৩৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৩৩,২৭৫ জন উপভোক্তা পরিবারকে কৃষি, উদ্যানপালন, মাছ চাষ ইত্যাদি সম্পর্কে আধুনিক প্রথার উৎপাদনমূলক পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যাতে চাষীদের উৎপাদন এবং আয় বর্ধিত হয়।

অপ্রচলিত শক্তিকে কাজে লাগাতে ৪৯৮টি ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প শুরু করে ৬,৩৩১ হেক্টর জমিতে সম্পূর্ণ সৌরশক্তির সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৬টি সিঞ্চন সেচ পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে ২২৭ হেক্টর জমিকে সেচভুক্ত করা হয়েছে, যার সমস্তটাই সৌরশক্তি চালিত।

৩.১০ সমবায়

অধিক কৃষক সদস্যকে Primary Agricultural Co-operative Societies (PACS)-এর আওতায় আনার প্রচেষ্টা স্বরূপ এই বিভাগ নতুন ১,৩৭,৭১৭ সংখ্যক কৃষকের নাম নথিভুক্ত করেছে। ১১.৪১ লক্ষ কৃষক সদস্যকে ৩১০৩.৫০ কোটি টাকা ব্যয় করে শস্য ঋণ দেওয়া হয়েছে।

৩০.১১.২০২০ পর্যন্ত সময়কালে মোটে ১১,০৬,৩৩২ সংখ্যক 'রুপে কিষাণ কার্ড' বিতরণ করা হয়েছে। ৯২৫৪টি নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে, ফলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা গুণিতকহারে বেড়ে ২,১৩,৬২৬-এ এসে দাঁড়িয়েছে।

৩৪,০৯৪টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ২,৯৪,২৩১ জন সদস্যকে ঋণ সংযুক্তিকরণ (Credit Linked) করা হয়েছে। যারফলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা গুণিতকহারে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪,২৫,৫১৯-এ। ২,৯৪,০২৬ জন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যকে ৫৭৭.৪৭ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। কর্মসাথী' প্রকল্পে ৬৫৬ জন সুবিধাপ্রাপককে ৯.৮২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের যে সব অঞ্চলে ব্যাঙ্ক পরিষেবার সুযোগ নেই, সেইসব অঞ্চলে আর্থিক পরিষেবা দেওয়ার জন্য ২৬৩১টি PACS-এর মাধ্যমে কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট' (CPS) গঠনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ২২৩০টি PACS-এর মাধ্যমে ২০১.৭০ কোটি টাকার আর্থিক পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।।

কৃষি যন্ত্র প্রযুক্তি ব্যবহার করে রাজ্যে কৃষিজ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে 'ফার্ম মেশিনারি হাব' (Custom Hiring Centre) গঠন করা হয়েছে। এভাবে ৩৭৯টি সমবায় সমিতিকে এই সহায়তা দেওয়া হয়েছে, যার জন্য খরচ হয়েছে। ১০৮.৭০ কোটি টাকা।

২০১৯-২০ KMS বর্ষে রাজ্যের সমবায় সমিতিগুলি ১১.৪৬ লক্ষ মেট্রিকটন ধান সংগ্রহ করেছে, যারমধ্যে BENFED ও CONFED ৬৪৬টি সমবায় সমিতির ২.০৭ লক্ষ কৃষক সদস্যদের কাছ থেকে ৫.৫৮ লক্ষ মেট্রিকটন ধান সংগ্রহ করেছে।

RKVY-এর অধীনে বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলি ১৩.৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করে ৯৬৫০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১০০টি গ্রামীণ শস্যাগার তৈরি করেছে। এছাড়াও বিগত অর্থবর্ষে RIDF / WIF-এর অধীনে ২০৮.৮৭ কোটি টাকা ব্যয় করে প্রতিটি ১০,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ২০টি শস্যাগার নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। এই শস্যাগার নির্মাণের কাজ চলছে এবং আশা করা যাচ্ছে ২০২১-এর জুন মাসের মধ্যেই নির্মাণ কার্য শেষ হবে। তাছাড়া চলতি অর্থবর্ষে প্রতিটি ১০,০০০ মেট্রিকটন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন আরও ৩টি শস্যাগার নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

৩.১১ বন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামাজিক উৎপাদন তথা মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা, বন সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক বিভিন্নতা বজায় রাখার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে ২,৫০০ হেক্টর জায়গায় ৫ কোটি ম্যানগ্রোভ চারা গাছ বসানো হয়েছে, তারমধ্যে ৫০০ হেক্টর জমি বনাঞ্চলে এবং বাকি ২০০০ হেক্টর জমি বনাঞ্চলের বাইরে। ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১ কোটি চারাগাছ বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ বর্ষের হিসাব অনুযায়ী ৭২৯৯.৫ হেক্টর জমিতে বনসৃজন করা হয়েছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ২০১৭ বর্ষে চালু হওয়া 'সবুজশ্রী প্রকল্পের অধীনে ২০২০ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালে নবজাতকদের মায়েদের জন্য ৩৮,১১,২১৫টি চারাগাছ বিতরণ করা হয়েছে।

বন্য জন্তু, যথা হাতি, চিতা, বাঘ, গাউর ইত্যাদি বন্যপ্রাণীদের অনিষ্ট করার হাত থেকে মানব সম্পদ রক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বনাঞ্চল সংলগ্ন গ্রামগুলির ফসল রক্ষা করার জন্য এবং মানব ও বন্যপ্রাণী সংঘর্ষ মোকাবিলা করার জন্য বিশেষ যান (AIRAWAT) দেওয়া হয়েছে, প্রতিরোধী দল গঠন করা হয়েছে এবং সুবিধাজনক অঞ্চলগুলিতে ওয়াচ-টাওয়ার বসানো হয়েছে। বন্যপ্রাণীদের দ্বারা নষ্ট করা ফসলের ক্ষতিপূরণ হিসাবে রাজ্য সরকার ২০২০-২১ বর্ষে কৃষকদের ৫৯৬.৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে।

বিশ্বের সবথেকে বড় সুন্দরবনের বদ্বীপ অঞ্চলে বাঘ সুমারির কাজ ২০২০-২১ বর্ষেই শুরু হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে ২০২১-এর ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই এই বাঘ সুমারির কাজ শেষ হবে। ২০১৯-২০ বর্ষে বাঘ সুমারির হিসাব অনুযায়ী সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ছিল ৯৬টি। ২০২০-২১ বর্ষে বনাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় ১০০০টিরও বেশি ক্যামেরা বসানো হয়েছে, যাতে করে ছবি এবং বাঘের পায়ের ছাপ দেখে বাঘের প্রকৃত সংখ্যা জানা যাবে।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের মধ্যে 'বাতাগুর বাসকা' নামক নদী তটবর্তী কুমিরের নোনাজলে প্রজনন এবং সংরক্ষণ প্রকল্পটি সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে।

২০১৫-১৬ বর্ষে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো খরাপ্রবণ অঞ্চলে জলের যোগান দিতে'জলতীর্থ' প্রকল্পটি শুরু করা হয়েছে। কংসাবতী, দামোদর, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদীতে চেক ডাম বসিয়ে জলের জোগান বাড়ানো হয়েছে এবং নদীর ভাঙন রোধ করা হয়েছে। ২০২০'র নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালে বনাঞ্চলে ২০১২ হেক্টর জমিতে ৯৯টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

JICA-JOTE 16 West Bengal Forest and Biodiversity Conservation Project (WBFBCP) পশ্চিমবঙ্গ বন ও জৈব বিভিন্নতা সংরক্ষণ প্রকল্পে ৪০টি কেন্দ্রীয় নার্সারিকে চারা বপন যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, যারফলে ৭৯ লক্ষ চারা গাছ উৎপন্ন হয়েছে। বিগত দু'বছরে ১১,১৮০টি পরিবারকে ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড (WBFDC) বনজ সম্পদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-অকশন ব্যবস্থা চালু করেছে। ৮৭৭ ই-অকশনের মাধ্যমে ২৮৪৭৪ লট বনজ কাঠ বিক্রয় করা হয়েছে, যার অর্থমূল্য ১৪৭.৪৫ কোটি টাকা। ২০২০-২১ বর্ষে WBFDC ২০ মেট্রিকটন মধু সংগ্রহ করেছে। বর্তমানে WBFDC ১৮টি পরিবেশবান্ধব পর্যটন কেন্দ্র চালু করেছে, যার ১২টি উত্তরবঙ্গে এবং ৬টি দক্ষিণবঙ্গে অবস্থিত।

সামাজিক পরিকাঠামো

৩.১২ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

রাজ্য সরকার কোভিড-১৯ অতিমারীকে অত্যন্ত দক্ষ এবং সার্থকভাবে মোকাবিলা করেছে।

সরকার মাঝারি এবং গুরুতর অসুস্থ করোনা রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য ১৩,৫৮৮টি অক্সিজেন সুবিধাসম্পন্ন শয্যা এবং ২,৫২৩টি CCU/HDU শয্যা-সহ ১০২টি করোনা চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট হাসপাতাল তৈরি করেছে। এছাড়াও ৫৭টি বেসরকারি হাসপাতালকে চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট করেছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই কমপক্ষে একটি করে করোনা হাসপাতাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সরকারের নির্দিষ্ট করা বেসরকারি হাসপাতালসহ সব সরকারি হাসপাতালেই করোনার চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কম অসুস্থ করোনা রোগী এবং প্রয়োজনীয়দের ক্ষেত্রে নিভৃতবাসের জন্য মোট ১১,৫০৭টি শয্যার ২০০টি সেফ হোম নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রত্যেক করোনা রোগীকে সরকারের 'কোভিড পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম'-এর অনলাইন নজরদারিতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার ২০টি প্লাজমা ব্যাঙ্ক গঠন করেছে, যাতে করোনা রোগীদের প্রয়োজনে প্লাজমা দেওয়া সম্ভব হয়। রাজ্যের ২০টি সরকারি ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট (BCSU)-এ কনভালসেন্ট প্লাজমা ব্যাঙ্ক (CCP) গঠন করা হয়েছে। যার দ্বারা মাঝারি করোনা রোগীদের চিকিৎসা করা হচ্ছে। এছাড়াও ৫টি অতিরিক্ত আঞ্চলিক ব্লাড ট্রান্সফিউশন সেন্টার (RBTC), ২৯টি BCSU এবং ৬টি ব্লাড ব্যাঙ্ক গঠনের প্রস্তাব পাওয়া গেছে।

রাজ্য সরকার ৫৫ শতাংশ RTPCR পরীক্ষাসহ প্রত্যেক দিনে ৩৫,০০০-৪০,০০০ করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানে রাজ্যের সবকটি বড় জেলাতেই RTPCR পরীক্ষাগার রয়েছে। করোনা পরীক্ষার জন্য রাজ্যে বর্তমানে মোট ৯৯টি পরীক্ষাগার রয়েছে।

রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীকে 'স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের অধীনে আনা হয়েছে, তারা ১,৫৮৫টি নথিভুক্ত হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন। স্বাস্থ্যসাথী' কার্ড ১.৯৪ কোটি পরিবারকে প্রদান করা হয়েছে। **দুয়ারে সরকার**-এর সময় ৫০ লক্ষেরও বেশি স্বাস্থ্যকার্ড প্রদান করা হয়েছে।

বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে মা ও শিশুস্বাস্থ্য, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা এবং কোভিড-১৯-এর মতো রোগীর চিকিৎসা ও সুব্যবস্থাপনার জন্য সফলভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ডায়াবিটিস, হাইপারটেনশন এবং মুখ, স্তন ও সার্বিকলের মতো কমন ক্যানসার-এর রোগ নির্ণয়ের জন্য ৩০ বছরের ঊর্ধ্বে সকল মানুষকে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমানে ৪১টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH) চালু রয়েছে, ২০২১-এর আগস্ট মাসের মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় আরও একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল (SSH) গড়ে তোলা হবে। অনলাইন OPD বুকিং, অনলাইন lab বুকিং, ই-প্রেসকিপশন, অনলাইন কেন্দ্রীয়ভাবে করোনা রোগীদের পরিচালন ব্যবস্থাপনা এবং ইন্টিগ্রেটেড কল স্টোর প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যপরিষেবার উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

নার্সিং-এ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বসিরহাট জেলা হাসপাতাল, ঘাটাল মহকুমা হাসপাতাল, জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল, সাগরদত্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতাল এবং ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালে ৬টি অতিরিক্ত নার্সিং-এর জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

AYUSH প্রকল্পের অধীনে বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। যেমন — আয়ুষ সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র Health and Welfare Centre, মডেল আয়ুষ ওপিডি, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট ইন্টিগ্রেটেড আয়ুষ হাসপাতাল, পাতিপুকুরে UG এবং PG আয়ুর্বেদ ছাত্রীদের জন্য মহিলা আবাস গঠন ইত্যাদি। এছাড়াও বেলুড়ে যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি ডিগ্রি কলেজ গঠন করা হবে।

৩.১৩ বিদ্যালয় শিক্ষা

২০১১ সাল থেকে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ৭০০০-এরও বেশি নতুন বিদ্যালয় ভবন স্থাপন করা হয়েছে এবং ২,০২,০০০টি অতিরিক্ত ক্লাসরুম তৈরি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ৪০,৩৭২টি ছাত্রীদের শৌচাগার, ২৩,৭৫১টি ছাত্রদের শৌচাগার এবং ৭১৯১টি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের আলাদা শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে। বিগত সাড়ে নয় বছরে রাজ্য সরকার ৮ কোটি ১২ লক্ষের বেশি ছাত্রছাত্রীকে স্কুল ইউনিফরম দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

ইউনিফায়েড ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ফর এডুকেশন (U-DISE) এর তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক সবস্তরেই স্কুলছুট শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিশেষভাবে কমেছে। প্রাথমিক স্তরে স্কুলছুট ২০১১ সালে ৩.৪৫ শতাংশ থেকে কমে ২০১৯-২০তে - ২.২০ শতাংশ হয়েছে, উচ্চ প্রাথমিক স্তরে সেই একইসময়ে ৫.৩ শতাংশ থেকে কমে ১.৩৫ শতাংশ, মাধ্যমিক স্তরে ১৭.৫০ শতাংশ থেকে কমে ৭.৩৪ শতাংশ এবং একইসময়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১৭.৪৮ শতাংশ থেকে কমে ৯.০০ শতাংশ হয়েছে।

রান্নাকরা মিড-ডে-মিল কর্মসূচিতে ১০০শতাংশ সরকারি, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সরকার পোষিত বিদ্যালয়ে এখন রান্না করা খাওয়ার পরিবেশিত হচ্ছে। চলতি বছরে ১১৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এই তালিকায় এসেছে। এরজন্য এখনও পর্যন্ত ৭৫৯০টি খাবার জন্য 'ডাইনিং হল' বানানো হয়েছে।

■ ছয়ের পাতায়

হৃদয়ের বাজেট

■ পাঁচের পাতার পর

সরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে ১২১টি স্কুলে ইংরাজিমাধ্যমে পঠনপাঠন চালু করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ৩৮২টি স্কুলে লাইব্রেরি গ্রান্ট এবং ১৫১টি স্কুলে ল্যাবরেটরি গ্রান্ট দেওয়া হয়েছে। ৮২,২৫৩টি স্কুলে কম্পোজিট স্কুল গ্রান্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

রাজ্যের সমস্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিকে ICT @ School Programme-এর আওতায় আনার লক্ষ্য নিয়ে বর্তমানের ৫,৫৯১টি স্কুল ছাড়া আরও ৩,৭১৯টি স্কুলকে এর অধীনে আনা হচ্ছে।

দৃষ্টিহীন ও কম দৃষ্টি সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে ১১,০০০-এর বেশি ব্রেইল-এ লেখা বই এবং বড়ো হরফের বই দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ 'বাংলার শিক্ষা' নামে একটি নতুন ই-পোর্টাল চালু করেছে। এই উদ্যোগটি সাফল্যের সাথে কাজ করছে।

২০২০'র মার্চ থেকে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রকোপে রাজ্যের স্কুলগুলিতে পঠন-পাঠন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এরফলে শিক্ষার জন্য অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এগুলি হল — 'বাড়িতে বসে পড়া তৈরি'পদ্ধতিতে শিক্ষাদান, ই-লার্নিং, 'বাংলার শিক্ষা'নামে দূরদর্শনের মাধ্যমে ক্লাসরুম করা, ভিডিও কর্মসূচি, আদর্শ প্রশ্নপত্র-দেওয়া এবং 'বাংলার শিক্ষা দূরভাষ' নামে টোল ফ্রি ফোনের মাধ্যমে পড়া বোঝানো।

রাজ্যের সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুল ও মাদ্রাসার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ই-লার্নিং পদ্ধতিতে পড়াশোনার সুবিধা পৌঁছে দিতে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে এককালীন ১০,০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা সেই টাকা দিয়ে ট্যাব বা স্মার্টফোন কিনে এই সুবিধা পেতে পারে।

২০২০-২১ সালে রাজ্যের ৬১,৪১৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অন-লাইন মাধ্যমে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন।

৩.১৪ উচ্চশিক্ষা

শিক্ষা পরিকাঠামো, মানবসম্পদ এবং উচ্চশিক্ষার মান উন্নত করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চলছে। বিগত ৯ বছরে আমাদের রাজ্যে উচ্চশিক্ষার জন্য বাজেট পরিকল্পনা খাতে ব্যয় বরাদ্দ ২০১০-১১ সালের তুলনায় প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১২০ কোটি টাকা থেকে ৭০০ কোটি টাকা হয়েছে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে। বাস্তবিকভাবে এই বৃদ্ধি আমাদের চোখে পড়বে যখন দেখব রাজ্যে মাত্র ১২টির জায়গায় ৪২টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে ২০টি রাজ্য সরকার পোষিত এবং ১১টি বেসরকারি পরিচালনায় পঠন-পাঠন শুরু করেছে। ৫টি নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে খুলবে। বাকি ৬টি রাজ্য পোষিত বিশ্ববিদ্যালয় চালু হতে চলেছে।

বিগত ৯ বছরে রাজ্যে ৫০টি নতুন কলেজ চালু হয়েছে। এরফলে উচ্চ শিক্ষায় এরাজ্যে এখন ২০১০-১১ সালের ১৩.২৪ লক্ষ শিক্ষার্থীর জায়গায় ২১.৬০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে।

২০১৯-২০ বর্ষে ১,৩৫,৫৮৯ জন দরিদ্র ছাত্রছাত্রী 'স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিন' ছাত্রবৃত্তি পেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০১০-১১ সালে সংখ্যাটা ছিল মাত্র ৭,৪২৩ জন।

'চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম' (CBCS) পদ্ধতিতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন চালু করার ফলে ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের পছন্দমতো বিষয়ে পড়াশুনো করতে পারার দরজা খুলে গেছে।

৩.১৫ কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন

২০১১ সালে সরকারি ও সরকার পোষিত পলিটেকনিক-এর সংখ্যা ছিল ৪০টি, যা আজ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬টিতে। ২০১৯-২০ বর্ষে কাউন্সিল অনুমোদিত ৬টি নতুন স্বয়ম্ভর (Self Financed) পলিটেকনিক ডিপ্লোমা বিদ্যা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বর্তমানে দুটি কেন্দ্রীয়ভাবে পোষিত প্রতিষ্ঠান ধরে মোট ১৮২টি প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে, যেখানে ২০১১ সালে রাজ্যে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৬৫টি।।

২০২০-২১ বর্ষে রাজ্যের পলিটেকনিকগুলিতে অনুমোদিত আসনসংখ্যা পার্শ্বীয় প্রবেশ প্রকল্পসহ এসে দাঁড়িয়েছে ৩৯,৮৩৫টিতে, যেখানে ২০১১ সালের আগে অনুমোদিত আসনসংখ্যা ছিল ১৭,১৮৫টি।

রাজ্যে পলিটেকনিক-এর ছাত্রছাত্রীদের ইংরাজি শিক্ষার উন্নয়ন এবং ইংরাজি ভাষায় কথোপকথন শেখানোর জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিল-এর সহযোগিতায় "Improving Teaching and Learning of English and Communication Skills in West Bengal Polytechnics" নামক এক প্রকল্প শুরু করা হয়েছে।

রাজ্য পরিকল্পনার খাতে মিরিক, আলিপুরদুয়ার, দাশনগরে এবং MSDP-র অধীনে উলুবেড়িয়াতে মোট ৪টি নতুন সরকারি পলিটেকনিক নির্মাণের কাজ চলছে।

অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ লেভেলে ৬ মাস ব্যাপী স্বল্পকালীন সময়ের বৃত্তিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ১,১২,১৭৩ জন ছাত্রছাত্রীকে এই প্রশিক্ষণ-উত্তর শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কারিগরি শিক্ষা প্রকল্পে ২০২০ বর্ষে ২৬,৪৪৪ জন ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে।

রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় বর্তমানে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ১ লক্ষ ছাত্রছাত্রী CSS-VSE-র অধীনে ৬৭৬টি বিদ্যালয়ে কারিগরি শিক্ষা নিচ্ছে। ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৯,৭৪৫ জন ছাত্রছাত্রী এবং ২০২০ বর্ষে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪৯৪৮ জন ছাত্রছাত্রী দক্ষতাশংসাপত্র পেয়েছে।

'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পে প্রতিবছর ৬ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। সূচনাকাল থেকে এখনও পর্যন্ত ২০ লক্ষেরও অধিক ছাত্রছাত্রীকে এই প্রকল্পে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট (PBSSD)-এর অধীনে ৯ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে স্বল্পকালীন সময়ের প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

এই প্রকল্পে সম্পূর্ণ সরকারি ব্যয়ে ১৮৯৩ জন প্রশিক্ষিত ট্রেনি সারা রাজ্যের ২৩টি জেলার ২৩০০টি কেন্দ্রে ৫০০টিরও বেশি কর্মসংস্থান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

DDU-GKY-এর অধীনে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের যৌথ ব্যয়ে ৭০টি অনুমোদিত কেন্দ্রে ৬২টি প্রকল্প সংস্থা প্রশিক্ষণ চালাচ্ছে, যেখানে ২৩ রকম ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ৩৪,৮৫৮ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ২০১৯-২০ বর্ষে এখানে মোট ১০,৭৫৬ জন ছাত্রছাত্রীকে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

ITI টালিগঞ্জ এবং মহিলা ITI কলকাতার ২ জন শিক্ষককে তাদের অবদানের জন্য ভারত সরকারের DGT, MSDE সংস্থা 'কৌশলাচার্য' পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

রাজ্যের বিভিন্ন ITIগুলিতে নতুন যুগের প্রযুক্তি, যেমন সৌর প্রযুক্তি, ইত্যাদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হুগলি জেলার চন্দননগরে 'আলো হাব'নামে একটি ত্রিতল বাড়ি নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সেখানে খুব শীঘ্রই চন্দননগরের বিখ্যাত আলোকসজ্জার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

এই অতিমারী পরিস্থিতিতে পড়াশোনা তথা প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ অনলাইন নির্ভর। প্রায় ৪ হাজারেরও বেশি স্টাডি মেটিরিয়াল কাউন্সিলের ওয়েব সাইডে আপলোড করা হয়েছে এবং ৯০ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী সেটা পেয়েছে। সম্প্রতি বিভিন্ন ক্ষেত্রের ৬৯১টি ই-লার্নিং মেটিরিয়ালকে উন্নত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৬১টি ELM ইউ-টিউব চ্যানেলে। (WBDVET) আপলোড করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বিভাগের ই-লার্নিং পোর্টালে ২৫১টি ELM আপলোড করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রতিদিন ১,২৮,১৯৯ জন ছাত্রছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করছে।

৩.১৬ ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ

রাজ্য সরকার ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে খেলাধুলা সংক্রান্ত প্রসার কাজে যেমন- তীরন্দাজী, ফুটবল, টেনিস, টেবিল টেনিস সহ স্টেডিয়ামের উন্নতি, সুইমিং পুল নির্মাণ, মাল্টিজিম তৈরি, ছোট ইন্ডোর গেম, রিক্রিয়েশন কমপ্লেক্স, ময়দান নির্মাণ ইত্যাদি বিবিধ শিক্ষামূলক গঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিশোর প্রতিভাশালীদের সুযোগ দেওয়ার জন্য রাজ্যে, প্রতিবছরে স্টুডেন্ট ইয়ুথ সায়েন্স ফেয়ার। এবং স্টুডেন্ট ইয়ুথ ফেস্টিভ্যাল-এর আয়োজন করা হয়েছে যাতে রাজ্যের সব প্রান্ত থেকে। যোগদান করেছে।

সরকারি উদ্যোগে বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম এবং কিশোরভারতী স্টেডিয়াম-এর উন্নয়নমূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের যুবদের টেবিল টেনিস খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর জন্য বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিকে কার্যকর করা হয়েছে। রাজ্যে খেলাধুলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। 'খেলাশ্রী' স্কিমের অধীনে রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাবকে বার্ষিক অনুদান দেওয়া শুরু হয়েছে। এছাড়াও কোচিং ক্যাম্প চালানো এবং খেলসম্মান আয়োজন করার জন্য অর্থসাহায্য করা হচ্ছে।

৩.১৭ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক

রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত লোক প্রসার প্রকল্পের (LPP) অধীনে এখনও পর্যন্ত ১.৯০ লক্ষেরও বেশি লোকশিল্পীর নাম নথিভুক্ত হয়েছে। লোকশিল্পীরা 'জয় বাংলা' পোর্টালের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন।

সম্প্রতি রাজ্য সরকার ২৪.০৮.২০২০ তারিখে চালু 'জয় বাংলা' স্কিমের অধীনে দরিদ্র পুরোহিত এবং উপজাতিসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যেমন — খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি ইত্যাদি দরিদ্র যাজকদের মাসিক ১০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। এই স্কিমের অধীনে ১১,৪৮১ জন উপকৃত হয়েছেন।

'ওয়েস্ট বেঙ্গল পেনশন স্কিম ফর জার্নালিস্ট, ২০১৮'-এর অধীনে ৯৪ জন অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক মাসিক ২,৫০০ টাকা করে পেনশন পাচ্ছেন।

স্বীকৃত সাংবাদিক এবং তাদের নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের জন্য ২০১৬ সালেই 'মাভৈঃ নামে স্বাস্থ্যবিমা ও দুর্ঘটনাজনিত বিমার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৯৪০ জন স্বীকৃত সাংবাদিক ও তাদের পরিবারসহ মোট ১৮৮৯ জনের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৯৫ জন সাংবাদিক চিকিৎসা সংক্রান্ত সুবিধা পেয়েছেন।

রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য সুবিধা প্রকল্পের অধীনে সিনেমা, টিভি প্রোগ্রামের সমস্ত শিল্পী ও কর্মচারিদের গ্রুপ হেল্থ ইনস্যুরেন্স-এর আওতায় নিয়ে এসেছে এবং তাদের পুরো প্রিমিয়াম-এর অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ৬ হাজারেরও বেশি প্রাথমিক সদস্যকে এতে সংযুক্ত করা হয়েছে। মোট উপকৃত ব্যক্তির সংখ্যা ৪৩ হাজার। ২০১৮-১৯ সালে সরকার এই স্কিমে বিমার সীমা ১.৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে উর্ধ্বসীমা ৫ লক্ষ টাকা করেছে, যার থেকে সংকটপূর্ণ অসুখের চিকিৎসা ব্যয় বহন করা যায়। প্রাথমিক সদস্যদের দুর্ঘটনাজনিত চিকিৎসার ব্যয় বাবদ ১ লক্ষ টাকা বিমা কভারেজ দেওয়া হয়েছে।

লিটারারি ও কালচারাল পেনশন স্কিমের অধীনে এখনও পর্যন্ত ২২০ জন প্রখ্যাত যাত্রাশিল্পী এই সুবিধা পেয়েছেন। ৩০৯৬ জন যাত্রা শিল্পীকে যাত্রা শিল্পে তাদের অবদানের জন্য এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

থিয়েটার শিল্পের ক্ষেত্রে ১২০০ থিয়েটার গ্রুপকে এবং ৮০০ থিয়েটার শিল্পীকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

চলতি ২০২০-২১ বছরে পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য অ্যাকাডেমি গঠন করা হয়েছে। এবং পশ্চিমবঙ্গ হিন্দি অ্যাকাডেমি-কে পুনর্গঠন করা হয়েছে। ২০১১ থেকে ২০২০ সালের সময়সীমায় বাংলার প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পোষকতা ও সংরক্ষণের জন্য ১০টি অ্যাকাডেমি গঠন করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার টালিগঞ্জে চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবন নির্মাণ করছে। যেখানে ফি-এর মজুতকরণ, সংরক্ষণ ও ডিজিটাইজেশন-এর জন্য ল্যাবরেটরি থাকছে। পূর্বের রাধা স্টুডিয়োকে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে, যেখানে প্রতিনিয়ত চলচ্চিত্র দেখানো হবে।

রাজ্য সরকার ১৩৭ কোটি টাকা ব্যয় করে বারুইপুরে ওয়েস্ট বেঙ্গল টেলি অ্যাকাডেমি কমপ্লেক্স গঠন করছে। রাজ্যের টেলিভিশন শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি সরকারের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

কোভিড সংক্রান্ত সতর্কতা অবলম্বন করে ২০২১-এর ৮-১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ২৬ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (KIFF) সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। এখানে ৪৫টি দেশের ৩৭টি নির্বাচিত বিদেশি ছায়াছবিসহ মোট ১৩২টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

বাংলা সংগীতমেলা অনুষ্ঠানটি বাংলার ৪৫০০ জন শিল্পী, বাদ্যকার এবং অনুষ্ঠান পরিচালকদের নিয়ে ২০২০'র ২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতার মোট ১০টি সংগীত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোট ২২ জন বিশিষ্ট বাংলা সংগীত শিল্পী সরকার থেকে 'বিশেষ সংগীত মহাসম্মান', 'সংগীত মহাসম্মান' এবং 'সংগীত সম্মান'-এ ভূষিত হয়েছেন।

৩.১৮ জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ২০২০ সালে ৪০ শতাংশ নম্বর পাওয়া নবম এবং নবমোর্ধ্ব বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। মোট ৪.১০ কোটি টাকা ২,৮২৬ জন বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয়েছে।

৫০টি এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার হোমের আবাসিকদের জন্য বিভাগীয় সহযোগিতায় ২০২০ সালে স্টেট লেভেল স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল মিট আয়োজিত হয়েছিল।

৫২৪ জন ছেলে এবং ১৮৮ জন মেয়ে মিলিয়ে মোট ৭১২ জন এখানে যোগদান করতে পেরেছে।

রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ৩৭২ জন মাধ্যমিক পাশ করেছে। এর মধ্যে ২৪৪ জনই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার হোমের ছাত্র এবং তাদের মধ্যে ১২৮ জন বিশেষভাবে সক্ষম। অন্যদিকে ১১২ জন উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। যারমধ্যে ৬৫ জন এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার হোম থেকে পড়াশোনা করেছে এবং ৪৭ জন বিশেষভাবে সক্ষম।

২০২০ সালের বীরভূমের সিউড়িতে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট 'স্টেট ওয়েলফেয়ার হোম' নামে একটি দোতলা ছেলেদের হস্টেল তৈরি হয়েছে।

২০২০'র ৮ সেপ্টেম্বরে সামাজিক সুরক্ষার বিশেষ কোভিড-১৯ অতিমারী সতর্কতাবিধি মেনে বিশ্বসাক্ষরতা দিবস উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভূ-প্রাকৃতিক পরিকাঠামো

৩.১৯ জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পানীয় জল (PHE)

আগামী ৫ বছরের মধ্যে প্রতিটি ঘরে জল সরবরাহের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ২০২০ সালের জুলাই মাসে 'জলস্বপ্ন' প্রকল্পটি চালু করেছে।

JICA, JAPAN-সংস্থাটির আর্থিক সহায়তায় পুরুলিয়ায় ফেজ-১-এর জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজে ব্যয় ধরা হয়েছে ১,২৯৬.২৫ কোটি টাকা। এরফলে পুরুলিয়ার ৫টি ব্লকের ৬.৩২ লক্ষ অধিবাসী এবং পুরুলিয়া পৌর অঞ্চলের ১.৮৫ লক্ষ অধিবাসী উপকৃত হবেন।

ADB-র আর্থিক সহায়তায় ২,২৬৮.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ৩টি পানীয় জল প্রকল্পের কাজ চালু হতে চলেছে। PWSS-এর অধীনে বাঁকুড়া জেলার (ফেজ-২) ৪টি ব্লকে পানীয় জল প্রকল্প—যেখান থেকে ওই জেলার মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাঁটি, ইঁদপুর এবং তালডাংরা ২-র ১১.০৩ লক্ষ সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। অন্যদিকে, হাড়োয়া-রাজারহাট ও ভাঙড়-২ ব্লকের আর্সেনিক দূষিত অঞ্চলের ৫.২৬ লক্ষ মানুষের উপকারার্থে ভূতল PWSS জলপ্রকল্প এবং তৃতীয়টি হল নন্দকুমার, চণ্ডীপুর এবং নন্দীগ্রাম-১ ও ২নং ব্লকের নোনা প্রভাবিত অঞ্চলের ৭.৮২ লক্ষ মানুষের জল সমস্যা নিরসনে ভূতল PwSS-এর পানীয় জল প্রকল্প।

ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যের অঙ্গ হিসেবে 'আমফান'ক্ষতিগ্রস্ত জায়গায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পানীয় জল বিভাগ (PHED) ১.৫১ কোটি প্যাকেটবন্দি পানীয় জলের পাউচ সরবরাহ করেছে। অন্যদিকে, ৪১,০০০ পানীয় জলের ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে ৪.৮০ কোটি লিটার বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের আমফান-এ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ৩,৮০০টি নতুন টিউবওয়েল বসানো হয়েছে।

বীরভূম জেলার তারাপীঠ মন্দির ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও PWSS-এর অধীনে গ্রামাঞ্চলে নলবাহিত পানীয়জল সরবরাহের জন্য OHR নির্মাণ ও অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ শুরু করা হয়েছে।

প্রত্যেক বছরের ন্যায় গঙ্গাসাগর মেলায় PHED অস্থায়ী থাকার ব্যবস্থা, শুদ্ধ পানীয় জল, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা, শৌচাগার, দূষিত জল এবং কঠিন বর্জ্য পদার্থের নিষ্কাশন-এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মেলা প্রাঙ্গণ এবং ৬টি ট্রানজিট কেন্দ্রে নিয়েছে।

৩.২০ পরিবহণ

লকডাউনের সময় পরিবহণ বিভাগ অভিবাসী শ্রমিক ও কর্মচারিদের রাজ্যে ফিরে আসার বন্দোবস্ত করতে বিপুল পরিমাণে বাস রাস্তায় নামিয়ে ছিল। এছাড়াও পুলিশ, স্বাস্থ্যকর্মী, অত্যাবশ্যক পণ্য পরিষেবার জন্য রাজ্য পরিবহণ সংস্থাগুলি থেকে প্রচুর বাস নামানো হয়েছিল ওই সময়ে।

ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত WBTC-র অধীনে কুঁদঘাট, আড়িয়াদহ, বারুইপুর এবং টিকিয়াপাড়ার বাস টার্মিনাস ফেজ-২ এবং SBSTC-র অধীনে দীঘা ট্রেনিং সেন্টার, হলদিয়া ডিপোর ওয়ার্কশপ এবং বাঁকুড়া ও সিউড়ির ক্রিউ রেস্ট রুম তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার বাস টার্মিনাস, হাওড়ার গাদিয়াড়া এবং টিকিয়াপাড়া বাস টার্মিনাস, পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষীরপাই বাস টার্মিনাস, বীরভূমের রামপুরহাট বাস টার্মিনাস এবং পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া বাস স্ট্যান্ডের পরিকাঠামো নির্মাণ শেষ হয়ে গেছে। অন্যান্য আরও ২০টি বাস ডিপো, বাস স্ট্যান্ড এবং একটি ট্রাক টার্মিনাস অত্যাধুনিকরূপে তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।

জলপথ পরিবহনে রাজ্যের ফেরিঘাটগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট Standard Operating Procedure (SOP) মেনে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ৪৮১টি ফেরিঘাট 'জলধারা' প্রকল্প-এর অধীনে ৫৪৪ জন জলসাথী নিয়োগ করা হয়েছে।

২০২০-২১ সালের ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগনার ধামাখালি, সন্দেশখালি, তুষখালি ও দুলদুলি ফেরিঘাটগুলিকে WBTIDCL-এর অধীনে এনে নির্মাণ করা হয়েছে এবং WBTC একটি LCT ভেসেল নির্মাণ করেছে। এছাড়াও বজবজের নুঙ্গি জেটি এবং হাওড়ার সারেঙ্গা জেটি তৈরির কাজ শেষ করা হয়েছে। রাজ্যের আরও ১২টি জেটি ও ফেরিঘাট তৈরি ও আধুনিকীকরণ করা শুরু হয়েছে।

■ সাতের পাতায়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হৃদয়ের বাজেট

■ ছয়ের পাতার পর

বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের জলপথ পরিবহণের প্রগতি ও উন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রকল্পগুলির মধ্যে রাজ্যের খাতে ৪৫ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৩২৮ কোটি টাকা এবং বিশ্বব্যাঙ্কের খাতে ১০৫ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৭৭২ কোটি টাকা খরচ করে হুগলি নদীর জলপথের উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা চলছে, এরফলে মাল চলাচল ও যাত্রীবহন সুবিধা লাভ করবে। ২৯টি আধুনিক জেটি, ৪০টি জায়গায় ইলেক্ট্রনিক স্মার্ট গেট তৈরি, ২২টির মতো উন্নত স্টিল ভেসেল চালানো হবে যাতে কলকাতা মহানগরের ফেরিঘাটের পরিবহণের ক্ষমতা উন্নত হবে।

সড়ক পরিবহণে পথনিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ২০২০-২১ সালে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ২০.৩০ কোটি টাকা খরচ করে পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা কর্মীদের মধ্যে অত্যাধুনিক উপকরণ যেমন- রেকার ভ্যান, উচ্চ বাতিস্তম্ভ, সিসি টিভি ক্যামেরা, ট্রাফিক সিগন্যালে এবং জন সচেতনতার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে নিরন্তর 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' প্রচার চালিয়ে পথ দুর্ঘটনা ও তজ্জন্য আহত ও মৃত্যুর ঘটনা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

'গতিধারা' প্রকল্পের মাধ্যমে স্বরোজগারের কাজ যথারীতি চলছে। এই প্রকল্পে ২০২০-২১ সালের ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ২,৪৭৩টি আবেদন অনুমোদিত হয়েছে।

৩.২১ পূর্ত (সড়ক পরিকাঠামো)

সড়ক পথে যোগাযোগের উন্নতি সাধনে চলতি অর্থবর্ষে পূর্ত বিভাগ ২০২০-র ডিসেম্বরের মধ্যে ১০ মিটার চওড়া দুই লেনের ১৪১ কিমি. রাস্তাকে প্রশস্ত ও শক্তিশালীরূপে তৈরি করেছে। এছাড়াও যানবাহনের উপযোগী ৭ মিটার চওড়া দুই লেনের ১৪১ কিমি. রাস্তাকে প্রশস্ত ও শক্তিশালীরূপে তৈরি করেছে। এছাড়াও যানবাহনের উপযোগী ৭ মিটার চওড়া দুই লেনের ১৮৩ কিমি. রাস্তা প্রশস্ত এবং পোক্ত করা হয়েছে এবং ১৪০ কিমি. রাস্তা ৫.৫০ মিটার প্রশস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলাতে প্রায় ৬৭৪ কিমি. রাস্তাও চওড়া ও শক্তিশালী করে বানানো হয়েছে।

পূর্ত বিভাগ নতুন করে মাঝেরহাট স্টেশন সংলগ্ন এবং ডায়মন্ড হারবার রোডে। ৫.৮০ কিমি. স্থানে 'জয়হিন্দ' (মাঝেরহাট) ব্রিজটি (ROB) খুব দ্রুত, মাত্র ১ বছর ১১ মাসে মোট ৩১১.৭৬ কোটি টাকা ব্যয় করে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি করেছে। বর্তমানে আগের ৬২৮ মিটার এবং ১৫৫ মেট্রিক টন বহন ক্ষমতার চেয়ে এই নতুন লম্বা ব্রিজটি ৬৩৬ মিটার ও ৩৮৫ মেট্রিক টন পর্যন্ত ভারবহন ক্ষমতা সহ্য করতে পারবে।

কোচবিহার জেলার তিস্তা নদীর উপর মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ি বরাবর মেখলিগঞ্জ সাব-ডিভিশন সদর সংযোগকারী জয়ী ব্রিজটির কাজও শেষ হয়ে গেছে। জলপাইগুড়ি জেলার ফুলবাড়ি গাজোলডোবা ক্যানাল রোড বরাবর গাজোলডোবা রেলব্রিজটি এবং হুগলি জেলার কামার কুণ্ডু রেলব্রিজটির কাজও শেষ হতে চলেছে। চেরি গঙ্গা নদীর উপর বেথুয়াডহরি ও অগ্রদ্বীপ ফেরিঘাট রোড গামী ৫ কিমি নদী ব্রিজটির কাজ শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে।

বর্তমান বছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ত বিভাগের আরও একটি প্রধান কাজ 'বৈতরণী' প্রকল্পের অধীনে শহরাঞ্চলে ৪টি অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক চুল্লি ও গ্রামাঞ্চলে ৭৭টি শ্মশান নির্মাণ হয়েছে। এর ফলে এই প্রকল্পে বৈদ্যুতিক চুল্লি ও নির্মিত শ্মশানের সংখ্যা হল যথাক্রমে ২০ এবং ৫৩২টি।

৩.২২ ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন

রাজ্য সরকার কয়েক দশক ধরেই রাজ্যের ভূমিহীন অধিবাসী, বিশেষত কলোনির অধিবাসীদের এবং যারা সরকারি জমিতে বসবাস করছে তাদের বৈধ জমির কাগজ ছাড়াই তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছে। এই বিভাগ মানবিকতার নিদর্শন স্বরূপ উদ্বাস্তু প্রতিষ্ঠান, কলোনির জমি, খাসমহল জমিগুলিকে যেখানে যে বসবাস করছে তাকে সেখানেই সেই অবস্থায় জমির ব্যবস্থা করে জমির পাট্টা বা ভোগস্বত্ব দলিল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২৪৪টি উদ্বাস্তু কলোনির ক্ষেত্রে জমির মালিকানার নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য সরকারি জমির ক্ষেত্রেও তদ্রূপ ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

গত একবছরে ধাপে ধাপে ৩০,০০০ জমির পাট্টা এবং ভোগস্বত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিস্তারিত সমীক্ষার মাধ্যমে পরিবারকে শনাক্ত করে জমির দলিল বা পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এরফলে এই কলোনিগুলির পরিবার এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের অনিশ্চয়তার অবসান হল।

গত অর্থবর্ষ থেকেই রাজ্য সরকার ease of doing business পদ্ধতির প্রচলন করে জমি সংক্রান্ত সমস্ত কাজ যেমন- মিউটেশন, জমির রেকর্ড রাখা, জমির চরিত্র নির্ধারণ ইত্যাদিকে সরলীকৃত, স্বয়ংক্রিয় করে পুরো ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আনতে চেষ্টা করেছে। একই সঙ্গে সরকার কৃষিভিত্তিক শিল্প, উৎপাদনমূলক শিল্প এবং ICT সহ সমস্ত সহযোগী শিল্পের জন্য পূর্বতন মিল বা কারখানার খালি জমিগুলিকে কাজে লাগিয়ে 'সেলামি'বিনিময়ে জমির দীর্ঘমেয়াদি লিজের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারীর আবহে জনসাধারণের সুবিধার জন্য বাংলা ১৪২৬ সালের প্রদেয় অনাদায়ী ভূমি রাজস্বের উপর ৬.২৫ শতাংশ সুদ মকুব করেছে যদি ৩০ জুন, ২০২১-এর মধ্যে বকেয়া প্রদান করা হয়।

রাজ্য সরকার বিগত কয়েক বছরে নাগরিক সুলভ পরিষেবার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। ই-ভূচিত্র পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে জমির বসবাসকারীর সমস্ত তথ্য সামনে আনা সহজ হয়েছে এবং এটি জনপ্রিয় মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

৩.২৩ বিদ্যুৎ

বর্তমান অর্থবর্ষ ২০২০-২১-এ 'হাসির আলো' নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়। এই প্রকল্পে CESC এবং WBSEDCL-এর অন্তর্ভুক্ত উপভোক্তাগণকে মিটার রেট-সহ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, যাদের মাসিক খরচ ২৫ ইউনিট/ত্রৈমাসিক খরচ ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত এবং যাদের বিদ্যুৎ সংযোগের মোট ক্ষমতা ০.৩ কিলোওয়াট পর্যন্ত। গড়ে প্রতিমাসে ১৬.৫ লক্ষ (WBSEDCL-১৫ লক্ষ এবং CESC-১.৫ লক্ষ) উপভোক্তা এই সুবিধা পেয়েছেন। ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত অর্থবরাদ্দ হয়েছে ১০৮.১৮ কোটি টাকা এবং ৬.৫৫ কোটি টাকা যথাক্রমে WBSEDCL এবং CESC-এর অন্তর্গত উপভোক্তার জন্য।

রাজ্য সরকার ২০২০-২১ অর্থবর্ষে বিদ্যুৎ বিভাগ ২,৩৮,৬৭৭টি নতুন বিদ্যুৎসংযোগ দিয়েছে। রাজ্যের ৩৭,৯৬০টি গ্রামই বিদ্যুৎ পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। রাজ্যের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা সেই সঙ্গে সপ্তাহের ২৪ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখতে চলতি অর্থবর্ষে বিভিন্ন প্রকল্পে ৮টি ৩৩/১১ কিলোভোল্ট ক্ষমতাসম্পন্ন সাব-স্টেশন চালু করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবর্ষে নিরন্তর বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে ১৩.৫ কিমি. ভূগর্ভস্থ কেবল (১১ কিলোভোল্ট) পরিষেবার মাধ্যমে রুদ্রনগর ৩৩/১১ কিলোভোল্ট সাব-স্টেশন থেকে গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া গেছে।

১৩২/৩৩ কিলোভোল্ট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি GIS সাব-স্টেশন থেকে পরিষেবা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এগুলি হল-মালদার হরিশচন্দ্রপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা এবং মুর্শিদাবাদের সালার বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র। ওইসব জেলার ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপভোক্তারা এখান থেকে পরিষেবা পাচ্ছেন।

কোভিড-১৯ মহামারীর আবহে ২০শে মে ২০২০-তে উদ্ভূত ভয়ংকর সামুদ্রিক ঝড় আমফানের কবলে পড়ে WBSEDCL-এর বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং রেকর্ড সময়ের মধ্যে এই পরিষেবা পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের ১৪টি বিদ্যুৎ বিহীন গ্রাম এবং ৫৯টি আংশিক বিদ্যুৎ সেবিত গ্রামে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া গেছে। এরমধ্যে ৭,২৬৪টি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়েছে। কোচবিহার জেলার ১০০টির কম গৃহবাসীযুক্ত ৭৫টি গ্রামের ৭,৭০০টি গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

'বিদ্যুৎ মানচিত্র' নামে নিজস্ব প্রযুক্তিতে GIS (Geographic Information System) মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক সমীক্ষা করে সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিষেবা সরঞ্জাম ও তৎসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যগুলি Google ম্যাপ ও অন্যান্য ডিজিটাল মানচিত্রে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপযুক্ত রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা প্রয়োগ করে বিদ্যুৎ সরবরাহের গতি আনা হয়েছে। WBSETCL-এর মাধ্যমে ৩৩ Capacitor Bank থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে ৪০ MVAR Reactor-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। সাগরদিঘি ৬৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৫ নম্বর ইউনিট উৎপাদনের কাজ শুরু করে দিয়েছে।

সাগরদিঘির ৫ মেগাওয়াট ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজও শুরু হয়ে গেছে।

WBPDCL-কে কয়লা সরবরাহের জন্য ৭টি কয়লাখনি অঞ্চলকে যুক্ত করা হয়েছে। এগুলি হল-পাঁচওয়াড়া (উত্তর), বড়জোড়া (উত্তর), গঙ্গারামচক এবং গঙ্গারামচক-ভাদুলিয়া, তারা (পূর্ব ও পশ্চিম), কষ্টা ও দেউচা-পাচামি খনি অঞ্চল। এরমধ্যে পাঁচওয়াড়া (উত্তর), বড়জোড়া (উত্তর) ও বড়জোড়া গঙ্গারামচক-ভাদুলিয়া খনি অঞ্চলে ইতিমধ্যেই কয়লা উত্তোলন শুরু হয়ে গেছে।

৩.২৪ পৌর ও নগরোন্নয়ন

এই বিভাগ নগরাঞ্চলে কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিপুল উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৭টি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ৫টি তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বৃহৎ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। যার জন্য ৭৩৭ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব, স্থায়ী, শক্তি সঞ্চারক, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর নিরাপদ নগর গড়ে তোলার জন্য ২০১৬-১৭ সালে 'গ্রিন সিটি মিশন সেল' কার্যকর হয়। এই কাজে এখনও পর্যন্ত ৩,৯৭৭টি স্কিম ছাড়পত্র পেয়েছে। কলকাতার নিকটে নিউটাউন এই গ্রিন স্মার্ট সিটি মিশনের অধীনে নির্বাচিত হয়েছে।

অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মের দ্বিশতবর্ষ উপলক্ষ্যে 'বীরসিংহ উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হয়েছে যার লক্ষ্য হবে নগর ও উপনগরীর অধিকতর উন্নয়ন।

রাজ্যে ৫৫টি AMRUT নগর, ৪২টি জলসরবরাহ প্রকল্প, ৩টি নিকাশি ও বর্জ্য নির্গমন প্রকল্প, ৭টি ঝঞ্ঝাজনিত জলনিকাশি এবং ২টি দূষণমুক্ত নগর পরিবহণ প্রকল্প গড়ে তোলার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এই কর্মসূচির অধীনে আরও ৪২২টি গ্রিনস্পেস ডেভেলপমেন্ট-এর প্রকল্প শুরু হতে চলেছে। এরমধ্যে ৭টি পানীয় জলপ্রকল্প, ১টি নিকাশি ও ১টি ঝঞ্ঝাজনিত জলনিকাশি প্রকল্প এবং ২টি দূষণমুক্ত পরিবহণ প্রকল্প যুক্ত রয়েছে এবং ৩৩৭টি এই ধরনের সবুজ এলাকা উন্নয়নের কাজ বর্তমানে শেষ হয়ে গেছে।

ইন্টিগ্রেটেড হাউজিং অ্যান্ড স্লাম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (IHSDP)-এর অধীনে ৪৯,৭০৫টি আবাস নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং আরও ২,২৪৫টি আবাস নির্মাণের কাজ চলছে।

বাংলা আবাস যোজনার অধীনে ১,৩১,৬৬৩টি আবাসগৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এবং আরও ৬৭,৫৬৬টি গৃহনির্মাণের কাজ চলছে। Urban Insfrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT)-এর অন্তর্গত ৪০টি ULBS-এর অধীনে ৪২টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এরমধ্যে ৩৭টির কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং ৫টির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

৩,৫০,৬০০ জন মহিলা স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সঙ্গে অথবা এককভাবে ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগের দ্বারা স্বনির্ভর হয়েছেন। ১,১৬,৮৬৫ জন যুবক-যুবতী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ লাভ করে তারা হয় কর্মে নিযুক্ত হয়েছেন অথবা সুষ্ঠুভাবে স্বরোজগারমূলক কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। এই বিভাগ গৃহহীন নাগরিকদের জন্য ৬৭টি আবাস (SUH) তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে যারমধ্যে ৩৬টি আবাস চালু হয়ে গেছে। হকার সাপোর্ট স্কিম -২০২০'র অধীনে ১,৫০,০০০ জন উপভোক্তাকে ২,০০০ টাকা করে অর্থসাহায্য দেওয়া হয়েছে, যেটা রাজ্যপোষিত।

৪০টি ULBs কে উন্মুক্তশৌচ মুক্ত (ODF) ঘোষণা করা হয়েছে। ২,৫৮,৩৮১টি গৃহ শৌচালয়, ১,৭১৬টি গোষ্ঠী শৌচালয় এবং ২১৫টি পথ শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে। এরফলে ১৫,৬৮,৫১৫ জন নাগরিক উপকৃত হয়েছেন। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বাড়ি-বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করার কাজ ৯৫ শতাংশ ওয়ার্ডে নেওয়ার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে, যারমধ্যে ২৫ শতাংশের কাজ চালু হয়ে গেছে।

নাগরিক স্বাস্থ্য রক্ষায় ভেক্টর বাহিত রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির অন্তর্গত মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও 'ডেঙ্গু বিজয় অভিযান' প্রকল্পে নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে সমস্ত ওয়ার্ডগুলিতে নিরন্তর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সমস্ত ULB-তে ২৮ রাউন্ড VCT কর্মসূচি এবং ৮ রাউন্ড বাড়ি-বাড়ি প্রচারমূলক কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে।

জয়বাংলা পেনশন স্কিমের অধীনে মোট ৫,৬৩,২৬২ জন উপভোক্তাকে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে DBT পদ্ধতিতে ২০২০'র জুনের থেকে পেনশন দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

৩.২৫ আবাসন

রাজ্য সরকার, চা-বাগানের স্থায়ী কর্মীদের জন্য পাকাবাড়ি তৈরি করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'চা-সুন্দরী'নামে একটি নতুন আবাসন স্কিম শুরু করেছে। এর ফলে যাদের পাকাবাড়ি নেই তারা এই সুযোগ পাবেন। প্রথম পর্যায়ে ৪,৬০০টি বাড়ি তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

সকল দরিদ্র মানুষের উদ্দেশ্যে, যাদের নিজের নামে বা পরিবারের কোনও সদস্যের নামে পাকা বসতবাড়ির বন্দোবস্ত নেই, তাদের কথা ভেবে এই বিভাগ 'স্নেহালয়' নামে, আবাসন স্কিম শুরু করেছে।

মধ্যআয় ও নিম্নআয়ের কর্মী ও তাদের পরিবারের জন্য 'নিজশ্রী' নামে আবাসন স্কিম চালু হয়েছে। এই ধরনের ৮টি নির্মাণ ক্ষেত্রে কাজ চলছে।

ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা হাসপাতাল ও সাব-ডিভিশনাল হাসপাতাল মিলিয়ে ১৩টি নৈশাবাস চালু হয়ে গেছে যেখানে রোগীর আত্মীয়-পরিজনরা রাত্রিবাসের সুবিধা পাচ্ছেন। এছাড়াও আরও সাতটির নির্মাণ কাজ দ্রুত চলছে। রাজ্য সরকার রেসিডেন্সিয়াল হাউসিং এস্টেট (RHE) স্কিমের আওতায় সরকারি কর্মীদের জন্য সারা রাজ্যে ফ্ল্যাট তৈরির কাজ শুরু করেছে। বর্তমানে কলকাতায় ৩৫টি এবং রাজ্যের অন্যত্র ৮৮টি RHE স্কিমের কাজ চলছে। এর মধ্যে কলকাতায় ৩৯৫৭টি ফ্ল্যাট এবং অন্যান্য জেলায় ৯৭৫০টি ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে। ২০২০ সালে তিনটি RHE-র অধীনে ৩৪টি ফ্ল্যাট তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। নবগঠিত জেলা ও মহকুমা সদরগুলির জন্য আরও ৮টি RHE-র কাজ হয়ে গেছে, এগুলি হল— (১) দক্ষিণ দিনাজপুরের RHE কর্ণজোড়ার ১২টি ফ্ল্যাট (২) ডায়মণ্ড হারবার RHE-র ১৬টি টাইপ III ফ্ল্যাট (৩) বুনিয়াদপুরে ১২টি ফ্ল্যাট (৪) কালিম্পং-এ ৮টি ফ্ল্যাট (৫) ঝাড়গ্রামের বাছুরডোবায় ৭২টি ফ্ল্যাট (৬) পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়িতে ৯৬টি ফ্ল্যাট (৭) পুরুলিয়ার রাঁচি রোডে ৩২টি ফ্ল্যাট এবং (৮) পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে ৪৮টি ফ্ল্যাট।

'কর্মাঞ্জলি' নামে ১৪টি কর্মরত মহিলাদের হস্টেল বর্তমানে চালু আছে। তার মধ্যে থেকে দুটির নির্মাণ কাজ চলতি অর্থবর্ষে শেষ হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরে ৬০টি শয্যার মহিলা হস্টেল, কাঁথিতে ৭০টি শয্যা বিশিষ্ট এবং মেদিনীপুরে ৪৮টি শয্যা বিশিষ্ট মহিলা হস্টেল তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে চলছে।

সাধারণ পথযাত্রী, বিশেষত মহিলাদের সুবিধার্থে ৭০টি 'পথসাথী' বর্তমানে চালু রয়েছে।

বর্তমানে রানিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চল উন্নয়ন স্কিমের অধীনে, অগ্নিকাণ্ড ও অন্যান্য বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের স্বার্থে খনি অঞ্চলের পাশেই বসবাসের জন্য ১০৬৭২টি ফ্ল্যাট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

রাজ্য সরকার বিজয়নগর, অন্ডাল, দাশকেয়ারি জে. এল. ০২ এবং জে. এল. ০৩ নামক ৪টি অঞ্চলে দায়মুক্ত জমিতে ৯,৬৯৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৩,৫৮৩টি ফ্ল্যাটের নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। ৫৪৭২ ফ্ল্যাটের ইটের পরিকাঠামো শেষ হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, বাকি ফ্ল্যাটগুলির কাজ এই আর্থিক বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে শেষ হয়ে যাবে।

রাজারহাটের নিউটাউনে 'আকাঙ্ক্ষা হাউজিং স্কিম' চালু হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন ক্যাটেগরির ৫৭৬টি ফ্ল্যাট তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ফ্ল্যাট দখলের চিঠি শীঘ্রই ছাড়া হবে।

সামাজিক ক্ষমতায়ন

৩.২৬ মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ

কিশোরীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে রাজ্যের **কন্যাশ্রী প্রকল্প** শুরু হয়েছিল ২০১৩ সালে এবং এখনও পর্যন্ত ৬৭,৯৬,৯৬৬ জন কিশোরীকে এর আওতায় আনা হয়েছে। ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সি কিশোরীদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে নগদ টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। কারিগরি শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় **'স্বপ্ন ভোর'** স্কিমের অধীনে ১৮ বছরের বেশি বয়সের কন্যাশ্রী কিশোরীদের তাদের নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী কারিগরি প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

'রূপশ্রী' প্রকল্প শুরু হয়েছিল ২০১৮-র এপ্রিলে। সূচনাকাল থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৮,৪৯,১৩৮ জন কন্যাকে এই আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে। রূপশ্রী প্রকল্পে অভাবি মহিলাদের প্রথমবার বিয়ের জন্য এককালীন ২৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়।

অঙ্গনওয়াড়ি সার্ভিসেস স্কিমের মাধ্যমে শিশু পুষ্টির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। কোভিড অতিমারী পরিস্থিতিতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি ২০২০'র মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে বন্ধ ছিল। তাই ওই সময়কালে সুবিধাপ্রাপক পরিবারগুলিকে শুকনো পুষ্টিকর রেশন সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও সারা রাজ্যে ৭৩.১৮ লক্ষ ৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের এবং ১৫.৭৬ লক্ষ গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে সম্পূরক পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হচ্ছে।

সারা রাজ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে শিশুদের যত্ন নেওয়া ও শিশুশিক্ষার জন্য ৫৩,৮৯৪টি 'শিশুআলয়' কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। কোভিড-১৯-এর লকডাউন পরিস্থিতিতে দপ্তরের উদ্ভাবিত প্রাথমিক শিশুদের যত্ন ও শিক্ষাবিস্তার প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩ থেকে ৬ বছর বয়সি ২২.২৮ লক্ষ শিশুদের যত্ন নেওয়া এবং প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কর্মসূচির জন্য এই স্কিমটি ২০২০ সালে 'গোল্ড স্কচ স্মার্ট গভর্ন্যান্স অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছে।

■ আটের পাতায়

হৃদয়ের বাজেট

■ সাতের পাতার পর

‘ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রোটেকশন স্কীমের’-এর অধীনে বর্তমান বছরে ৩৮৯০ জন শিশুকে পুনরুদ্ধার করে তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিদেশ থেকে রাজ্যে পাচার হওয়া ৫১ জন শিশুকে এই আর্থিক বর্ষে তাদের স্বদেশে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও ১২২টি শিশু অন্তঃদেশীয় এবং ১১ জন শিশু আন্তঃদেশীয় পরিবারে দত্তক হিসাবে স্থান পেয়েছে। ৭০০ জন শিশু প্রতিরোধী স্পনসরশিপ এবং ১৯৩ জন শিশু পুনর্বাসনের সুবিধা পেয়েছে। POCSO Act-এর অধীনে সহায়কদের চিহ্নিতকরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য ২০২০ সালে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এপ্রিল, ২০১৮-র সূচনাকাল থেকে এখনও পর্যন্ত ৪,০৮,৮৮১ জন বিশেষভাবে সক্ষম মানুষকে ‘মানবিক পেনশন’ প্রকল্পে জনপ্রতি প্রতিমাসে ১,০০০ টাকা করে পেনশন দেওয়া হচ্ছে। ১.৪.২০২০ তারিখ থেকে এই প্রকল্পের যোগ্যতা আরও শিথিল করা হয়েছে যাতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ এর সুবিধা পেতে পারে। পূর্বের ৫০ শতাংশ অক্ষমতার জায়গায় এখন ৪০ শতাংশ অক্ষমতাযুক্ত মানুষজন এই সুবিধা পাবেন। এই প্রকল্পটির আয়ের ঊর্ধ্বসীমা বাতিল করা হয়েছে।

একইভাবে ‘ওল্ড এজ পেনশন’-এর অধীনে পূর্বে যেখানে ৮৩,৭৩৮ জন এই সুবিধা পেতেন, সেখানে এখন ৪,৪৯,৬৫৭ জন মানুষ এই সুবিধা পাচ্ছেন। অন্যদিকে ‘উইডো পেনশন স্কিম’ খাতে আগে যেখানে ৪৯,৬৮৭ জন এই সুবিধা পেতেন, সেখানে বর্তমানে ২,৬০,৫৬৪ জন বিধবা মহিলা এই সুবিধা পাচ্ছেন। ২০২০’র এপ্রিল থেকে এই দুই পেনশন খাতেই দেয় ৭৫০ টাকার পরিবর্তে এখন উপভোক্তারা মাসিক ১,০০০ টাকা করে পেনশন পাচ্ছেন।

৩.২৭ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে এবং সময়োপযোগী শিক্ষণের জন্য ২টি দফায় ৩০০টি মাদ্রাসায় ৬০০ ‘স্মার্ট ক্লাস রুম’ এবং ‘ই-বুক’ চালু করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার শিক্ষায় দক্ষ এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১১৫টি মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাবরেটরি গড়ে তোলা হয়েছে। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত, MSK এবং SSK মাদ্রাসাগুলির সকল ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও সরকার পোষিত, MSK এবং SSK মাদ্রাসাগুলির প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির সকল ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে স্কুল ড্রেস, স্কুল ব্যাগ ও জুতা দেওয়া হয়েছে।

২০১৯-২০ বর্ষে **‘ঐক্যশ্রী’** বৃত্তি প্রকল্পটি শুরু করা হয়েছে। উদ্বোধনী বর্ষে ৩৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে ৬০০ কোটি টাকারও বেশি বৃত্তিমূলক অনুদান দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে (২০২০-২১) ৪২ লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রীকে এই বৃত্তি দেওয়ার আশা করা হচ্ছে।

স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতে ছোট উদ্যোগপতি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে শর্তসাপেক্ষ ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও চলতি বছরে ৩২ হাজার এরকম সুবিধাভোগীকে সহজ ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সংখ্যালঘুকেন্দ্রিক অঞ্চলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ১৯৪.৯৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

উর্দু অ্যাকাডেমি এবছর ৩০টি বই প্রকাশ করেছে। তারমধ্যে Diwan-e-Ghalib, Kamni, Salas-e-Ghassala ইত্যাদি দুর্লভ বই-এর পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। এই প্রথম উর্দু অ্যাকাডেমি এক বছরে এতগুলি বই প্রকাশ করল।

সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা উন্নয়নে ৫২৭টি ছাত্রাবাস নির্মিত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৪২৪টি ছাত্রাবাস চালু হয়ে গেছে। এছাড়াও এগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ছাত্রপ্রতি বার্ষিক ১০ হাজার টাকা ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে শিল্পী ও কৃষকদের উন্নতিকল্পে এবং সংখ্যালঘু যুব সমাজের স্বনিযুক্তি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির উন্নয়নে ৩১৫টি ‘কর্মতীর্থ’ (বিপণন হাব) গড়ে তোলা হচ্ছে। যারমধ্যে ১৯১টি কর্মতীর্থ চালু হয়ে গেছে এবং ৬৪টি ‘কর্মতীর্থ’ ২০২১ সালের মার্চের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে। বাকি ৬০টি কর্মতীর্থের নির্মাণ বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

এইগুলি ছাড়াও আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায় নির্মাণ, সংখ্যালঘু ভবন নির্মাণ, নিউটাউনে তৃতীয় হজ হাউস নির্মাণ, কবরস্থানগুলির সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ, ইংরাজি মাধ্যম মাদ্রাসা তৈরি ইত্যাদির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কারিগরি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত এন.জি.ও (NGO)গুলিকে আর্থিক সহায়তা, সহায়হীন মহিলাদের জন্য গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি বিবিধ উন্নয়নমূলক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

৩.২৮ অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ

বাউরি সম্প্রদায়ভুক্ত ও বাগদি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনদের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে বাউরি উন্নয়ন পর্ষদ ও বাগদি উন্নয়ন পর্ষদ নামে দুটি নতুন পর্ষদ গঠন করা হয়েছে।

এই বিভাগ থেকে চলতি অর্থবর্ষে ১৯,২৪,৫২৩টি জাতিশংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে ‘দুয়ারে সরকার’ উদ্যোগের মাধ্যমে ১৬,৯৩,৫৫৩টি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে।

চলতি বছরে, ‘তপশিলি বন্ধু’ নামে একনতুন সামাজিক পেনশন চালু হয়েছে। এরফলে ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সের তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষজন মাসিক ১০০০ টাকা হারে পেনশন পাচ্ছেন। পেনশনের টাকা অগ্রিম হিসাবে তাদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে। ৯,৭৭,২৭৬ জন পেনশন প্রাপককে এই স্কিমের আওতায় এনে বর্তমান অর্থবর্ষে ৯৭৭.২৭৬ কোটি টাকা দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবর্ষ থেকে রাজ্যের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির তপশিলি ছাত্র-ছাত্রীদের DBT পদ্ধতিতে ‘শিক্ষাশ্রী’ বৃত্তির মাধ্যমে ৮০০ টাকা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। শুরু থেকে নিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট ৮,৯০,৮৪১ জন তপশিলি ছাত্রছাত্রীকে ৭১.৪৪ কোটি টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৪,২৫,১৭৮ জন তপশিলি ছাত্রছাত্রী প্রিম্যাট্রিক (নবম-দশম শ্রেণি) এবং পোস্টম্যাট্রিক (একাদশ-Ph.D) ছাত্রবৃত্তির জন্য আবেদন করেছে এবং এবাবদ ১৫৭.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে।

ওই একই সময়কালে ওবিসিভুক্ত প্রি এবং পোস্ট ম্যাট্রিক ছাত্রবৃত্তি খাতে ৪,১০,৮৬৫ জন ছাত্রছাত্রী বৃত্তির জন্য আবেদন করেছে এবং এবাবদ ৬৭.১৮ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। এছাড়াও আরও ১৪,৬৪৩ জন ছাত্রছাত্রী মেধাবৃত্তি

এবং হস্টেল গ্রান্ট আলাদা করে পাচ্ছেন।

এ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনা ও জলপাইগুড়ি জেলায় দুটি ‘ড. বি.আর.আম্বেদকর আবাসিক স্কুল’ তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এখানে তপশিলিভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা সকল সুবিধাযুক্ত উন্নতমানের শিক্ষা লাভ করবেন। বাইরে থেকে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীদের জন্য মালদা জেলায় আধুনিক সুবিধাযুক্ত একটি তপশিলি ছাত্রীদের হস্টেল এবং ওবিসিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি ছাত্র হস্টেল ও একটি ছাত্রী হস্টেল তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।

২০১৫-১৬ সাল থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবার জন্য সরকারি, সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের জন্য ‘সবুজ সাথী’ প্রকল্পের মাধ্যমে সাইকেল দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমান অর্থবর্ষের ২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১২ লক্ষ নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রী এই সাইকেল পাবে।

২০২০ সালে ‘সবুজ সাথী অনলাইন ৩.০’ World Summit on the Information Society Forum 2020 (WSIS) এর ICT পর্যায়ে Life-E-Government-এ বিজয়ী ঘোষিত হয়েছে।

৩.২৯ উপজাতি উন্নয়ন

পার্বত্য উপজাতি এবং জন-উপজাতি সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়ন এবং তাদের লোক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য সরকার বিশেষভাবে নজর দিয়ে ৬টি উন্নয়নমূলক এবং সংস্কৃতিক বোর্ড গঠন করেছে। গৃহ নির্মাণ, কমিউনিটি হল, যুব আবাস, পানীয় জল সরবরাহ, সংস্কৃতি উৎসব ইত্যাদি পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ২০২০-২১ বর্ষে সরকার ২২.৫০ কোটি টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেছে।

রাজ্য সরকারের কাছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ১,৯৬,১৩৫ জন তপশিলি উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের ‘শিক্ষাশ্রী’ বৃত্তির জন্য আবেদনপত্র জমা পড়েছে। আশা করা হচ্ছে, ২০২০-২১ সালের মধ্যে ১৬.৩১ কোটি টাকা ব্যয় নির্বাহ করে ২.০৪ লক্ষের বেশি ছাত্রছাত্রীকে এর আওতাভুক্ত করা যাবে। নবম ও দশম শ্রেণির প্রি-ম্যাট্রিক বৃত্তির জন্য ২৯,০০৯ সংখ্যক তপশিলি উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যেই আবেদনপত্র জমা করেছে। এছাড়াও চলতি ২০২০-২১ বর্ষে ৭৩,৭০২ সংখ্যক তপশিলি উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে পোস্ট-ম্যাট্রিক বৃত্তির জন্য আবেদনপত্র জমা পড়েছে।

উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ ০১.০৪.২০২০ থেকে ‘জয় জোহার ওল্ড এজ পেনশন স্কিম’-এর মাধ্যমে ষাটোর্ধ্ব দরিদ্র জন-উপজাতিভুক্ত মানুষদের মাথাপিছু মাসিক ১০০০ টাকার পেনশন চালু করেছে। এটি একটি সর্বজনীন প্রকল্প। ২০২০-২১ বর্ষে ২,৪৯,২০২ সংখ্যক উপভোক্তা এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে সরকারের ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

‘কেন্দু লিভস কালেক্টরস সোশ্যাল সিকিউরিটি স্কিম ২০১৫’-এর মাধ্যমে কমবেশি ৩৫ হাজার কেন্দুপাতা সংগ্রহকারী জন-উপজাতিভুক্ত (ST) মানুষের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। নথিভুক্ত ষাটোর্ধ্ব মানুষদের এককালীন ভাতা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও নথিভুক্ত জন-উপজাতি (ST) মানুষদের জন্য দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া, প্রসবকালীন সুবিধা, চিকিৎসা সংক্রান্ত সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। মোট ৫৬১টি পরিবার এই সুবিধা পেয়েছেন।

১.১৬ কোটি টাকা ব্যয় করে ২৩২টি ‘জাহের থান’ (উপাসনা ক্ষেত্র)-এর সীমানা নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও ১০৩টি ‘মাজি থান’-এর উন্নতিকল্পে ৫১.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

WCD & SW বিভাগের সহায়তায় উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে যেখানে কোনো পরিকাঠামো ছিল না, সেইসব অঞ্চলে ৪০৯টি ICDS কেন্দ্র গঠন করেছে।

রাজ্যে দরিদ্র জন-উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের JEE (মেন), NEET, WBJEE ইত্যাদি পরীক্ষাগুলির প্রশিক্ষণের জন্য ৩৬টি প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। বছরে ১,৪৪০ জন ছাত্রছাত্রীকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া চলছে। IIT, মেডিকেল ও সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে এই প্রশিক্ষিত ছাত্রছাত্রীরা সুযোগ পাচ্ছে।

৩.৩০ শ্রমিক কল্যাণ

‘বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা’ (BMSSY) প্রকল্পে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে উপভোক্তাদের প্রদেয় ২৫ টাকাও ছাড় দিয়ে তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের অবদানের পুরো টাকাটাই এখন থেকে সরকার বহন করবে। ২০২০ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে এই পুরো অর্থমূল্য মাসিক ৫৫ টাকা করে প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরফলে BMSSY প্রকল্পে নিবন্ধিত অসংগঠিত শ্রমিকগণ এই প্রকল্পের পুরো সুবিধা পাবেন, কোনো টাকা খরচ না করেই। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৭,২৮,৬৩৯ জন শ্রমিক নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন এবং ৬৩,৯৩৭ জন উপভোক্তা উপকৃত হয়েছেন।

২০২০’র ১০ এপ্রিলে ‘প্রচেষ্টা’ নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে কোভিড-১৯-এর কারণে কাজ হারানো অসংগঠিত শ্রমিকদের এককালীন ১০০০ টাকা আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৫ এপ্রিল, ২০২০ থেকে ১৫ মে ২০২০ পর্যন্ত এই সুবিধা চালু ছিল। এই প্রকল্পে ২২.৩৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং ২,২৩,৫০০ জন শ্রমিক উপকৃত হয়েছেন।

রাজ্যের এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে ৩৫ লক্ষ কর্মপ্রার্থী ও ৭৪২টি নিয়োগ সংস্থা নাম নথিভুক্ত করেছে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের ফলে কর্মপ্রার্থী ও নিয়োগ সংস্থাগুলি নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রাখতে পেরেছে।

কর্মপ্রার্থীরা তাদের দক্ষতা উন্নয়নের দ্বারা যাতে নিজেকে কর্মসংস্থানের যোগ্য করে তুলতে পারে বা স্বীয় উদ্যোগের মাধ্যমে স্বনিযুক্ত হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার ‘যুবশ্রী’ প্রকল্পের অধীনে ২০১৩ সাল থেকে এক লক্ষ কর্মপ্রার্থীকে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কের সাহায্যে কাজের সন্ধান দিয়েছে। এই প্রকল্পে এক লক্ষ কর্মপ্রার্থীর প্রত্যেককে মাসিক ১,৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত মোট ১,৮১,৪৭৭ জন কর্মপ্রার্থী উপকৃত হয়েছেন।

এই রাজ্যে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ই এস আই (ESI) হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্যবিমার অধীন ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৯,৫২,২৭০ জন। ২০২০-র ফেব্রুয়ারিতে মানিকতলা ই এস আই হাসপাতাল ৩০০-৫০০ শয্যা বিভাগে এবং শিয়ালদহ ই এস আই হাসপাতাল ১০০-৩০০ শয্যা বিভাগেই এস আইনিগম’ থেকে প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করেছে।

৩.৩১ স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্বনিযুক্তি

পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার সহায়ক প্রকল্প (WBSSP)-এর মাধ্যমে সুদের বোঝা কমানোর উদ্দেশ্যে সামান্য ২ শতাংশ সুদে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২০-২১ সালে ১,১৮,১৭৫ জনকে ১৯.৯৯ কোটি টাকা নোডাল ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

‘জাগো’ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ৫,০০০ টাকা হারে ৮,৮২,৮২৭ জন মহিলাকে উৎসাহ অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরজন্য মোট ব্যয় হয়েছে। ৪৪১.৪১ কোটি টাকা। এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের যারা কোভিড-১৯ সচেতনতা, নিভৃতবাস, আমফান বিপর্যয় মোকাবিলা ইত্যাদি কাজে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছে।

৪৯৭টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং ২৪৯টি কর্মহীন যুবক-যুবতী তাদের জীবনধারণোপযোগী ১৮৬ প্রকার ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের সুযোগ পাবে। এইগুলি MGNREGS, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ, উদ্যানপালন, কৃষি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে উপার্জন করতে সক্ষম হবে। মোট ১২.৪১ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হবে যার মধ্যে ৩.৯৩ কোটি টাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠী বিভাগ থেকে দেওয়া হয়েছে।

২.২৯ কোটি টাকা ব্যয় করে ৫টি ‘কর্মতীর্থ’ প্রকল্প চালানো হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার দক্ষিণ চাতরা-তে ৪৭.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে বিপণন পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করতে একটি ‘ট্রেনিং-কাম-মার্কেট সেন্টার’ গড়ে তোলা হয়েছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে যুক্ত করে ৩৫টি জেলায় এবং উপজেলায় জেলা পর্যায়ের ‘সবলা মেলা’ এবং রাজ্যস্তরের ‘সবলা মেলা’ শুরু হয়েছে।

‘সমাজসাথী’ প্রকল্পে ১২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যকে দুর্ঘটনাজনিত বিপদ থেকে সুরক্ষা দিতে ২৩.৬ লক্ষ টাকার অধিক আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত করে ১৭২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং কর্মহীন যুবসম্প্রদায়কে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩.৩২ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন

অতিমারীর মতো এই ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যেও রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করেছে। এই উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি হল— ফালাকাটা স্টেডিয়াম গ্যালারি (ফেজ-১) নির্মাণ, শীতলকুচি, সিতাই, মালবাজার, আলিপুরদুয়ার ইত্যাদি গ্রামাঞ্চলে ‘স্পোর্টস অডিটোরিয়াম’ নির্মাণ প্রভৃতি। তদুপরি এই বিভাগ RIDF-XXIV-র অধীনে ২৫০টি অঞ্চলে সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচের ব্যবস্থা করেছে, যা ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে।

এছাড়াও রাজ্য সরকার ১৬টি কম্পোজিট সেতু, ৬টি শান বাঁধানো (Paver Block) প্রায় ২৫ কি.মি রাস্তা নির্মাণ করেছে। এ ব্যতীত রাজ্য সরকার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন পরিকাঠামো গঠনের কাজ হাতে নিয়েছে।

ধুপগুড়ি ও ইসলামপুরের শ্মশানে ২টি বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। ডুয়ার্সের তরাই অঞ্চলে আদিবাসী ও গোর্খাদের জন্য কমিউনিটি হল নির্মিত হয়েছে। ময়নাগুড়ি, বেলাকোপা, দেওচরাইহাট এবং ধুপগুড়িতে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে।

পর্যটন বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে লাটাগুড়িতে পরিবেশ-বান্ধব পর্যটন রিসর্ট-এর উন্নয়ন কার্য সম্পূর্ণ হয়েছে।

রাজ্য সরকারের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল মালদা জেলায় ভূতনিচরে ফুলাহার সেতু নির্মাণ।

৩.৩৩ সুন্দরবন বিষয়ক

এই বিভাগের অধীনে সুন্দরবন অঞ্চলের পরিকাঠামোগত উন্নয়নকে রাজ্য সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। এর অংশ হিসাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দুর্গানগর ফ্লাড সেন্টার রেল ফুটব্রিজের (নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, কাকদ্বীপ থানা, ব্লক নামখানা) নিকটে বয়ে যাওয়া চুঙ্কুরি নদীর উপর RCC ব্রিজ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এই প্রকল্পে ৩২২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

২০২০-২১ সালে ৩২৪.৮২ কিমি. রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের শ্রীধর নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়ালের বাজারের নিকটে কার্জন ক্রিক ১নং জেটি এবং দুর্গানগর ফ্লাড শেল্টার রেল ফুটব্রিজ তৈরির কাজও শেষ হয়ে গেছে। এছাড়া আরও ১৬টি ব্রিজ তৈরির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

আমফান ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির ফলে এই অঞ্চলের বিপর্যস্ত পরিকাঠামোগুলিও দ্রুত সারিয়ে ফেলা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫.৫৯১ কিমি বিভিন্ন ধরনের রাস্তা তৈরি এবং তৎসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজের জন্য ২৬৩টি স্কিম অনুমোদন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০’র মধ্যে ২২৪টি স্কিমের আওতায় ১,৪৪,৪৪৫ কিমি. রাস্তা তৈরির কাজও ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে।

এই অর্থবর্ষেই ৯৫,৫০০ জন প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের কৃষি সংক্রান্ত পরামর্শ ও উপকরণ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। ২৭,০৬০ জন ধীবর ও মাছচাষীকে জীবিকানির্ভর মাছের পোনা ও খাদ্য দিয়ে সহায়তা করা হয়েছে। ৪১টি বিভিন্ন গোষ্ঠীসম্প্রদায়কে তাদের জীবিকা নির্ভর কাজের উপযুক্ত সহায়তা দিতে অর্থসাহায্য করা হয়েছে।

৩.৩৪ পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক

পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগের অধীনে ৭টি জেলার ১২,৫৫৮টি গ্রাম সহ ৭৪টি ব্লক এবং ৬৪৮টি গ্রামপঞ্চায়েতকে একত্রিত করে মোট ২২.২৮ লক্ষ হেক্টর বিস্তৃত এলাকায় কাজ করে থাকে।

রাজ্য সরকার তপশিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত ও অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের মানুষজনের উন্নতি ও সামাজিক ক্ষমতায়নের স্বার্থে নানাবিধ পরিকাঠামোগত কাজ শুরু করেছে। এরমধ্যে আছে জীবিকা নির্বাহমূলক প্রকল্প, জঙ্গলমহল অধিবাসীদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক জঙ্গলমহল উৎসব ইত্যাদি।

■ নয়ের পাতায়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হৃদয়ের বাজেট

■ আটের পাতার পর

রাজ্য সরকার এই অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ নজর দিয়েছে। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ যথা কৃষি, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি এবং বন বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন করে জল সংরক্ষণ ও জীবিকা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলি রূপায়ণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই কাজের নাম দেওয়া হয়েছে পশ্চিমাঞ্চল জলসম্পদ ও উন্নয়ন প্রকল্প। এছাড়া জঙ্গলমহলের ৫টি জেলার ৩৪টি ব্লকের জন্য 'জঙ্গলমহল অ্যাকশন প্যাকেজ '(JAP) চালু করা হয়েছে।

প্রশাসন

৩.৩৫ স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক

কোভিড-১৯-এর এই ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন শুধুমাত্র প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবেই কাজ করেনি, তার সঙ্গে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ও শাসন ব্যবস্থাকেও সচল রেখেছে। পুলিশ প্রশাসনসহ রাজ্য সরকারের অন্যান্য বিভাগগুলিও অক্লান্তভাবে কাজ করে এই অতিমারী পরিস্থিতিকে সফলভাবে মোকাবিলা করেছে। এই সময়ে ১৪,৯৩১ জন পুলিশ ব্যক্তিত্ব এবং তাদের সহযোগী করোনা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ৭৫ জনের জীবনহানি হয়েছে। তথাপি পুলিশ প্রশাসন এই অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ প্রশাসন পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও কার্যকরী করার জন্য ২০২০-২১ বর্ষে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে আরও ১৫টি পুলিশ সাব-ডিভিশন গঠন করা হয়েছে। এগুলি হল— ইসলামপুর, রায়গঞ্জ, বারাসাত, বনগাঁ, জঙ্গিপুর, বসিরহাট, ঝাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ এবং সুন্দরবন পুলিশ জেলা প্রভৃতি। শুধু তাই নয়, পুলিশ প্রশাসন পরিচালন ব্যবস্থা আরও সুবিন্যস্ত করার জন্য পাথর প্রতিমা সার্কেল, নামখানা সার্কেল, সাগর সার্কেল, ভগবানগোলা সার্কেল এবং বেলডাঙা সার্কেল নামে ৫টি নতুন পুলিশ সার্কেল গঠন করা হয়েছে।

২০২০-২১ বর্ষে ২০২০-র ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে নতুন দুটি পুলিশ থানা গঠন করা হয়েছে। এরমধ্যে একটি খড়দহ পুলিশ থানাকে দু'ভাগ করে রহড়া পুলিশ থানা গঠন করা হয়েছে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায় কালীতলা আসুতি পুলিশ থানা গঠন করা হয়েছে।

এছাড়াও তিনটি নতুন 'রাজ্য সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী' গঠন করা হয়েছে। এগুলি হল — কোচবিহার জেলা হেডকোয়ার্টার-এর অধীনে নারায়ণী বাহিনী, দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতে গোর্খা বাহিনী এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় জঙ্গলমহল বাহিনী। রাজ্য পুলিশের অধীনে আলাদাভাবে ট্রাফিক শাখা খোলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

২০২০ বর্ষে মোট ১,০৮৮ জন সাব-ইন্সপেক্টর এবং ২,৩০৯ জন কনস্টেবল নিয়োগ করা হয়েছে। একই সময়কালে প্রাক্তন KLO-র সক্রিয় কর্মী তথা যোগাযোগকারী, প্রাক্তন মাওবাদী ও যোগাযোগকারী, মাও উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত সাধারণ মানুষ তথা অপহৃত বা আহত মানুষজনদের পরিবারের মধ্য থেকে ৯১৭ জনকে নিয়ে মোট ১,২৭৫ জনকে হোমগার্ড স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

রাজ্যে আর্থিক কেলেঙ্কারীতে রত আর্থিক প্রতিষ্ঠান তথা কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে ৩২টি ক্ষেত্রে আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে। যারমধ্যে ৯টি ক্ষেত্রে চার্জশিট জমা হয়েছে। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও সিজ করা হয়েছে এবং বাজেয়াপ্ত এই সম্পত্তি নিলাম করার প্রক্রিয়া চলছে। ৬৫৬ জন আমানতকারী তাঁদের টাকা ফেরত পেয়েছেন।

পরিবহণ ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য কলকাতা পুলিশ 'স্মার্ট ভেরিয়েবল মেসেজ সাইন' ব্যবস্থা চালু করেছে। এর মাধ্যমে রাস্তা ব্যবহারকারী গাড়িগুলির প্রকৃত সময়ভিত্তিক তথ্য, ২৪ ঘণ্টা বাধাহীনভাবে চলাচলের ব্যবস্থা, পথ সুরক্ষা, গাড়ি দুর্ঘটনা কমানো এবং পরিবহণ সংক্রান্ত সংহতিনাশক অবস্থাগুলি দূর করা সম্ভব হচ্ছে। কড়া আইন এবং শহরে নৈশ পুলিশি নজরদারির ফলে পরিবহণ ক্ষেত্রে বড়ো দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব হয়েছে। রাজ্য সরকার CID-তে 'সাইবার ফরেনসিক এবং ডিজিটাল এভিডেন্স এগজামিনার্স ল্যাবরেটরি' গঠনের অনুমোদন দিয়েছে।

গত বছরের মতো এবারেও রাস্তা সারানো, পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প, পার্বত্য অঞ্চলে ঝোড়া উন্নয়ন, নানাবিধ নির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ১৭৫ কোটি টাকা ব্যয় অনুমোদন করে GTA-র মাধ্যমে এই উন্নয়নমূলক কাজগুলি করছে।

দ্রুত অনুসন্ধান ও মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে 'রিজিওনাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি'কে আরও উন্নত করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির রিজিওনাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে টক্সিকোলজি ও সেরোলজি বিভাগ ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। এছাড়া কলকাতায় অবস্থিত ব্যালিস্টিক ল্যাবরেটরি এবং ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি-র নারকোটিক্স ল্যাবরেটরিকে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।

৩.৩৬ কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার

২০২০ অক্টোবরের মধ্যে ১১২ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয় ধরে পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়িতে জেলাশাসক ও চারজন অতিরিক্ত জেলাশাসকের আবাসিক সহ একটি নতুন প্রশাসনিক ভবন তৈরির কাজ শেষ করা হয়েছে। ৭.৩৪ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ধরে মেদিনীপুর ডিভিশনের ডিভিশন কমিশনারের নতুন কার্যালয় ও আবাসন তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।

ঝাড়গ্রামে প্রশাসনিক ভবন এবং আধিকারিকদের বাসস্থান তৈরির কাজও শেষ হয়েছে। এরজন্য খরচ হয়েছে ৬১ কোটি টাকা।

৪ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয় ধরে বীরভূমের সিউড়িতে WBCS (Exe) আধিকারিকদের জন্য একটি G+4 ভবন তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।

জলপাইগুড়ির মালবাজারের SDO প্রশাসনিক ভবন তৈরির কাজও শেষ হয়েছে।

পুরুলিয়ার ঝালদা এবং মানবাজারে একটি G+2, SDO প্রশাসনিক ভবন এবং একটি G+1, SDO আবাসিক ভবন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারীর আবহে কলকাতার ATI-তে সরকারি আধিকারিকদের জন্য অন-লাইন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। নিয়মিত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ ছাড়া RTI Act, 2005 কোর্ট কেস, ডিসিপ্লিনারি প্রসিডিংস, স্কিল অ্যান্ড কনফ্লিক্ট রেজোলিউশন, পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট এবং ই-অফিস প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একজন চেয়ার পার্সন সহ চারজন আধিকারিককে নিযুক্ত করে পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ-ডি রিক্রুটমেন্ট বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে।

৩.৩৭ বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা

কোভিড-১৯ মহামারীর আবহে রাজ্য সরকার নিরন্তর সচেতনতা প্রচার এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার করে গেছে। রাজ্যে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে এবং যার-যার নিজের জেলার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে এই বিভাগ। এই কাজে বিভাগীয় আধিকারিকগণ কড়া লকডাউনের মধ্যেও অক্লান্ত পরিশ্রম করে শ্রমিক, সাধারণ মানুষকে ত্রাণ ও সহায়তা দিয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারীর আবহে ৩,৮৫১ জন অসামরিক প্রতিরক্ষা সেচ্ছাসেবী রাজ্যের সর্বত্র সামাজিক দূরত্ববিধি প্রয়োগের জন্য কাজ করে গেছে। রাজ্য সরকার 'স্নেহের পরশ' নামে একটি বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রকল্প চালু করেছে যার মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজ্যে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের এককালীন অর্থ দেওয়া হয়েছে। এবাবদ মোট ৪৪ কোটি টাকার অধিক খরচ করা হয়েছে এবং ব্যাঙ্ক মারফত এই টাকা পেয়ে ৪,৪০,০২৯ জন পরিযায়ী শ্রমিক উপকৃত হয়েছেন।

২০ মে ২০২০তে সাগরদ্বীপের নিকটবর্তী অঞ্চল দিয়ে রাজ্যে প্রবল ঝড় 'আমফান' আছড়ে পড়ে। প্রবল ঝড় আমফান রাজ্যে আছড়ে পড়ার আগেই এই বিভাগের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিপুল তত্ত্বাবধানে ১০.৭ লক্ষের অধিক মানুষকে বিপদ অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। যদিও এই ঝড়ের কবলে পড়ে ৯৯ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং রাজ্যের ৬০ শতাংশ মানুষ প্রবল ক্ষতির মুখে পড়েছেন, তথাপি অনেক মানুষের জীবন রক্ষা পেয়েছে, সঠিক সময়ে সঠিক উদ্যোগের ফলে। রাজ্য সরকার আমফান ঝড়ের পরেই পুনঃস্থাপনের কাজ দ্রুততালে করেছিল। এই ঝড়ে প্রাণ হারানো ৯৯ জন মানুষের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ২.৪৭ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। এছাড়াও ঝড়ে যাদের বাড়িঘর নষ্ট হয়ে গেছে তাদের বাড়ি বানানো বা সারিয়ে তোলার জন্য ২১.৩৬ লক্ষ পরিবারকে মোট ১৯৫৪.৭৩ কোটি টাকা অর্থসাহায্য করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সহায়তার জন্য ১৯.৪০ লক্ষ ত্রিপল, ৪.৪৮ লক্ষ শাড়ি, ৩,৩২ লক্ষ ধুতি, ১.৭৩ লক্ষ কম্বল এবং ২.১৮ লক্ষ বাচ্চাদের জামাকাপড় বিতরণ করা হয়েছে।

ব্যাপক উদ্ধার কাজে ৫৬টি মোটরচালিত নৌকা, ৩০টি অসামরিক প্রতিরক্ষায় ব্যবহৃত উদ্ধার যান নামানো হয় এবং ১১ জন অফিসার, ৭৮ জন অগ্রগামী স্বেচ্ছাসেবী দল এবং ১,৫৮০ জন প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবক উদ্ধার কাজ পরিচালনা করে। এছাড়া ৭৮ জন নিযুক্ত থেকে দিনরাত এক করে কলকাতা ও তার আশপাশের জেলাগুলিতে উদ্ধার কাজ চালিয়ে গেছে। এই কাজে ৮৩১টি ক্ষেত্রে ১১.৭৯৫ কোটি টাকা সহায়তা বাবদ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০২০-২১ বর্ষের জানুয়ারিতে গঙ্গাসাগর উপলক্ষে অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রশংসনীয় কাজ করে গঙ্গাসাগর মেলার ব্যবস্থাপনায় সফলতা লাভ করেছে।

২০২০-২১ সালে অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ উদ্ধার কাজে ব্যবহার হয় এমন ৪৪টি কুইক রেসপন্স টিম, উদ্ধার যান, ৯৬টি স্পিড বোট সহ ৬৬,৫৩৪ জন প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত ছিল। এছাড়া ৫০টি সাধারণ নৌকা এবং ২৫টি বুলেট চেন করাত প্রভৃতি উদ্ধার সামগ্রী এই বছরে কেনা হয়েছে।

বর্ষার মরশুমে জুন থেকে অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত, এই বিভাগ কলকাতাসহ বিভিন্ন জেলাগুলিতে নিরন্তর কাজ করে গেছে। এই সময়ে বিভিন্ন উৎসবে এবং দুর্গাপূজার বিসর্জন প্রক্রিয়াকে এবং ছট পূজাকেও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে।

বর্তমানে রাজ্যে ৪৪৬টি ফ্লাড শেল্টার এবং ২৬৮টি ত্রাণসামগ্রীর গুদাম আছে এছাড়া রাজ্যের উপকূলীয় জেলা যেমন— পূর্ব মেদিনীপুর ও দুই চব্বিশ পরগনার ত্রাণ কাজের জন্য ICZMP, NCRMP-II এবং PMNRF স্কিমের অধীনে ২২১টি মাল্টিপার্পাস সাইক্লোন শেল্টার তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

৩.৩৮ অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা

কোভিড-১৯ আবহে রাজ্য সরকার ৫,০০০-এর অধিকবার স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা করে রাজ্যের সর্বত্র সরকারি অফিস, মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, রেল স্টেশন, স্থানীয় প্রশাসন, কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র, কমিউনিটি হল, কন্টেইনমেন্ট এলাকা, স্কুল, কলেজ, পূজা মণ্ডপ ইত্যাদি জায়গায় স্যানিটাইজেশনের কাজ করেছে।

মে ২০২০'র বিধ্বংসী 'আমফান' ঝড়ের পরে রাজ্য সরকারের দমকল বিভাগের অফিসার ও কর্মীরা ৩৯টি গ্রুপে ভাগ হয়ে টানা ১৫দিন দিনরাত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকার্য পরিচালনা করেছে।

অন্-লাইন সিস্টেমে এখন রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলে ফায়ার লাইসেন্স, ফায়ার সেফটি অনুমোদন ও ছাড়পত্র সবই SSDG ব্যবস্থার পরিবর্তে এখন ই-ডিস্ট্রিক্ট-এর মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে এবং EODB-র মান্যতা অনুযায়ী 'শিল্পসাথী' প্রকল্পকেও এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

সাঁইথিয়া, বজবজের পুজালি, গোয়ালপোখর, বক্সিরহাট, জয়গাঁও, ফুলবাড়ি, গঙ্গাসাগর, বেলডাঙা এবং কাশীপুরের নতুন ভবন ইত্যাদি নতুন ৯টি দমকল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং কাজ শুরু করেছে।

এছাড়াও আরও ৭টি নতুন দমকল কেন্দ্র এবং ২টি চালু কেন্দ্রে নতুন ভবন তৈরির কাজ চলছে।

অত্যাধুনিক অগ্নিনির্বাপণ উপকরণ যেমন চারটি রোবোটিক ফায়ার ফাইটার কেনা হয়েছে। এছাড়াও ১০০০টি NBC ক্যানিস্টার মাস্ক, ১০টি সম্পূর্ণ ফেব্রিকেটেড মিনি ওয়াটার টেন্ডার, ৫০,০০০ লুমেনসম্পন্ন ৫টি পোর্টেবল হাই ক্যাপাসিটি ইমার্জেন্সি লাইটিং সিস্টেম, ২০টি হ্যামার ড্রিল, ১০টি লাউড হেইলার, ১০০টি রয়াল এনফিল্ড মোটর সাইকেল, ১০০টি ওয়াটার মিস্ট CAF ফায়ার এক্সটিংগুইসার HP মোটর সাইকেল মাউন্টেড ইত্যাদি কেনা হয়েছে।

৩.৩৯ সংশোধন প্রশাসন

প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের অধিবাসীদের স্থানান্তরিত করার জন্য নিউ বারুইপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার ফেজ-২-এর নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। যাতে ১৭৭ কোটির অধিক টাকা খরচ করা হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়িতে একটি নতুন জেলা সংশোধনাগার নির্মিত হচ্ছে, মালদার চাঁচলে একটি নতুন অতিরিক্ত সহায়ক সংশোধনাগার নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। যার প্রকল্প ব্যয় ২৭ কোটি টাকারও বেশি।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এবং জেলা সংশোধনাগারগুলিকে ভিডিয়ো নজরদারি সীমায় আনার জন্য CCTV বসানো হয়েছে।

কৃষ্ণনগর জেলা সংশোধনাগারে ১৫০ জন কারাবাসীর বসবাসযোগ্য একটি দ্বিতল বাড়ি এবং মেদিনীপুরে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে একটি মহিলা ওয়ার্ডেন ব্যারাক নির্মাণের কাজ চলছে।

Covid-19-এর এই অতিমারী পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সংশোধনাগারে সফলভাবে 'ই-প্রিজন স্যুট' রূপায়ণ করা হয়েছে।

'ই-প্রিজন স্যুট'-এর অধীনে ভিডিয়ো কনফারেন্স-এর মাধ্যমে মাননীয় কোর্টে 'ই-কোর্ট মডিউলে' আসামিদের উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সকল সংশোধনাগারগুলিতে 'ই-মুলাকাৎ' নামে অনলাইন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছোটো, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প

৩.৪০ ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র

বিগত সাড়ে নয় বছরে রাজ্যের প্রায় ১.৩৬ কোটি মানুষ ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়েছেন এবং এতে রাজ্যের শিল্প উৎপাদন এবং রপ্তানিতে বিপুলভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। আমাদের রাজ্যের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে বিগত ৯ বছরে MSMEs ১১ শতাংশ হারে CAGR হিসাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সময়ানুসারী হস্তক্ষেপের ফলে রাজ্য সরকার বাংলার MSME & T শিল্পক্ষেত্রগুলিকে কোভিড-১৯ মহামারির কবল এবং তার ফলস্বরূপ লকডাউনের আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পেরেছে।

রাজ্য সরকার 'কর্মসাথী প্রকল্প' নামে ভর্তুকিপ্রাপ্ত একটি স্বনির্ভর স্কিম চালু করেছে। এরফলে রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকসহ রাজ্যের লোকেদের জন্য কর্মসংস্থান ও অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হবে। এছাড়া রাজ্য সরকার রাজ্যের তাঁতশিল্পীদের 'ইন্টারেস্ট সাবভেনশন' স্কীমের মাধ্যমে ন্যূনতম ২ শতাংশ সুদে কার্যকরী মূলধন সৃষ্টির জন্য ঋণ নেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছে।

রাজ্যের MSME ক্ষেত্রে সরকার 'বাংলাশ্রী' নামে একটি স্কিম চালু করতে চলেছে। এর মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও তাঁত শিল্পের বিভিন্ন শিল্পকর্মে উৎসাহ ভাতা চালু করে রাজ্যের সর্বত্র এই শিল্পের বিভিন্ন বিষয়ে নতুন উদ্যোগ, প্রচার ও প্রসার ঘটানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

'স্কিম অফ্ অ্যাপ্রুভড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক' আরও কিছু অতিরিক্ত সুযোগসুবিধাসহ আরও পাঁচ বছরের জন্য বর্ধিত করা হয়েছে, ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে রাজ্য সরকার বিভিন্ন উৎসাহ ভাতার মাধ্যমে তাদের নিজস্ব জমিতে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক গড়ে ব্যবসার প্রসার লাভের ব্যবস্থা করছে।

রাজ্য সরকার সিঙ্গুরে কৃষিনির্ভর কাজের জন্য ১১ একর জমিতে 'অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল' পার্ক স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। মেদিনীপুরে, 'খাসজঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট' তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য সরকার গ্রামীণ শিল্প ও সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ইউনেস্কোর (UNESCO) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এরফলে গ্রামীণ অঞ্চলে প্রায় ৫০,০০০ শিল্পী ও কুশীলবরা তাদের শিল্পকর্ম, কৃষ্টি, কলাকৌশল বাংলার চিরন্তনী ঐতিহ্যরূপে সংরক্ষণ ও সংবহন করতে পারবেন।

ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ দপ্তরের উদ্যোগে বর্তমান কোভিড মহামারির সময়কালে বিভিন্ন সুরক্ষা সরঞ্জাম যেমন— ফেসমাস্ক, পিপিই-কিট, সুরক্ষাবর্ম, স্যানিটাইজার, ফেসশিল্ড ইত্যাদি কোভিড যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করে নজির সৃষ্টি করেছেন। বাংলার 'তন্তুজ' আজ পর্যন্ত ৩.৩ কোটি ত্রিস্তরীয় একবার ব্যবহার্য মাস্ক, ২৫ লক্ষ পিপিই কিট, ৩ লক্ষ এন-৯৫ মাস্ক, ৩.৫ লক্ষ ফেসশিল্ড, ৩ লক্ষ সুরক্ষা চশমা, ৪ লক্ষ একবার ব্যবহার্য বেডশিট এবং আশাকর্মীদের জন্য ০.৮ লক্ষ র‍্যাপার তৈরি করেছে। অন্যদিকে WBSIDCL কোভিড মহামারিকে প্রতিহত করতে ৩.৫ লক্ষ লিটার হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিভিন্ন বিভাগের জন্য তৈরি করেছে। তন্তুজ'র এই প্রয়াসের ফলে কোভিড মহামারির সংগ্রামের জন্য SKOCH গ্রুপ ২০২০তে 'তন্তুজ'কে সর্বোচ্চ প্লাটিনাম সম্মান প্রদান করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার চর্মশিল্পকে আরও বৃহৎ আকারে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় মেগা লেদার ক্লাস্টার রূপে গড়ে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সামগ্রিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা হিসেবে পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই চারটি নতুন কমন এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (CETPs), কমন ফেসিলিটি সেন্টার (CFC), লেদার স্ক্যাপ বার্নারের আধুনিকীকরণ এবং আর্ট ডিজাইন সেন্টার গড়ে তুলেছে। ১৮৭টি নতুন ট্যানারির জন্য জমির বন্দোবস্ত করেছে।

৩.৪১ শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড (WBIDCL) ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি বরাদ্দ করেছে। এতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ধরা হয়েছে ৫৪৮,৩৫ কোটি টাকা এবং এর ফলে ২,৯০৪ জনের কর্মনিযুক্তি হবে। WBIDC-এর মাধ্যমে মডিউল-বেসড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ৫টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটকে জমি দেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১১.১২ কোটি টাকা এবং কর্মসংস্থান হবে ১,৩০১ জন মানুষের।

অঙ্কুরহাটির জেমস ও জুয়েলারি পার্কে ৩৩টি কোম্পানিকে ১.৬১ লক্ষ বর্গফুট জায়গা দেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ৯৪ কোটি টাকা এবং প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান ১,৯৬০ জনের।

WBIDCL-এর মাধ্যমে ঋষি বঙ্কিম শিল্প উদ্যানে ৮টি শিল্প ইউনিটকে ১৯.০৫৮ একর জমি দেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১৬৫ কোটি টাকা এবং প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান ৯০১ জনের। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (WBEIDC)-কে ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং ক্লাস্টারের (EMC) জন্য ৭০ একর জমি দেওয়া হয়েছে। এখানে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা। ৫০০০ জনের এবং প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫০ কোটি টাকা।

WBIDC-র উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে ফেজ-১-এর 'সুধারস' এবং ফেজ-২-এর অন্তর্গত কান্দুয়ার উন্নয়নের পর হাওড়ার সাঁকরাইলে 'ফুড পার্ক ফেজ-৩'-এর উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে।

■ দশের পাতায়

হৃদয়ের বাজেট

■ নয়ের পাতার পর

হরিণঘাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ১০৭.৩৫ একর জমিতে Instakart Logistics Project গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৯৯১ কোটি টাকা এবং প্রস্তাবিত কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ১৮,৩১০ জনের। ভারতের পূর্বাঞ্চলে সবচাইতে বড়ো 'গ্রিন লজিস্টিক পার্ক' গড়ে তুলবে Flipkart Group Company। তারজন্য ফেজ-১-এ ১৬ লক্ষ বর্গফুট এবং ফেজ-২-তে ১৯ লক্ষ বর্গফুট অর্থাৎ মোট ৩৫ লক্ষ বর্গফুট জায়গা দেওয়া হয়েছে।

WBIDC-এর কর্মসূচির মধ্যে বজবজের গারমেন্ট পার্কের ৯.৮৫ একর জমির মধ্যে ৭.৬ লক্ষ বর্গফুট জায়গার উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে।

'অমৃতসর কলকাতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর' প্রকল্পের অধীনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানুফ্যাকচারিং ক্লাস্টার (IMC)-র উন্নয়ন ঘটাতে WBIDC-র হাতে থাকা জমির মধ্যে ২৪৮৩ একর জমিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এই নির্দিষ্ট জায়গায় প্রকল্প উন্নয়নের জন্য WBIDC এবং NICDIT-র মধ্যে এক SPV গঠিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, বড়জোড়ায় প্ল্যাস্টো স্টিল পার্ক, হলদিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক ইত্যাদির সার্বিক পরিকাঠামো শক্তিশালী করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত তাজপুর বন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত সংস্থার নির্বাচনের জন্য West Bengal Maritime Board-এর দ্বারা Expression of Interest (EoI)-এর বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে ডিসেম্বর ২০২০-তে।

ব্যবসা সংক্রান্ত কাজকর্মের সুবিধার জন্য 'শিল্পসাথী' প্রকল্পের অধীনে একজানালা জরুরি পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। www.silpasathi.in ওয়েব সাইটে অনলাইন ব্যবস্থা গ্রহণ করে জমি বণ্টন, বাড়ির প্ল্যান অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার রাণীনগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে মোট ২১১০ একর জমির মধ্যে ৪৮৯টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটকে ১৬২৩ একর জমি বণ্টন করেছে, যেখানে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ৩,৫১৯ কোটি টাকা এবং প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান ৪৪,৫১২ জনের।

WBIIDC দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের সেক্টর-৫-এ ১৭ কোটি টাকা ব্যয় করে ১০০ একর জমিতে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করছে।

ভারত সরকারের কয়লা মন্ত্রক ২৯.৯.২০১৬ তারিখে পশ্চিম বর্ধমান জেলার গৌড়ান্ডি এ.বি.সি. কয়লাখনিকে WBMDTCL-র হাতে তুলে দিয়েছে। এই কয়লাখনিতে ৬২ মিলিয়ন টন কয়লা মজুত রয়েছে। ২৭ বছর ধরে এখানে কয়লা উত্তোলন করা হবে। বছরে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা যাবে।

মোকদামনগর এবং তেঁতুলবেড়িয়ায় চায়না ক্লে এবং ফায়ার ক্লে প্রকল্পের বাস্তবিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Ease of Doing Business (EoDB)-র অধীনে ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য রাজ্যের ইন্টিগ্রেটেড মিনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেম-এর মাধ্যমে মিনারেল প্রশাসনের জন্য অনলাইন ওয়েব পোর্টালের কাজ সমাপ্তির পথে।

কলকাতা এবং সন্নিহিত পাঁচটি জেলাতে রাজ্য সরকার যৌথ উদ্যোগে গ্যাস সরবরাহের জন্য গ্রেটার ক্যালকাটা গ্যাস সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ এবং GAIL (India) লিঃ-এর সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সেইসঙ্গে বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (BGCL) নামে একটি কোম্পানি গঠন করা হয়েছে, যার দ্বারা শীঘ্রই Compressed Natural Gas (CNG) সরবরাহ করা যাবে। এজন্য প্রাথমিকভাবে ২০১৯-২০ বর্ষে BGCL-কে ২৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ২০২০-২১ বর্ষে BGCL-কে আরও ৩৪.০৭ কোটি টাকা দেওয়া হবে।

৩.৪২ সরকারি উদ্যোগ সংস্থা ও শিল্প পুনর্গঠন

PE & IR বিভাগ শিল্প বিভাগের পুনরুজ্জীবন ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির পুনর্গঠনের উপর জোর দিয়েছে। সরস্বতী প্রেস এই বিভাগের একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য শিল্পোদ্যোগ।

সরস্বতী প্রেস লিমিটেড (SPL), ISO 9001: 2015 প্রাপ্ত কোম্পানি যা সমগ্র পূর্ব ভারতে সিকিউরিটি অ্যান্ড কনফিডেন্সিয়াল প্রিন্টিং-এর একটি অগ্রণী সংস্থা। এখান থেকেই হলোগ্রাম ও ডেইলি লটারি টিকিট তৈরি হয়, এছাড়াও স্কুলপাঠ্য বই ছাপানো হয়। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশন তাদের সিকিউরিটি প্রিন্টিং ছাপানোর জন্য এই কোম্পানিকে মনোনীত করেছে। বর্তমানে কোম্পানির ৫টি ইউনিট থেকে ছাপা সংক্রান্ত কাজ হয়ে থাকে।

এর সম্পূরক সংস্থা ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড (WBTBCL) প্রতি বছর ৬টি ভাষায় ৪০০ শিরোনামে প্রায় ১০ কোটি পাঠ্যপুস্তক এবং ৪ কোটি খাতা তৈরি করে। সারা রাজ্যের ২০০০-এর উপর কেন্দ্রে এই খাতা ও বই সরবরাহ করা হয়।

পরিষেবা

৩.৪৩ পর্যটন

রাজ্যের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পর্যটনের উন্নতিসাধন করতে কলকাতা কানেক্ট ২০২০ নামে দুটি অত্যাধুনিক দোতলা বাস রাজ্য সচিবালয় থেকে গত অক্টোবর ২০২০-তে চালু করা হয়েছে। এই বাস যাত্রায় যে যে স্থানগুলি দেখানো হবে তা হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ফোর্ট উইলিয়ম, সেন্ট জন্স চার্চ, ওল্ড কারেন্সি বিল্ডিং, ডালহৌসি স্কোয়ার, GPO, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল, ইডেন গার্ডেনস এবং প্রিন্সেপ ঘাট সহ অন্যান্য অঞ্চল।

WBTDCL দ্বারা আয়োজিত ১৪টি টুরিস্ট লজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি করা হয়েছে যেখানে লোক প্রসার প্রকল্পের (LPP) লোকশিল্পীরা নানা ধরনের লোকশিল্প ও কৃষ্টি তুলে ধরে দর্শকদের আনন্দ দান করেছে। এরফলে স্থানীয় লোকশিল্পী ও সংস্কৃতি কর্মীদের উপার্জনের ব্যবস্থা করেছে।

২০২০-২১-এর ১৫ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৩৬ লক্ষ টাকার 'হোমস্টের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে মোট নথিভুক্ত হোমস্টে কেন্দ্রের সংখ্যা ২৯৬টি।

রাজ্য সরকার দুর্গাপূজাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পর্যটন তালিকার কেন্দ্রবিন্দুতে আনতে প্রয়াসী। দুর্গাপূজা ইন্ডিয়া টুডে গ্রুপ তাদের 'ইন্ডিয়া টুডে ট্যুরিজম সার্ভে অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ড ২০২০' অধীনে ফেস্টিভ্যাল ডেস্টিনেশন হিসাবে সেরা পুরস্কার লাভ করেছে।

'আহরণ', রাজ্যের সর্বপ্রথম আতিথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে ৩য় শিক্ষাবর্ষ শুরু করেছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬০ থেকে বাড়িয়ে ১৮০ করা হয়েছে।

৩.৪৪ তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন

২০২০-র ২৪ মার্চ দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা হওয়ার পরপরই তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ ২৫ মার্চ থেকেই ২৪x৭ ঘণ্টাব্যাপী কোভিড-১৯ হেল্পলাইন চালু করেছে এবং রাজ্যের ৮০টিরও বেশি IT/ITeS কোম্পানিগুলিকে ব্যবসা চালু রাখার জন্য রাজ্য সরকারের আইন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ব্যবসায়িক পরামর্শ, সহযোগিতা ইত্যাদি দিচ্ছে।

DOIT & E 'কর্মভূমি'নামক প্রকল্পের মাধ্যমে ছাঁটাই হওয়া দক্ষ মানুষদের পুনর্বাসন দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্যের IT/ITeS গুলিতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দক্ষতা উন্নয়নমূলক সার্টিফিকেট কোর্সে এদের নিয়োগ করছে, যাতে এরা সম্ভাব্য নিয়োগকর্তাদের সাথে যুক্ত হতে পারে। এখনও পর্যন্ত এই পোর্টালে ৪২,৯৫০টির মতো আবেদন উচ্চ পর্যায়ের দক্ষতাবিশিষ্ট AI-ML, ব্লক-চেন, সাইবার সুরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নথিভুক্তি চলছে এবং ৩৭০ জন নিয়োগকর্তা নথিভুক্ত হয়েছে। ৮,০০০-এরও বেশি আবেদনকারী নিয়োগপত্র পেয়েছে। 'অনলাইন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট'-এর মাধ্যমে ৯টি ওয়ার্কশপ, ৫টিরও বেশি ওয়েব সেমিনার এবং বেশ কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে ৮,০০০ এরও বেশি উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে।

DOIT & E 'সেলফ স্ক্যান'নামে একটি অ্যাপ-এর সূচনা করেছে, যেখানে ডিভাইসের মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের ডাটা থাকবে। এখনও পর্যন্ত Google Play, I0s এবং Amazon Play-র মতো বিভিন্ন অ্যাপ স্টোরের মাধ্যমে ১.২ লক্ষেরও বেশি তথ্য ডাউনলোড করা হয়েছে। সাইবার সুরক্ষা কেন্দ্র-র (CS-CoE) ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ, ২০২০-র ডিসেম্বরে ভারত সরকারের 'বেস্ট সিকিউরিটি প্র্যাকটিসেস ইন গভর্নমেন্ট সেক্টর'(DSCI Excellence Award, 2020) পুরস্কার অর্জন করেছে।

২০১০-১১ বর্ষে তথ্যপ্রযুক্তি সফ্টওয়্যার এবং তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবায় মোট রপ্তানি মূল্য ছিল ৮,৩৩৫ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ বর্ষে এই রপ্তানি মূল্য ২২১ শতাংশ বেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে ২৬,৮০০ কোটি টাকায়।

রিলায়েন্স কর্পোরেট আইটি পার্ক, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, ফাস্ট-সোর্স সল্যুশন লিঃ, ইন্ডো-জাপান হরোলজিকাল প্রাঃ লিঃ, বিক্রম সোলার, এয়ারটেল প্রভৃতি ২০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠানকে ১০০ একর প্লট বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালিতে বণ্টন করা হয়েছে। বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি আশা করছে যে আগামী ৫ বছরে এক্ষেত্রে ৪,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ আসবে, যার দ্বারা তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ৫০,০০০ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

ওয়েবেল ফুজিসফ্ট ভারা সেন্টার অফ এক্সিলেন্স, ন্যাশকম 10K স্টার্টআপ, ওয়েবেল-বিসিসি অ্যান্ড আই টেক ইনকিউবেশন সেন্টার প্রভৃতি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং নতুন স্টার্টআপদের জন্য প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং ইনকিউবেশন সহায়তা প্রদান করেছে।

৩.৪৫ উপভোক্তা বিষয়ক

বিভাগীয় উদ্যোগে ৩,৬০০টিরও বেশি উপভোক্তা সচেতনতার জন্য বিভিন্ন ক্যাম্প, সেমিনার, পথনাটক, ম্যাজিক শো, কথা বলা পুতুল প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমের দ্বারা পরিচালনা করা হয়েছে। রাজ্যের আঞ্চলিক অফিস ও সমস্ত প্রধান কার্যালয় থেকে এবং রাজ্য উপভোক্তা হেল্পলাইন-এর মাধ্যমে WBRTPS অ্যাক্ট ২০১৩ সম্বন্ধে সচেতনতা ও কনজিউমার কাউন্সেলিং-এর কর্মসূচি কার্যকর করা হয়েছে। ৮৪০টি কনজিউমার ক্লাব গঠন করে রাজ্যের উপভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০২০-২১ সালের জানুয়ারি মাসে পার্কসার্কাস ময়দানে উপভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ক্রেতা সুরক্ষা মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ২০২০-২১ সালে এই বিভাগের লিগাল মেট্রোলজি উইং ৮৪টি অভিযান চালিয়ে ৩১টির মতো জিনিস বাজেয়াপ্ত করেছে। এরমধ্যে থেকে ২০৬৯টি অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর দিনাজপুর এবং উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাটে জেলা অফিসসহ অন্যান্য অফিস লিগাল মেট্রোলজি ল্যাব ও বিভিন্ন উপভোক্তা ফোরামের একত্রীভূতকরণের জন্য এই জেলাগুলিতে 'ক্রেতা সুরক্ষা ভবন' নামে একটি করে ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়াও বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদেও এরূপ ভবন তৈরি হচ্ছে। মালদা, নদিয়া, দক্ষিণ দিনাজপুর, বীরভূম ও পুরুলিয়াতেও ভবন তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত রাজ্যের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উপভোক্তা ভেজাল প্রতিরোধ কমিশন-এর ৫টি বেঞ্চ কাজ করছে। এরমধ্যে ৩টি কলকাতায় এবং ১টি শিলিগুড়িতে ও অন্যটি আসানসোলে খোলা হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষের (২০২০-২১) রাজ্য কমিশন ১,৮২,৫৫৩টি মামলার মধ্যে ১,৬৩,৫৮৪টি মামলার ফয়সালা করেছে।

পরিবেশবান্ধব আর্থিক প্রকল্পে সহায়তা

৩.৪৬ পরিবেশ

পরিবেশ বিভাগ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (WBPCB)-এর অধীনে প্রচণ্ড ঝড় 'আমফানে'র প্রভাবে কলকাতা শহরের উপড়ে পড়া গাছপালার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সামাল দিতে সবুজায়নের লক্ষ্যে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা নিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ১০,০০০ মতো চারাগাছ লাগানো হয়েছে। এছাড়াও স্যাটেলাইট শহর রাজারহাট নিউটাউনে ৪,০০০ হাজারের মতো চারাগাছ বসানোর কাজ শুরু হতে চলেছে।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বিভিন্ন জায়গায় কাঠ ও কয়লার চুল্লি বা উনানের বদলে LPG স্টোভ প্রচলনের ব্যবস্থা করছে। কলকাতা ও হাওড়া অঞ্চলের রাস্তার পাশের খাবার প্রস্তুতকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ও খাওয়ার জায়গাগুলোতেও LPG স্টোভ, উনানের বণ্টন করা হচ্ছে।

বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় 'ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন ম্যানেজমেন্ট' প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ধাপায় জড়ো হওয়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ আরম্ভ করে এবং এই কাজ ২০২০-র মার্চে শেষ হয়।

যানবাহনের দূষণের ফলে সৃষ্ট বায়ুর দূষণ কমিয়ে আনার জন্য পর্ষদ ৪০টি ওয়াটার স্প্রিঙ্কলার গাড়ির ব্যবস্থা করেছে। এই গাড়ি থেকে জল ছিটিয়ে কলকাতা, হাওড়া, বিধাননগর, দক্ষিণ দমদম, ব্যারাকপুর এবং শিলিগুড়ি শহরের রাস্তার ধুলো নিবারণের কাজ চলছে। একইরকমভাবে ফায়ার টেন্ডার-এ স্প্রিঙ্কলার ব্যবস্থার মাধ্যমে ধাপা এবং প্রমোদনগর মিউনিসিপ্যাল-এ বর্জ্য প্রদাহের জন্য বায়ুদূষণ কমাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ৭৯টি জায়গায় পরিবেশে নিয়মিত বায়ুদূষণ পরিমাপ করা হয়। রাজ্যের ১৩৭টি স্থানে ভূ-পৃষ্ঠের জলের গুণমান পরিমাপ করার কাজ চলছে।

'জল ধরো জল ভরো' কর্মসূচির অধীনে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম ও ঝাড়গ্রাম জেলার ২৫টি স্কুলে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়েছে।

অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে ২১১টি সৌরবিদ্যুৎ গ্রিড কানেকশন প্ল্যান্ট বসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র পর্ষদ (WBBB) রাজ্যের বিভিন্ন জেলার গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলাপরিষদে এবং আরবান সেক্টরে বায়োডায়ভারসিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি (BMCs) গঠনের কাজ শুরু করেছে।

৯০ শতাংশের অধিক বায়োডায়ভারসিটি কমিটিগুলি ২০২০'র নভেম্বরের মধ্যে ৩,৫৬৬টি PBR তৈরি করছে।

কোচবিহারের বাণেশ্বর শিবদিঘির ব্ল্যাক সফটশেল কচ্ছপ থাকা জলাশয়টি বায়োডায়ভারসিটি হেরিটেজ সাইট বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

রাজ্য কোস্টালজোন ম্যানেজমেন্ট অথোরিটি, ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজ, ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট-এর যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের উপকূলীয় অঞ্চলগুলির নিয়ন্ত্রণ, জমির ব্যবহার, জমির চরিত্র ইত্যাদি নিয়ে ম্যাপ তৈরি করেছে। গত জুলাই ২০২০-তে ভারত সরকারের MOEF & CC-এর দ্বারা উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা (CZMP) অনুমোদন লাভ করেছে। এরফলে IESWM পূর্বের ২০১৯-এর CRZ বিজ্ঞপ্তির থেকে বর্তমানের CZMP অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উন্নয়নের কাজে হাত দিয়েছে। পূর্ব কলকাতার জলাজমিগুলির উন্নতির পরিকল্পনা ২০২১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার চলতি অর্থবর্ষে সারা রাজ্যে ১২টির মতো বায়োডায়ভারসিটি পার্ক গড়ে তুলেছে।

৩.৪৭ অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস

এটি একটি নতুন প্রশাসনিক বিভাগ যেটা আগে Power & NES বিভাগের অধীনে ছিল।

WBREDAএর প্রধান কাজ হল সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে সৌরবিদ্যুৎ (PV) উৎপাদনের গ্রিড বসিয়ে, বিদ্যুৎ তৈরি করা।

রাজ্যের ১৭০০টি স্কুলে PV সিস্টেমে গ্রিড বসিয়ে সৌরবিদ্যুৎ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (WBPCB) এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক শক্তি উন্নয়ন নিগম (WBGEDCL) এর যৌথ উদ্যোগে ১৪০টি স্কুলের ছাদে 5 KWP PV গ্রিড বসিয়ে সৌরবিদ্যুৎ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

৩.৪৮ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি

রাজ্য সরকারের অধীনে ৫০০টির মতো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প বর্তমানে শুরু হয়েছে। এছাড়াও ২০২০ সালেই ৪৮টি প্রকল্প চালু হয়েছে। যাতে করে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারপোষিত সংস্থায় সর্বব্যাপী বিজ্ঞানমূলক গবেষণা প্রসার লাভ করে। মূলত কৃষি, রসায়ন বিজ্ঞান, প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, পরিবেশ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

পদ্ধতিগত সরলীকরণের দ্বারা প্রকরণগত স্বচ্ছতা এবং উন্নত পরিচালন ব্যবস্থার জন্য 'বিজ্ঞানসাথী' অন-লাইন পোর্টাল চালু হয়েছে।

কলকাতা বায়োটেক পার্ক স্থাপন করে জৈবপ্রযুক্তি শিল্পের লগ্নি বাড়ানোর কাজ চলছে। এরফলে নতুন নতুন উদ্যোগগুলির উন্নয়ন, প্রসার, পরিকল্পনা, অর্থলগ্নি ও নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। পাঁচ বছর ধরে চলা এই প্রকল্পগুলিতে মোট ৪৬.৪৩ কোটি টাকা লগ্নি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জিও ইনফরমেটিক এবং রিমোট সেন্সিং-এর সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রকল্পগুলিতে স্থানীয় তথ্য সহায়তা দেওয়া শুরু হয়েছে। যেমন— (১) কৃষি বিভাগের মাধ্যমে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন উপগ্রহ তথ্যাদির সাহায্যে রাজ্যের অনাবাদী ধানী জমিকে চিহ্নিত (TRFA) করা (২) স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগের অধীনে রাজ্যের থানা ও তার অধিক্ষেত্রগুলির তথ্যাদি জি আই এস ম্যাপিং-এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা (৩) রবি মরশুমে রাজ্যের চিনাবাদামের উৎপাদন এলাকা তথ্যভুক্ত করা (৪) রাজ্যের উপকূলীয় অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ আঞ্চলিক গোষ্ঠী প্রবাহমানতা এবং সেখানকার জৈব প্রাকৃতিক চরিত্র নির্ধারণ এবং (৫) পার্বত্য হিমালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার জাতীয় মিশন।

পেটেন্ট ইনফরমেশন সেন্টার (PIC) তৈরির মাধ্যমে পেটেন্ট তথ্য সংক্রান্ত ৪০টি নথি যাচাই এবং ২৯টি পেটেন্ট নথিভুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে ৯টি কোভিড-১৯ সংক্রান্ত। উপরোক্ত নথিগুলির ৫টি আবার কপিরাইট প্রাপ্ত এবং ৩টি ট্রেডমার্কভুক্ত হয়েছে।

■ এগারো পাতায়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মুখ্যমন্ত্রীর নবদিশা

■ দশের পাতার পর

বাজেটে কল্যাণমূলক কর্মসূচি

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার প্রস্তাব :

(১) তপশিলি জাতি, আদিবাসী ও দুঃস্থ মানুষদের জন্য ১০০টি নতুন ইংরাজি মাধ্যম স্কুল।

রাজ্যে নতুন করে সার্বিকভাবে শিক্ষার উন্নতির জন্য যে সমস্ত এলাকায় তপশিলি জাতি, আদিবাসী এবং দুঃস্থ গরীব মানুষের সংখ্যা বেশি সেইসব অঞ্চলে **আগামী ৩ বছরের মধ্যে ১০০টি ইংরাজি মাধ্যম স্কুল শুরু করা হবে।**

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(২) অলচিকি ভাষার জন্য ৫০০টি নতুন স্কুল ও ১,৫০০ প্যারাটিচার নিয়োগ।

আমাদের রাজ্যে অলচিকি ভাষাভাষী মানুষ অনেকে আছেন। আগামী ৫ বছরে অলচিকি ভাষায় পঠন-পাঠনের জন্য আরও ৫০০টি নতুন স্কুল স্থাপন করা হবে এবং অলচিকি ভাষায় পড়ানোর জন্য ১,৫০০ প্যারাটিচার নিযুক্ত করা হবে।

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(৩) নেপালি, হিন্দি, উর্দু, কামতাপুরী, কুরমালি ভাষার জন্য ১০০টি নতুন স্কুল

আমাদের রাজ্যবাসীর মধ্যে নেপালি, হিন্দি, উর্দু, কামতাপুরী, কুরমালি ভাষাভাষী জনগণের সংখ্যাও অনেক। আগামী ৫ বছরে আমরা ওই সমস্ত ভাষার ১০০টি নতুন স্কুল স্থাপন করবো এবং ৩০০ প্যারাটিচার নিযুক্ত করা হবে।

আমি, এই বাবদ আগামী অর্থবর্ষে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(৪) চা বাগান এলাকায় সাদ্‌রী ভাষার জন্য ১০০টি নতুন স্কুল

চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের একটি বড়ো অংশের ভাষা সাদ্‌রী (Sadri)। এই ভাষায় পড়াশোনা করার সুযোগ সৃষ্টির জন্য আমরা চা বাগান এলাকায় **আগামী ৫ বছরে ১০০টি সাদ্‌রী ভাষার বিদ্যালয় স্থাপন করবো। এই ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য ৩০০ নতুন প্যারাটিচার নিযুক্ত করা হবে।**

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(৫) রাজবংশী ভাষার ২০০টি বিদ্যালয়কে সরকারি অনুমোদন

এখন আমাদের রাজ্যে প্রায় ২০০টি বিদ্যালয়ে রাজবংশী ভাষায় পড়াশোনা হচ্ছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, **রাজ্য সরকার এই সমস্ত বিদ্যালয়কে অনুমোদন দেবে এবং আর্থিকভাবে সাহায্য করবে।**

আমি, এই বাবদ আগামী অর্থবর্ষে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(৬) মাদ্রাসাকে সরকারি সাহায্য প্রদান

আমাদের রাজ্যে অনেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে। কিছু মাদ্রাসা আছে যা সরকারি অনুমোদিত কিন্তু আর্থিক সাহায্য পায় না (Government recognised un-aided)। **আমরা এইসব recognised unaided মাদ্রাসাগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবো।**

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(৭) তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য ২০ লক্ষ গৃহ নির্মাণ

আমাদের সরকার ইতিমধ্যেই অনেক গৃহহীন তপশিলি জাতি ও আদিবাসীদের পাকা বাড়ি নির্মিত করেছে।

আগামী ৫ বছরে তপশিলি জাতি ও আদিবাসী জনগণের স্থায়ী বসবাসের জন্য আরও নতুন ২০ লক্ষ গৃহনির্মাণ করা হবে। যত মাটির বাড়ি আছে আগে সেগুলি পাকা এবং সংস্কার করা হবে।

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(৮) কৃষকবন্ধুদের বর্ধিত আর্থিক সহায়তা— ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ টাকা এবং ন্যূনতম ২,০০০ থেকে ৩,০০০ টাকা

কৃষকবন্ধু প্রকল্পে কৃষক এবং নথিভুক্ত ভাগচাষীদের বার্ষিক অনুদান বর্তমানের **একর পিছু ৫,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে আগামী খরিফ মরশুমের জুন ২০২১ থেকে ৬,০০০ টাকা করা হবে।** এছাড়াও জমির পরিমাণ ব্যতিরেকে বাৎসরিক **ন্যূনতম অনুদান, কৃষক ও নথিভুক্ত ভাগচাষীদের ২,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩,০০০ টাকা করা হবে।**

আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছি, যাতে কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার টাকা এই রাজ্যের সমস্ত কৃষককে শীঘ্রই বণ্টন করা হয় এবং এই প্রকল্পের আওতায় এই রাজ্যের সমস্ত বর্গাদার অর্থাৎ ভাগচাষীদেরকেও আনার ব্যবস্থা করা হয়।

আমি, এই বাবদ আগামী অর্থবর্ষে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(৯) ১০ লক্ষ নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন ও ২৫ হাজার কোটি ঋণের ব্যবস্থা

আমি আনন্দের সঙ্গে 'মাতৃবন্দনা' নামে একটি নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করছি। এই কর্মসূচিতে আরও ১০ লক্ষ নতুন স্বনির্ভরগোষ্ঠী দুঃস্থ নারীদের নিয়ে গঠন করা হবে। এইসমস্ত গোষ্ঠীগুলিকে ব্যাঙ্ক থেকে— **মূলত কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলি থেকে আগামী ৫ বছরে ২৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।**

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(১০) নির্মাণ ও পরিবহণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

কোভিড-১৯ মহামারিতে আবাসন শিল্প ও পরিবহণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। **এইরকম প্রায় ৪৫ লক্ষ শ্রমিকদের সহায়তার জন্য 'বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা' প্রকল্পের মাধ্যমে এককালীন ১ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।**

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(১১) উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন

গত দশবছরে আমাদের সরকার উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করেছে। টালিগঞ্জ এলাকা এবং কলকাতার আশেপাশে যে এলাকাগুলি বাদ পড়ে গেছে যেমন - যাদবপুর, মুকুন্দপুর, বেহালাসহ সারা কলকাতা ও সারা রাজ্যে উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকায় সার্ভের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। জমির দলিলগুলি অধিবাসীদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। প্রথম ধাপে ৩০ হাজারেরও বেশি দলিল / পাট্টা বিলি করা হয়েছে। **ধাপে ধাপে ১.৫ লক্ষ উদ্বাস্তুদের জমির দলিল দেওয়া হবে। একইসঙ্গে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাস্তা, পার্ক, নিকাশি, আলো ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।**

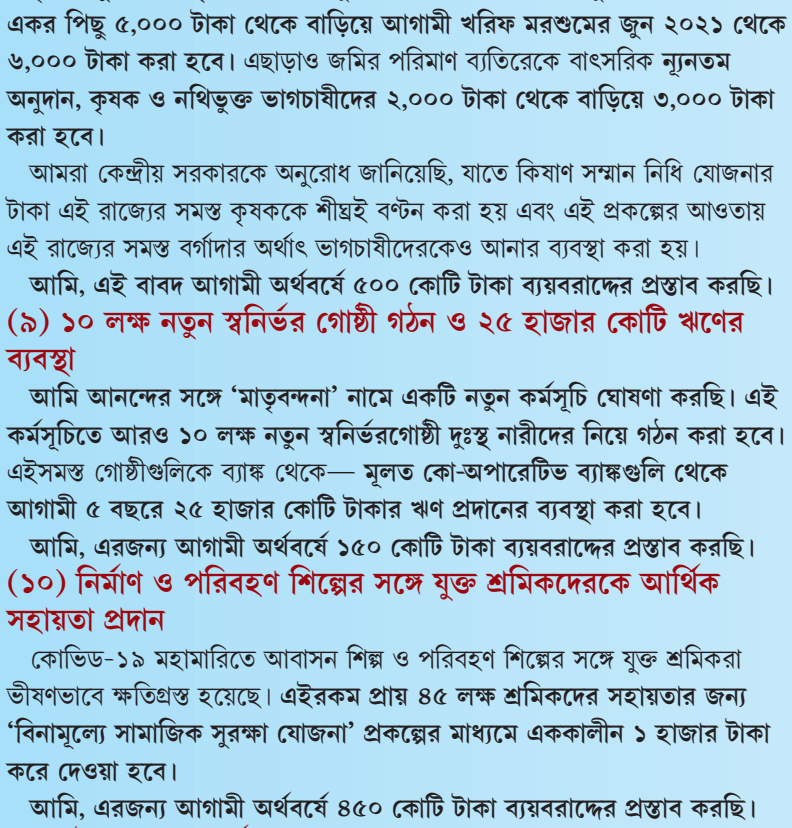

আমি, এই বাবদ আগামী অর্থবর্ষে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(১২) চা সুন্দরী প্রকল্প

আমাদের রাজ্যে ৩ লক্ষেরও বেশি স্থায়ী চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে একটি অংশের স্থায়ী পাকা বাড়ি নেই। আমাদের সরকার **'চা সুন্দরী'** প্রকল্প চালু করেছে। এরমধ্যেই ২০০ একরের উপর জমিতে এই কাজ আরম্ভ হয়েছে। ৪,৬০০ চা শ্রমিককে বাড়ি বণ্টনের চিঠি (Allotment letter) ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে।

আমরা চা বাগানগুলির কাছ থেকে দ্রুত জমির ব্যবস্থা করে আগামী ২ বছরের মধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ শেষ করবো।

আমি, এই বাবদ আগামী অর্থবর্ষে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(১৩) দেশনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সম্মানে আজাদ-হিন্দ স্মারক নির্মাণ

এবছর আমাদের প্রিয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সম্মানে তাঁর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী সূচনা রাজ্যব্যাপী পালিত হচ্ছে। নেতাজীর মতো দেশনায়কের স্মরণে তার যোগ্য কোনো স্মারক সরকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আজ অবধি নির্মিত হয়নি। আমরা নেতাজীর ১২৫তম জন্মবর্ষে তার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে রাজ্যের জনগণের পক্ষ থেকে নিউটাউনে **একটি আজাদ-হিন্দ স্মারক নির্মাণের প্রস্তাব রাখছি।**

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(১৪) প্রতিটি জেলায় জয়হিন্দ ভবন নির্মাণ

এছাড়া আমরা প্রতিটি জেলায় নেতাজীর 'জয়হিন্দ' ধ্বনিটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে একটি করে **'জয়হিন্দ'** ভবন নির্মাণ করবো, যেখানে তরুণ প্রজন্ম নেতাজীর জীবনের অনুপ্রেরণায় নিজেদের গঠন করতে পারবে। এই ভবনগুলি শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন সামাজিক কাজেও ব্যবহার করা যাবে।

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(১৫) কলকাতা পুলিশে 'নেতাজী ব্যাটালিয়ন' গঠন

আপনারা জানেন যে কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশে অনেক নতুন ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে। আমি প্রস্তাব রাখছি, কলকাতা পুলিশের **একটি ব্যাটালিয়ন নেতাজীর স্মরণে 'নেতাজী ব্যাটালিয়ন' নামে গঠন করা হবে।**

আমি, এই বাদ আগামী অর্থবর্ষে ১০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(১৬) নেতাজী রাজ্য যোজনা কমিশন

ভারতবর্ষে জাতীয় পরিকল্পনার কথা প্রথম বলেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যোজনা কমিশন তুলে দিয়েছেন। আমরা এবিষয়ে নেতাজীর অবদানের কথা স্মরণে রেখে রাজ্যে **একটি যোজনা কমিশন গঠন করব। এই কমিশনের নাম হবে নেতাজী রাজ্য যোজনা কমিশন।**

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(১৭) বিনামূল্যে রেশন ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা

কোভিড-১৯ মহামারির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কথা মাথায় রেখে আমরা আগেই ২০২১-এর ৩০শে জুন অবধি বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। **আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই বিনামূল্যের রেশন ব্যবস্থা জুন ২০২১-এর পরও চালু থাকবে।**

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(১৮) 'মা' প্রকল্পের অধীনে কমন কিচেন (রান্না করা খাবার)

এছাড়াও অত্যন্ত দুঃস্থ মানুষ যেন দু'বেলা খেতে পায়, সেজন্য **'মা' নামে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে যার মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় সকলের জন্য স্বল্পমূল্যে কমন কিচেন (রান্নাকরা খাবার) চালু করা হবে।**

আমি, এই বাবদ আগামী অর্থবর্ষে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(১৯) স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের ধারাবাহিকতা

পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে **রাজ্যের ১০ কোটি মানুষকে 'স্বাস্থ্যসাথী' এবং সরকারের অন্যান্য বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে।** এই প্রকল্পের একটি পরিবার প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা অবধি চিকিৎসা বিনামূল্যে এবং নগদ জমা ছাড়া বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পেতে পারে। **আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই প্রকল্প প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে চলবে এবং যারা পরে এই প্রকল্পে যোগ দিতে চান তারা যেকোনো সময়ে যোগ দিতে পারবেন। 'স্বাস্থ্যসাথী' কার্ড প্রতি ৩ বছর অন্তর রিনিউ করা যাবে।**

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(২০) 'দুয়ারে সরকার' ও 'পাড়ায় সমাধান' বছরে ২ বার

এই সরকার মানুষের কাছে বিভিন্ন পরিষেবা সুষ্ঠুভাবে পৌঁছনোর জন্য বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৫০০-এর মতো প্রশাসনিক সভা করেছে। আরও বেশি করে পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে দুটি অভূতপূর্ব প্রকল্প অর্থাৎ **'দুয়ারে সরকার'** ও **'পাড়ায় সমাধান'** চালু করেছি যার সাফল্য সম্বন্ধে আপনারা সবাই অবগত আছেন। **এই দুটি অভূতপূর্ব প্রকল্প প্রতি বছর দু'মাস ধরে হবে প্রথমটি আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ও দ্বিতীয়টি ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে।**

(২১) IAS ও IPS পরীক্ষার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা IAS, IPS-এ যাতে আরও সাফল্য পায় তার জন্য আমরা Administrative Training Institute (ATI)-এ একটি বিশেষ আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছি। **এই প্রশিক্ষণে প্রতিবছর ১০০ জন ছেলেমেয়েকে নেওয়া হবে যাদের থাকা, খাওয়া ও পড়াশোনার খরচ সরকার বহন করবে। এছাড়াও এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মাসিক একটি স্টাইপেন্ড (Stipend) দেওয়া হবে।**

আমি, এই বাবদ আগামী অর্থবর্ষে ১০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(২২) প্রতি ৩ বছর অন্তর ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে শিক্ষানবিশি

রাজ্যের যুবক-যুবতীদের চাকরির জন্য **'যুবশক্তি'** নামে একটি প্রকল্প চালু করা হবে। **এতে ১০,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে প্রতি বছর অন্তর নেওয়া হবে এবং তারা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে শিক্ষানবিশ (Internship) হিসাবে কাজ শেখার সুযোগ পাবেন। শিক্ষানবিশি শেষ হলে এদেরকে বিভিন্ন সরকারি কাজে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকরির সুযোগ দেওয়া হবে।**

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ২০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(২৩) 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পে দ্বাদশ শ্রেণির ৯ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে ট্যাব (Tab) প্রদান

আপনারা জানেন যে, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। ইতিমধ্যেই ৯ লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রীকে ১০ হাজার টাকা হিসাবে সাহায্য দেওয়া হয়েছে স্মার্ট ফোন, ট্যাব ইত্যাদি কেনার জন্য। **আগামী অর্থবর্ষ থেকে প্রতিবছর দ্বাদশ শ্রেণির ৯ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে একটি করে ট্যাব (Tab) দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের নাম আমরা দিয়েছি 'তরুণের স্বপ্ন'।**

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(২৪) পার্শ্বশিক্ষকদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি ও অবসরকালীন ৩ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য

আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে পার্শ্বশিক্ষক, সহায়ক, শিক্ষাবন্ধু, চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক, বিশেষ শিক্ষকদের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে ইতিমধ্যেই ২০১৮ সালে এঁদের পারিশ্রমিক (Remuneration) গড়ে ৪০ শতাংশের মতো বৃদ্ধি করেছি।

আগামী অর্থবর্ষ থেকে **এই বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রতি বছর ৩ শতাংশ হারে বর্ধিত পারিশ্রমিক পাবেন।** একইসঙ্গে তারা ৬০ বছর বয়স পার হওয়ার পর **৩ লক্ষ টাকা অবসরকালীন বার্ধক্য সহায়তা (Ex-gratia) হিসাবে এককালীন অর্থ পাবেন।**

আমি, এই বাবদ আগামী অর্থবর্ষে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(২৫) ৬০ বছরের উর্ধ্বে সমস্ত মানুষকে এবং ১৮ বছরের উর্ধ্বে সকল বিধবার পেনশন

জয়জোহর এবং **তপশিলি বন্ধু** প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্ত বয়স্ক তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষকে ও আদিবাসীকে পেনশন প্রদান করেছি। এছাড়া **মানবিক প্রকল্পের** মধ্যে সমস্ত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষকেও পেনশনের আওতায় এনেছি। বর্তমানে ৬০ লক্ষ বয়স্ক, বিধবা এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষকে আমরা পেনশন দিচ্ছি। এটি আমাদের দেশের মধ্যে একটি নজির। **আমরা বাংলার সমস্ত বয়স্ক (৬০ বছরের বেশি) এবং বিধবা (১৮ বছরের বেশি) মানুষজনকে পেনশনের আওতায় নিয়ে আসবো।**

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,০০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

■ বারোর পাতায়

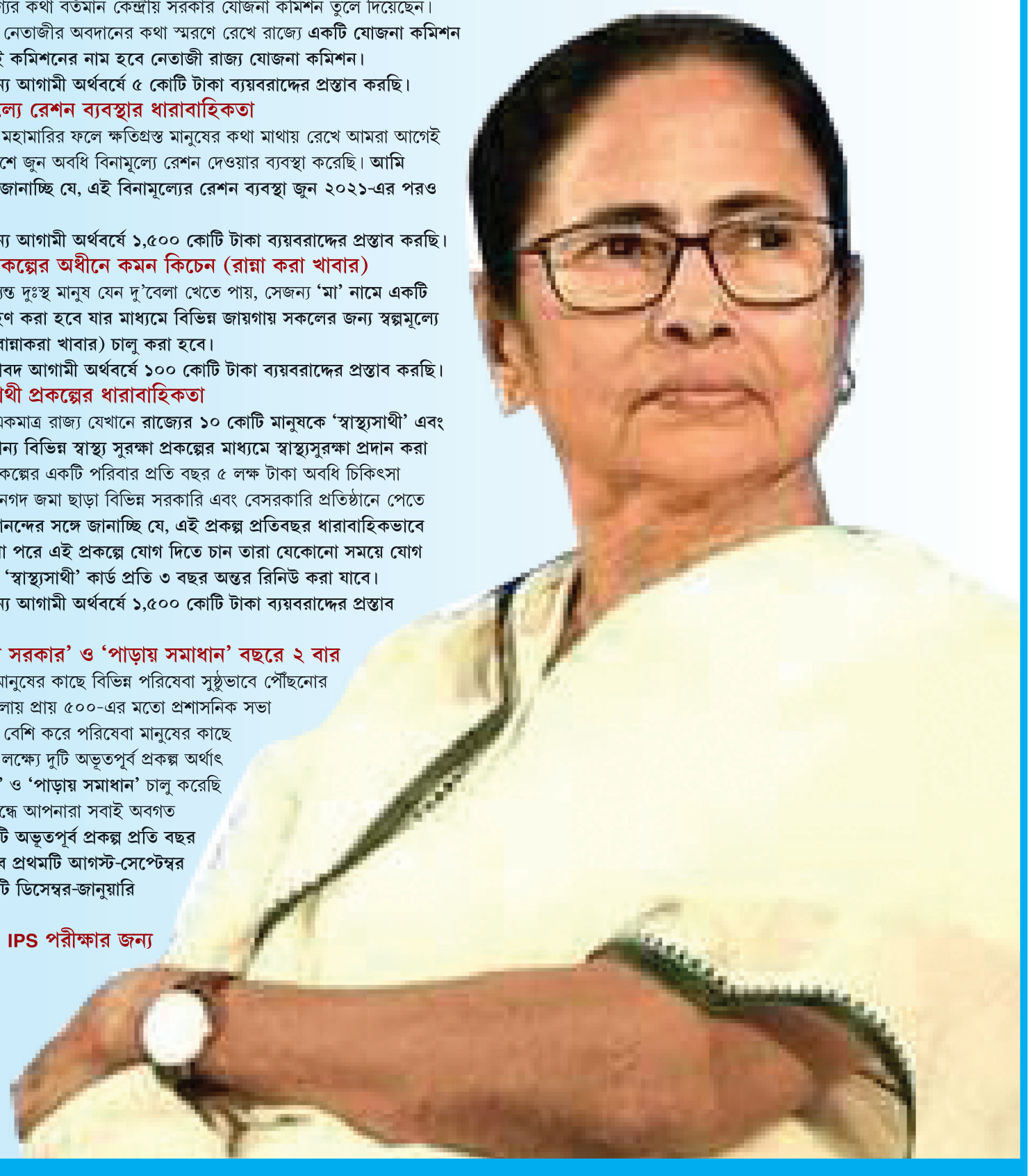

■ এগারো পাতার পর

বাজেটে কল্যাণমূলক কর্মসূচি

(২৬) বিভিন্ন উপাসনাস্থলের পরিচালকদের বিশেষ ভাতা

আমরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরা রক্ষায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপাসনাস্থল রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এইসব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরার প্রসারে সাহায্যের জন্য আমরা সাধারণ পুরোহিত, তপশিলি এবং আদিবাসীসহ সকল পুরোহিতদের মাসিক ভাতা দেওয়া ইতিমধ্যেই শুরু করেছি। **এখন জাহেরথান ও মাঝিথানের দরিদ্র মাঝিদের আগামী বছর থেকে প্রতিমাসে ১ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে।**

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পরিকাঠামো উন্নয়নে নতুন প্রস্তাব

(২৭) পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে ৪৬ হাজার কিলোমিটার নতুন গ্রামীণ রাস্তা

আপনারা জানেন যে, স্বাধীনতার পর থেকে ২০১১ সাল অবধি এরাজ্যে নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছিল কেবলমাত্র ২৯,৭০৬ কিমি.। ২০১১-এর পর থেকে আমাদের সরকার এই ক'বছরের মধ্যেই ৮৯,৫৭৪ কিমি. নতুন গ্রামীণ রাস্তা তৈরি করেছে। **আগামী ৫ বছরের মধ্যে আমরা ৪৬,০০০ কিমি নতুন গ্রামীণ রাস্তা তৈরি করবো, এরমধ্যে আগামী বছরে 'পথশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে ১০,০০০ কিমি নতুন গ্রামীণ রাস্তা তৈরি এবং সংস্কার হবে।**

আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা সমস্ত গ্রামীণ রাস্তাকে স্টেট হাইওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করবো।

আমি, এই বাবদ আগামী অর্থবর্ষে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(২৮) সড়ক যোগাযোগ :

রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়ার জন্য আমি একগুচ্ছ নতুন পরিকল্পনার প্রস্তাব রাখছি। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল আমাদের সমস্ত গ্রামীণ রাস্তাকে স্টেট হাইওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা এবং শহরাঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করা।

- **নন্দীগ্রামে হলদি নদীর উপর নন্দীগ্রাম ও হলদিয়ার মধ্যে একটি সংযোগকারী সেতু নির্মাণ করা হবে।**
- **কলকাতা থেকে বাসন্তি পর্যন্ত সড়কপথকে ৪ লেন-এ যুক্ত করা হবে।**
- **প্রগতি ময়দান Fire Station থেকে বানতলা অবধি এবং বানতলা থেকে ঘটকপুকুরের কাছে ঘোষপুর পর্যন্ত রাস্তা চওড়া করা হবে**
- **B.T. রোডের টালা থেকে ডানলপ পর্যন্ত এলাকা ৬ লেন বিশিষ্ট একটি ৫ কিমির উড়ালপথ নির্মাণ করা হবে।**
- **NH 34এর এয়ার পোর্ট গেট থেকে যশোর রোড এবং VIP রোড সংযুক্তিকরণের জন্য একটি উড়ালপথ তৈরি হবে।**

- **উল্টোডাঙা ও বাঙুর এভিনিউ-এর মাঝে ৩ কিমি একটি সংযোগকারী করিডোর তৈরি করা হবে।**
- **কলকাতা বাসন্তি সড়কপথে NH-117-উপর ঘাটপুকুরের ৪ লেনের রাস্তাটি বারুইপুর হয়ে আমতলা পর্যন্ত রাস্তাটির উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হবে।**
- **কোচবিহার জেলার বক্সিরহাট-জোড়াই রোড-এর রায়ডাক-১ নদীর উপর একটি দুই লেনের ৯.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ করা হবে।**
- **শিলিগুড়ি এবং দার্জিলিং ভায়া মিরিক সংযোগকারী পুরানো ব্রীজটির পরিবর্তে রাজ্য হাইওয়ে ১২ সংলগ্ন দুধিয়ার কাছে বালাসন নদীর উপর একটি ব্রীজ নির্মাণ করা হবে।**
- **রাজ্য হাইওয়ে ১৬-র উপর চ্যাংরাবান্দা-জামালদহ-মাথাভাঙা-কোচবিহার রাস্তাটি ৭৫ কিলোমিটার বাড়ানো হবে।**
- **জাতীয় সড়ক ৩১-এর কাছে বাতালবাড়ি থেকে ধানতলা পর্যন্ত ৬০ কিলোমিটার রাস্তাটিকে ২ লেনবিশিষ্ট চওড়া করা হবে।**
- **রুবি-কালিকাপুর উড়ালপুল নির্মাণ করা হবে, যেখানে পথচারীদের জন্য স্কাই ওয়াকও থাকবে।**
- **সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউতে 'মা' উড়ালপুল থেকে গুরুসদয় দত্ত রোড পর্যন্ত একটি উড়ালপুল নির্মাণ করা হবে।**
- **খিদিরপুরে ৭৫ বছরের পুরানো লোহার সেতুটির জায়গায় একটি নতুন সেতু নির্মাণ করা হবে।**
- **সোনারপুর-বানতলা রোড থেকে সোনারপুর চক্রবেড়িয়া রোডের উপরে উড়ালপুল নির্মাণ করা হবে।**
- **ই.এম. বাইপাস থেকে নিউটাউন পর্যন্ত উড়ালপথ নির্মিত হবে।**

এছাড়াও নিম্নলিখিত **প্রকল্পগুলিতে ফিজিবিলিটি সার্ভে** করানো হবে এবং যদি রিপোর্ট যথাযথ হয় তবে **এই সমস্ত প্রকল্পগুলির কাজ হাতে নেওয়া হবে —**

- **জীবনানন্দ সেতু থেকে টিপু সুলতান মসজিদের কাছে দেশপ্রাণ শাসমল রোড মোড় পর্যন্ত প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড বরাবর একটি উড়ালপথ**
- **উল্টোডাঙা থেকে পোস্তা বাজার পর্যন্ত উড়ালপথ**
- **পাইকপাড়া থেকে শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত উড়ালপথ**
- **রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড বরাবর গড়িয়া থেকে যাদবপুর পর্যন্ত উড়ালপথ**
- **পথচারীদের জন্য পার্কসার্কাস কানেক্টরে একটি স্কাইওয়াক**
- **মাঝেরহাট থেকে টালিগঞ্জ, যাদবপুর-গড়িয়া পর্যন্ত উড়ালপথ।**

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,৪৭৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(২৯) ওয়েস্ট বেঙ্গল হাইওয়ে অ্যান্ড ব্রিজ কর্পোরেশন (West Bengal Highway & Bridge Corporation) গঠন।

আমি প্রস্তাব রাখছি West Bengal Highway Corporation-টিকে পুনর্গঠিত করে West Bengal Highway & Bridge Corporation নামে নতুন কর্পোরেশন তৈরি করা হবে। রাস্তা তৈরি ছাড়াও যাদের দায়িত্ব থাকবে নতুন ব্রিজ/উড়ালপথ তৈরি এবং এগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ।

(৩০) সেচ ও জলপথ পরিবহণ

রাজ্যে **৩৭৩টি পুরানো** সেচ ও নিকাশি খালগুলির উপর **কাঠের সেতুর পরিবর্তে নতুন কংক্রিট সেতু** তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হবে।

আমি, এই বাবদ আগামী অর্থবর্ষে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(৩১) পর্যটন শিল্পে বিশেষ আর্থিক সহায়তা ও সুদ মকুব

কোভিড-১৯ অতিমারীতে ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আপনারা জানেন যে, বিভিন্ন সংস্থা ও বহু মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। এইসব সংস্থাগুলির পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাজ্য সরকার একটি পর্যটন সহায়ক প্রকল্প শুরু করছে। এরফলে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থা (রিসর্ট, হোটেল, হোম-স্টে, ভ্রমণ সহায়ক সংস্থা ইত্যাদি) এই প্রকল্পের আওতায় আসবে। **এই প্রকল্পে ৫০ হাজার থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দেওয়া হবে এবং সুদের ৫০ শতাংশ প্রথম বছরে রাজ্য সরকার বহন করবে।**

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ১০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এছাড়াও আমি জানাতে চাই যে পর্যটন ক্ষেত্রে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনসেনটিভ স্কিম-২০১৫' গত ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০-তে শেষ হয়েছে। আমি পর্যটন শিল্পে আরও উৎসাহ দিতে আগামী ৫ **বছরের জন্য একটি নতুন ইনসেনটিভ স্কিম** ঘোষণা করছি যেটি আগামী অর্থবর্ষ থেকে শুরু হবে।

(৩২) পরিবহণ ক্ষেত্রে রোড ট্যাক্স মকুব

কোভিড-১৯ মহামারির জন্য পরিবহণক্ষেত্র বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এদের কিছুটা সহায়তা দেওয়ার জন্য আমরা দেরিতে পারমিট নবীকরণের জন্য, ফিটনেস সার্টিফিকেট এবং গাড়ির চালকদের লাইসেন্স নবীকরণে দেরি হলে যে ফাইন লাগে তা ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। আরও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে, **আমি যাত্রী পরিবহণের সবরকম যানবাহনে রোড ট্যাক্স ১ জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ৩০ জুন, ২০২১ অবধি (২টি কোয়ার্টার) মকুব করার কথা ঘোষণা করছি।**

(৩৩) আঞ্চলিক যোগাযোগ

আমাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় ২০১১ থেকে ২০২০ পর্যন্ত কলকাতায় বিমান যাত্রী সংখ্যা প্রায় ৬৬ % বেড়েছে, বাগডোগরায় বেড়েছে ৩৫০ % এবং অন্ডালে বেড়েছে ১,৪১২%। উড়ানের সংখ্যায় কলকাতায় বেড়েছে ১১০%, বাগডোগরা বেড়েছে ১৮৬ % ও অন্ডালে বেড়েছে ২০০ %। **আগামী দিনে আমরা আঞ্চলিক বিমান যোগাযোগ স্বার্থে এবং মানুষের যাতায়াতের সুবিধার্থে বালুরঘাট, মালদা এবং কুচবিহার বিমানবন্দর থেকে উড়ান চলাচলের ব্যবস্থা কার্যকরি করতে সাহায্য করবো।**

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(৩৪) শিল্পায়নে বিশেষ প্রকল্প

দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে আমরা বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছি,

তাজপুর বন্দর : পূর্ব ভারতে শিল্পোন্নয়ন, রপ্তানি এবং পরিবহণের স্বার্থে পূর্ব মেদিনীপুরের তাজপুরে একটি গভীর সমুদ্রবন্দর গড়ে তোলা হচ্ছে। এই প্রকল্পের পরিকাঠামো উন্নয়নকার্যে প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকা খরচ হবে। **এরফলে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।**

(৩৫) অশোকনগরে গ্যাস উত্তোলন

আপনারা জানেন যে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে ONGC-র তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের একটি বিরাট প্রকল্প চালু হচ্ছে। এরফলে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন অনুসারী শিল্প এখানে গড়ে উঠবে। এরফলে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এবং এই অঞ্চল বাংলার এমন একটি শিল্পনগরীতে পরিণত হবে যা অচিরেই বিশ্বের শিল্পমানচিত্রে স্থান করে নেবে।

(৩৬) দেউচা-পাচামি থেকে কয়লা উত্তোলন

আপনারা অবগত আছেন যে এ রাজ্যের বীরভূম জেলার দেউচা - পাচামিতে ১টি বিরাট কয়লার মজুত ভাণ্ডার পাওয়া গেছে, এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কোল ব্লক। এই প্রকল্প খুব শীঘ্রই চালু হবে। **প্রথম দু'বছর শুধু সরকারি জমিতে কাজ হবে ও কোনো মানুষকে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হবে না।**

এই প্রকল্পগুলিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দক্ষ ও অদক্ষ হাজার হাজার শ্রমিক কাজের সুযোগ পাবেন। এরফলে শুধু বীরভূম জেলাই নয়, তার আশপাশের জেলা অর্থাৎ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, মুর্শিদাবাদ এবং অন্যান্য জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি আসবে। **এরফলে প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। যেসব ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে, সেখানে আলোচনার মাধ্যমে জমির দাম বাবদ বর্ধিত মূল্য ও তার সঙ্গে অতিরিক্ত আকর্ষণীয় মূল্য নির্ধারণ হবে, এছাড়া সরকারি চাকরির নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।**

(৩৭) রঘুনাথপুর ঃ পুরুলিয়া ঃ শিল্পনগরী ঃ

একদিকে ডানকুনি থেকে বর্ধমান-দুর্গাপুর হয়ে আসানসোল পর্যন্ত, অন্যদিকে বড়জোড়া-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর পর্যন্ত বিশেষ শিল্প করিডোর তৈরি করা হচ্ছে। **এই করিডোর রাজ্যের প্রথম শিল্পনগরী পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরে WBIDC'র ২,৪৮৩ একর জমির উপর গড়ে তোলা হবে। এই শিল্পনগরীকে আমরা নাম দিয়েছি 'জঙ্গল সুন্দরী কর্মনগরী'।**

এই প্রকল্পটি গড়ে ওঠার ফলে প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

আমি, এই বাবদ আগামী অর্থবর্ষে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(৩৮) অন্ডাল বিমানবন্দর

কলকাতা বিমানবন্দরে বিগত দিনগুলিতে যেভাবে উড়ানের সংখ্যা বেড়েছে সেই কথা মাথায় রেখে আমাদের রাজ্যে দ্বিতীয় একটি বিমানবন্দর করা অত্যন্ত জরুরি। সেই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে **আগামী ২ বছরের মধ্যে অন্ডাল**

বিমানবন্দরটিকে আন্তর্জাতিক উড়ান চলাচলের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। এরফলে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে বিশাল বিনিয়োগ হবে এবং প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

আমি, এরজন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(৩৯) বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি ও ফিনান্সিয়াল হাব

নিউটাউনে ২০০ একরের উপর জমিতে **বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি** প্রকল্পটি চালু হয়েছে। ২৪টি আই.টি. (IT) কোম্পানিকে ৭৯ একর জমি দেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রায় ১১,৩১৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ আসবে এবং এর মাধ্যমে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (TCS), ফার্স্ট সোর্স সলিউশন লিঃ-এর মতো কর্পোরেটরা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন আই.টি. কোম্পানিগুলি যেমন— Infosys, Wipro ইত্যাদি, এদের রাজারহাটে, ফিনান্সিয়াল হাবে ও অন্যান্য জায়গায় ইতিমধ্যেই জমি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নিউটাউনে Fintech hub তৈরি করেছি। **আমরা সিলিকন ভ্যালি ও ফিনান্সিয়াল হাবের ক্রমান্বয়ে প্রসার ঘটাব যাতে আরও নতুন নতুন বিনিয়োগ বাংলায় আসে।**

(৪০) শূন্যপদ পূরণ করার বিশেষ উদ্যোগ

২০১১ সালে আমরা যখন সরকারে আসি তখন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগসহ পুলিশ প্রশাসনে বহু শূন্যপদ খালি ছিল। আমরা সরকারে এসে গত ১০ বছরে ৪ লক্ষেরও বেশি শূন্যপদে নিয়োগ করেছি। বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগে ৫০,০০০ এবং পুলিশে ৬০,২৯১ পদ খালি আছে। আমি প্রস্তাব রাখছি যে **আগামী তিন বছরে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন বিভাগে এবং পুলিশ প্রশাসনের এই শূন্যপদগুলিতে নিয়োগ পর্ব সম্পূর্ণ করবো।**

(৪১) কর্মসংস্থান

সমগ্র বিশ্বজোড়া অর্থনীতি এবং আমাদের দেশেও অর্থনীতির যে মন্দা চলছে তা এককথায় অভাবনীয়। এরই মধ্যে আমাদের রাজ্য অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে চলেছে। বিভিন্ন শিল্পায়নের প্রকল্পের ফলে যেমন— ONGC-র তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন, দেউচাপাচামির কয়লা খনন এবং উত্তোলন, বিশেষ শিল্প করিডোর, সিলিকন ভ্যালিতে বিভিন্ন আই.টি এবং টেলিকম কোম্পানিগুলিতে কাজের সুযোগ, তাজপুর সমুদ্র বন্দরের জন্য, সিঙ্গুর অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, হাসিমারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক এবং অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং MSME পার্ক সহ পরিকাঠামো উন্নয়ন কার্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

'মাটির সৃষ্টি' পশ্চিমাঞ্চলের অনুর্বর পতিত জমির উপর উদ্যানপালন, মৎস্য চাষ, প্রাণীসম্পদ বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরির একটি অনন্য প্রকল্প। গত বছরে ১৩ হাজার একর জমির উপর প্রায় ১,৯৪২টি জায়গায় এই প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছিল। **আগামী বছরে আরও ১৪ হাজার একর জমির উপরে এই পরিকল্পনা করা হয়েছে যার ফলে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।**

বিগত ১০ বছরে ১০০ দিনের কাজে আমরা ৭.২৪ কোটি গ্রামের মানুষকে কাজ দিতে পেরেছি।

এবছরে **১০০ দিনের কাজে ১.১ কোটি গ্রামের মানুষকে কাজ দিয়ে সারা দেশের মধ্যে আমরা ১নং স্থান অর্জন করেছি। এটি একটি অনন্য নজির।**

আমি আরও জানাচ্ছি যে গত ১০ বছরে আমাদের সরকার ১ কোটি ১২.৫ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে।

আপনারা শুনে খুশি হবেন, যে বিশাল শিল্পাঞ্চল এবং পরিকাঠামো গড়ে ওঠার কথা আমরা বলেছি, তার ফলে **আগামী ৫ বছরের মধ্যে সরকারি, আধা সরকারি ও বেসরকারি স্তরে এবং স্বনিযুক্তিমূলক কর্মসংস্থানকে ধরে ১.৫ কোটি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।**

আমাদের এই সমস্ত প্রস্তাব বাস্তবায়িত করতে আগামী আর্থিক বছরের বাজেটে ১২,০৩০ কোটি টাকার সংস্থান করা হয়েছে।

■ তেরোর পাতায়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জনকল্যাণের বাজেট

কেন্দ্রের বাজেটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন এলআইসি, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক বিলগ্নীকরণের ঘোষণা করছেন, দেশের সম্পদ বেচে দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন, সেই সময় জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্য বাজেটে একটি 'কল্যাণকামী রাষ্ট্রের' প্রকৃত উদ্দেশ্যই ফুটে উঠেছে। জননেত্রী সারা দেশকে দেখিয়ে দিলেন সাধারণ মানুষের জন্য কীভাবে কাজ করতে হয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, পরিকাঠামো— সবক্ষেত্রেই জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্র তো বটেই, দেশের যে কোনও রাজ্যকে টেক্কা দিয়েছেন। তবে বিশেষ নজর কেড়েছে তাঁর সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি। 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পে কৃষক ও নথিভুক্ত ভাগচাষিদের একরপিছু বার্ষিক অনুদান ৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬ হাজার টাকা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ন্যূনতম অনুদান ২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা করা হয়েছে। 'মাতৃবন্দনা' প্রকল্পের আওতায় ১০ লক্ষ নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হবে এবং মূলত সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আগামী ৫ বছরে তাঁদের জন্য ২৫ হাজার কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া 'মা' নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু করবে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পের আওতায় স্বল্পমূল্যে কমন কিচেন চালু করা হবে। মোট ১ হাজার ৫৮৫টি হাসপাতালে 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া যাবে। আগামী দিনেও প্রতি বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে এই প্রকল্প চলবে। পরে যাঁরা যোগ দিতে চান তাঁরা এতে যোগ দিতে পারবেন। প্রতি ৩ বছর অন্তর স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পুনর্নবীকরণ করা যাবে। 'যুবশক্তি' নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু হতে চলেছে রাজ্যে। এর আওতায় প্রতি ৩ বছর অন্তর ১০,০০০ ছাত্রছাত্রীকে ইন্টার্ন হিসেবে বিভিন্ন সরকারি দফতরে নিয়োগ করা হবে। ইন্টার্নশিপ শেষ হলে বিভিন্ন সরকারি দফতরে চাকরির ক্ষেত্রে তাঁরা অগ্রাধিকার পাবেন। এবার থেকে প্রতি বছর দ্বাদশ শ্রেণির ৯ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে ট্যাব দেবে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'তরুণের স্বপ্ন'। ২০২১ সালের জুন মাসের পরেও রাজ্যে বিনামূল্যে রেশন পরিষেবা চালু থাকবে বলে বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে। করোনা অতিমারীর পিছু ধরে আসা লকডাউনে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ আর্থিক সমস্যায় পড়েন। তাঁদের জন্য গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেন জননেত্রী। জাহেরথান ও মাঝিথানের দরিদ্র মাঝিদের আগামী বছর থেকে প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা করে ভাতা দেবে রাজ্য সরকার। এবার থেকে বছরে তিন শতাংশ হারে বাড়বে পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন। একইসঙ্গে পার্শ্বশিক্ষকদের জন্য এককালীন অবসরকালীন ভাতা। ৬০ বছর পূর্ণ হলে এবার থেকে পার্শ্বশিক্ষকরাও পাবেন অবসরকালীন ভাতা। আগামী ৩ বছরে তফশিলি জাতি, আদিবাসী ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য ১০০ নতুন ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। অলচিকি ভাষায় পঠনপাঠনের জন্য ৫ বছরে ৫০০ নতুন স্কুল নির্মাণের প্রস্তাব ও ১,৫০০ প্যারা টিচার নিয়োগ। নেপালি, হিন্দি, উর্দু, কামতাপুরি ও কুড়মালি ভাষায় পঠনপাঠনের জন্য আগামী ৪ বছরে ৫০০ নতুন স্কুল। নিয়োগ করা হবে ৩০০ প্যারাটিচার। সাদরী ভাষায় ৫ বছরে ১০০টি নতুন স্কুল তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বাজেটে। রাজবংশী ভাষার ২০০ স্কুলকে সরকারি অনুদান। স্বীকৃত কিন্তু সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত নয়, এমন মাদ্রাসাগুলিকে আর্থিক সহায়তা। নরেন্দ্র মোদির সরকার রাজ্যের প্রাপ্য দেওয়া নিয়ে আরও বেশি করে সংঘাতে নেমেছে। আসলে মোদির সরকার কোনওভাবেই চায় না বাংলার উন্নতি। বাংলার উন্নতি ঠেকাতেই তারা অন্যায় বঞ্চনায় নেমেছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে রাজ্যের উন্নয়নে কোনও কাজই করা সম্ভব হত না, যদি না তিনি রাজ্যের আয় বাড়াতে সক্ষম হতেন। কর ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যের আয় বাড়িয়ে জননেত্রী উন্নয়নের কাজে গতি আনতে পেরেছেন। জননেত্রীর নেতৃত্বে আজ বাংলায় সামাজিক ক্ষেত্র ও পরিকাঠামোয় ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। এই বাজেটে সেই উন্নয়নের ধারা বজায় রাখারই বাজেট।

বাংলায় শান্তি ও উন্নয়নের স্বার্থে তৃণমূলকে ভোট দিন

তীর্থ রায়

গত দশ বছরে বাংলার যে উন্নয়ন হয়েছে তা অতীতে শুধু এই রাজ্যেই নয়, গোটা দেশেই দেখা যায়নি। এই অতিমারীর মধ্যে গোটা দেশ যখন এক চরম আর্থিক সংকটে তখন কিছুটা হলেও স্বস্তিতে এই রাজ্যের মানুষ। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যানেই দেখা যাচ্ছে, গোটা দেশে বর্তমান বছরে আর্থিক সংকোচন ঘটতে চলেছে ৭.৭ শতাংশ। একমাত্র বাংলাতে এই পরিস্থিতিতেও বর্তমান বছরে আর্থিক বৃদ্ধি ঘটতে চলেছে ২.৭ শতাংশ। করোনা পরিস্থিতিতে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মাত্র চার ঘণ্টা সময় দিয়ে লকডাউন ঘোষণা করে মানুষের উপর অশেষ দুর্ভোগ নামিয়ে এনেছিলেন, তখন একমাত্র বাংলাতেই মানুষকে কিছুটা ভরসা দিতে পেরেছেন জননেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অতিমারীতে আমরা যে সংকট অনেক দ্রুত সামলে নিতে পারলাম, তা সাক্ষ্যবহন করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের দশ বছরের উন্নয়নমূলক কাজের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র দশ বছরের মধ্যে রাজ্যের অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে পেরেছেন বলেই লকডাউনের দুর্ভোগ আমরা সহজে অনেকটাই কাটাতে সক্ষম হয়েছি।

বিধানসভা ভোট আর মাত্র দু'মাস দূরে। রাজ্যবাসী যে ফের তৃণমূলকেই বিপুল ভোটে জিতিয়ে আনবেন, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ২০২১-এ তৃণমূল বিধানসভা ভোটে ২২১টি আসন জিতবে। ২০১৬ সালে তৃণমূল ২১১টি আসনে জিতেছিল। এবার যে আসন সংখ্যা আরও বাড়বে তা প্রচারপর্বের গোড়াতেই স্পষ্ট হচ্ছে। তৃণমূলের সভাতে যেরকম জনসমাগম ঘটছে, তাতে স্পষ্ট রাজ্যে বিরোধী বলে কারও অস্তিত্বই থাকবে না। বিজেপির দিল্লির নেতারা গোটা রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু কোথাও তাদের সভাতে লোক জমছে না। সবাই দেখেছে, ঝাড়গ্রামে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি সভায় লোক না দেখে ভাষণ না দিয়েই ফিরে গিয়েছেন। একই অবস্থা অন্য নেতাদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। এমনকী, হলদিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সভাতেও মাঠের সিংহভাগ ছিল ফাঁকা। মানুষ যে বিজেপিকে কোনওরকম গুরুত্ব দিচ্ছে না, তা প্রচারের এই গোড়াতেই জলের মতো পরিষ্কার। গতবার এই গেরুয়া দল তিনটি আসনে জিততে পেরেছিল। এবারও তাদের এর চেয়ে খুব বেশি এগোনো সম্ভব হবে না। বাম-কংগ্রেসের তো খাতা খোলাই সংশয়ের মধ্যে।

মানুষের তৃণমূল ও জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি এই অগাধ আস্থা এমনি এমনি হয়নি। জননেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী তাঁর লাগাতার কাজের মধ্যে দিয়ে জনগণের হৃদয় এতটাই বিরাট জায়গা দখল করে নিয়েছেন যে সেখানে অন্য কোনও দলের পৌঁছনই সম্ভব নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার হল এমন একটি সরকার, যারা দশ বছর রাজ্য শাসন করেও এমন একটা নীতিও গ্রহণ করেনি, যাকে জনবিরোধী বলা যেতে পারে। এই সরকার মানুষের দাবি-দাওয়া গণ-আন্দোলনের উপর একবারও দমনপীড়ন চালায়নি। এই সরকার দশ বছরে এত সংখ্যক জনপ্রিয় নীতি গ্রহণ করেছে যা দেশের কোনও সরকার গ্রহণ করতে পারেনি। লাগাতার দশ বছর ধরে জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রে এই সরকার দেশের সমস্ত পুরস্কার জিতেছে। এমনকী, রাষ্ট্রসংঘ এই সরকারের কন্যাশ্রী ও সবুজসাথী প্রকল্পকে পৃথিবীর সেরা প্রকল্প ঘোষণা করেছে। মাত্র দশ বছরে এইরকম কৃতিত্ব দেশের কোনও রাজ্যে কোনও সরকার অর্জন করতে পারেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃত অর্থে একটি জনগণের সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সরকারের সমস্ত কাজ জনকল্যাণে পরিচালিত হয়েছে। একটি শিশুর জন্মমুহূর্ত থেকে সরকার তার পাশে। গরিব মানুষের জন্য সরকারি প্রশাসনকে ব্যবহার করে কত কাজ করা যায়, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বশেষ যে বাজেটটি তিনি বিধানসভায় পাঠ করেছেন, সেখানেও সমস্ত রাজ্যবাসীর জন্য পেনশনের কথা জানিয়েছেন। যা এক বিপুল স্বস্তি এনে দিয়েছে মানুষের মধ্যে। এই বাজেটে তিনি সস্তায় খাবার দেওয়ার জন্য কমন কিচেনের কথা ঘোষণা করেছেন। কয়েকদিন আগে তিনি ৭২ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের সূচনা ঘটিয়েছেন। আগামি দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রকল্পগুলি রাজ্যের অর্থনীতিকে আরও বড় পরিবর্তন আনবে। বাম আমলে এই রাজ্যে মানুষের অনাহারে মৃত্যু ঘটত। গত দশ বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার চলার পর কেউ দেখাতে পারবেন না, এই রাজ্যে কোনও মানুষ অনাহারে রয়েছেন। সরকারি হাসপাতাল তিনি আগেই ফ্রি করে দিয়েছিলেন। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের পর রাজ্যের সমস্ত মানুষের কাছে উন্নত বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসাও সুলভ হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি মানুষ ৫ লক্ষ টাকার নিশ্চিত চিকিৎসার আওতায় চলে এসেছে। রাজ্যবাসী যে আগামি ভোটে ফের উজাড় করে সমর্থন দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে নিজেদের সুযোগ-সুবিধাকে সুনিশ্চিত করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কেন্দ্রে এত নিষ্ঠুর সরকার আগে দেখিনি : মুখ্যমন্ত্রী

জাগো বাংলা নিউজ : 'আমিই ফিরছি'।

বাংলার আপামর জনগণের স্নেহ ভালবাসায় আত্মপ্রত্যয়ী জননেত্রি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভা অধিবেশনের শেষ দিন দৃততার সঙ্গে একথাই জানিয়ে দিলেন। বললেন, "আমি সবসময় আত্মপ্রত্যয়ী। আমিই ফিরছি। আই উইল বি ব্যাক।" রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে মানুষের জন্য কাজের সুবাদে ২০২১-এ ফের রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে চলেছে মা মাটি মানুষের সরকার। আর তার আগে বিধানসভায় শেষ দিন ছিল বাজেটের জবাবি ভাষণ। সেই পর্বে বিরোধীদের প্রশ্নের মুখে মুখ্যমন্ত্রী তথা বাংলার জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মা মাটি মানুষের সরকারের অর্থসংস্থানের প্রসঙ্গ টেনে বলেন "এত নির্দয় কেন্দ্রীয় সরকার দেখিনি। এত নির্দয়, এত নিষ্ঠুর। বাংলার নির্বাচন এসেছে বলে হঠাৎ সবাই বাংলাকে টার্গেট করছে। বিবেকানন্দকে ঠাকুর বলছে। রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান শান্তিনিকেতন বলছে।" তাঁর কথায়, "বাংলা ছাড়া এখন তাদের মুখে কোন কথা নেই। বাংলা প্রীতি হয়েছে ভোটের সময়। আবার শুনলাম যোগি ভোগী আসবে। নানুর যাবে। নানুর চেনে? বানান জানে?

ষোড়শ বিধানসভার শেষ অধিবেশনের অন্তিম দিনে সকালে বিধানসভায় পৌঁছে গিয়েছিলেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধীদের প্রশ্নের জবাবে তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, কেউ কেউ বলছেন আর কিছু দিন আছি। কিন্তু এবার আমরা একুশে এমন জয়লাভ করব যে, জোট ঘোট ভোট সবাইকে পাবে।" বিধানসভা অধিবেশনে মা মাটি মানুষের সরকার যে অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করেছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। তাদের স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন জন নেত্রী। তিনি বলেছেন, মানুষের কাজ করতে ভোটের দরকার হয় না। মানুষের জন্য কাজ করার ইচ্ছাই যথেষ্ট।

রাজ্যের কৃষকদের সঙ্গে নাকি বঞ্চনা হয়েছে। এমনই মিথ্যা অভিযোগ করেছে বিজেপি। রাজ্যে এসে এই অভিযোগ তুলেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। ওরা বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চাইছে। যোগ্য জবাব দিয়েছেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জবাব, "নরেন্দ্র মোদি মিথ্যা কথা বলছেন। বলছেন আমরা কৃষকদের সাহায্য করছি না। ওরা যে ৬ হাজার টাকা দেয় সে তো একরে। আমরা এক কাঠা থাকলেও দিই।" জননেত্রী বলেছেন, "বারবার আমরা বলছি তথ্য দাও। তথ্য দিল কিন্তু সেটা ওদের পোর্টালে। বলছে ২২ লক্ষ চাষী নাম তুলেছে। আমাদের এখন বলছে সে সব পরীক্ষা করে দিতে। ৬ লক্ষ নাম দিয়েছে। আমরা ২.৫ লক্ষণাম পরীক্ষা করে দিয়েছি। এবার তাহলে তোমরা টাকা দাও।" যেহেতু বিধানসভার শেষ অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন জননেত্রী ফলে বিধায়করা প্রথামাফিক মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন ছবি তুলেছেন। মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পাশাপাশি লড়াইয়ে নামার আগে তাদের জয়মন্ত্র দিয়েছেন জননেত্রী। বিধায়কদের বলেছেন, 'সকলে জিতে ফিরে আসুন।' পরে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জননেত্রী বলেছেন, "আমি সবসময় আত্মপ্রত্যয়ী। আমিই ফিরছি। আই উইল বি ব্যাক।"

বিধানসভা অধিবেশন থেকে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটি অনুষ্ঠানে ৫৩টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যার মাধ্যমে পাঁচ বছরে দেড় কোটি কর্মসংস্থানের কথা জানিয়েছেন তিনি। সাকুল্যে ৭২ হাজার কোটির প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। প্রাথমিকভাবে ৩ লাখ ২৯ হাজার কর্মসংস্থান হবে। রঘুনাথপুরে শিল্পনগরীর ঘোষণা করেছেন। জঙ্গলমহলে ৬২ হাজার কোটির বিনিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "আগামীদিনের লগ্নির গন্তব্য বাংলা। গোটা বিশ্বেই বিনিয়োগের গন্তব্য বাংলা। কর্মসংস্থানের গন্তব্য বাংলা।" এছাড়াও মন্ত্রিসভার বৈঠকে কর্মরত অবস্থায় সিভিক ভলেন্টিয়ার এর মৃত্যু হলে মৃতের পরিবারের এক সদস্য কে চাকরি দেয়া হবে বলেও ঠিক হয়েছে।

তৃণমূলে যোগ দিয়ে উন্নয়নের শরিক প্রাক্তন আইপিএস-সহ বিশিষ্ট টলিউড শিল্পীরা

জাগো বাংলা নিউজ : বিজেপিকে রুখতে উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে তৃণমূলে যোগ দিলেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা হুমায়ুন কবীর। একইপথে রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের একঝাঁক তারকা। এঁদের মধ্যে যেমন রয়েছেন বাহা, শ্রীতমার মতো টলিপাড়ার ছোটপর্দার তারকারা। অবশ্য তার আগেই মা-মাটি মানুষের দলের পতাকা হাতে তুলে নিয়েছিলেন দিকপাল অভিনেতা দীপঙ্কর দে। দলে যোগ দিয়ে তাঁরা যা বলেছেন তার মূল কথা হল, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় উন্নয়নে সামিল হতেই তাঁদের এই পদক্ষেপ।

কালনার জনসভায় তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে স্বপন দেবনাথের হাত থেকে দলীয় পতাকা নিচ্ছেন পুলিশকর্তা হুমায়ুন কবীর।

প্রাক্তন পুলিশকর্তা হুমায়ুন কবীর বর্ধমানের কালনার রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ ময়দানে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় যোগ দিয়ে হুমায়ুন কবীরের হাতে দলের পতাকা তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা পূর্ববর্ধমান জেলা সভাপতি স্বপন দেবনাথ। হুমায়ুন কবীর দলে যোগ দিয়ে বলেছেন "বিগত ১০ বছর ধরে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মানুষের দুঃখে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তারসঙ্গে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা অত্যন্ত সুখকর।" হুমায়ুন কবীর জানান, একটা দল এসে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে চাইছে। ক্ষমতায় আসতে চাইছে। রাজ্যের মানুষ এই ঘটনার জবাব দেবে। উল্লেখ্য কয়েকদিন আগে হুমায়ুন কবীরের স্ত্রী অনিন্দিতা দাস কবীর আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দেন। এটা যেমন একটা দিক তেমনই গেরুয়া শিবিরের বৈষম্য ও জাতপাতের রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে টলিপাড়াও। টলিউডের একঝাঁক ব্যস্ত কলাকুশলী তৃণমূলে যোগ দিয়ে রাজ্যের উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করলেন। এঁদের মধ্যে যেমন রয়েছেন রনিতা দাস, শ্রীতমা ভট্টাচার্য, দিশা রায়চৌধুরি, সৌপ্তিক চক্রবর্তী। এঁদের বিশেষ পরিচিতি রয়েছে টলিউডে। সৌপ্তিক বাবা লোকনাথ সিরিয়ালের নামভূমিকায় ছিলেন। রণিতা ইষ্টিকুটুম ধারাবাহিকে বাহার ভূমিকায় ছিচেন। শ্রীতমা মা ধারাবাহিকে ছিলেন। দিশা মহাপ্রভূ শ্রীচৈতন্য ধারাবাহিকে কাজ করেছেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন। তৃণমূলে যোগ দিয়ে তাঁরা বলেছেন "গত দশ বছর ধরে দিদির সঙ্গেই ছিলাম। এবার দলের সদস্য হলাম। আমাদের যে কাজ দেওয়া হবে সেই কাজই করব। আমাদের ভাবনা তরুন-তরুনীদের মধ্যে পৌঁছে দিতে চাই। আমরা দিদির মতো হতে চাই।"

কালনা, বহরমপুর, রায়গঞ্জ, মালদহে জনজোয়ার

বিজেপি বিরোধী সব ভোট তৃণমূলকে দেওয়ার ডাক দিলেন জননেত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা: রাজ্যের মানুষ তাঁর জিতে আসার অপেক্ষায় বসে আছে। জেলায় নির্বাচনী সফরে বেরিয়ে সেই ছবিটাই দেখা গেল। কালনা, মুর্শিদাবাদ, রায়গঞ্জ, মালদহ সফরে গিয়েছিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনী সেই সমস্ত সভা জনজোয়ারে ভেসে গেল। এইসব সভা দেখে বোঝাই যাচ্ছে তৃতীয়বারের জন্য ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসা প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। নেত্রীও তাঁদের সামনে দেখে বলে দিলেন তৃণমূল আছে বলেই শান্তি আছে। বাংলার সেই শান্তি, স্বস্তির স্বার্থে তৃণমূলকে ভোট দিন। আমাদের সরকারের কাজ দেখে ভোট দিয়ে জিতিয়ে আনুন।

মালদহ, রায়গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ হোক বা কালনা, সব কটি সভা থেকে পর পর এই বার্তা দিয়েছেন জননেত্রী। কেন দিয়েছেন? কারণ খুব পরিষ্কার। সিপিএম, কংগ্রেসের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক শক্তি মিলে বাংলার শুভ শক্তিকে হারাতে উঠে পড়ে লেগেছে। বাংলার মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চাইছে। সেই কারণেই বাংলায় শান্তি দরকার। সেই শান্তি রক্ষা করতে পারবে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস। সেই সরকারকে তাই দীর্ঘমেয়াদি করার লক্ষ্য লড়াই করতে হবে। সেই লড়াইয়ের ডাকই দিয়েছেন নেত্রী।

কালনার জনসভায় গিয়ে কখনও বাংলার শাসনক্ষমতা যে বাংলার মানুষের হাতে থাকবে সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন নেত্রী। বলেছেন, "বাংলাকে বাঙালিই শাসন করবে। গুজরাত থেকে এসে কেউ করবে?" অন্যদিকে, রায়গঞ্জ বা মালদহর সভা থেকে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রুখতে হুঙ্কার দিয়েছেন। সগর্বে নেত্রী বলেছেন, "মমতাকে হারানোর ক্ষমতা তোমাদের নেই। মমতার সঙ্গে রয়েছে মানুষ। আমার মেরুদণ্ড ভাঙবে কী, বাংলায় জিতে দিল্লি থেকে তোমাদের সরাব। জীবন থাকতে বিজেপিকে বাংলায় ক্ষমতায় আসতে দেব না।" প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে দিয়েছেন, "তৃণমূল আছে এবং থাকবেও। গতবারের চেয়ে আরও বেশি আসন নিয়ে জিতে আসবে।"

গতবার ভোটে ২১১ আসন পেয়েছিল মা-মাটি-মানুষের দল। এবার আরও বেশি মানুষের সমর্থন পাওয়ার আশায় লড়াই চলছে। তার জন্য সরকারের কাজ দেখে মানুষ সমর্থন দেবে। তাই নেত্রীর আহ্বান, সরকারের কী কী কাজ হয়েছে দেখুন। মিলিয়ে নিন। আর ঢালাও সমর্থন দিন। তাঁর সাফ কথা, "এই ভোটটা আমার ভোট, অন্য কারও ভোট নয়। যদি আমাকে চান, একটাই চিহ্ন জোড়াফুলে ভোট দিন। কে প্রার্থী দেখার দরকার নেই।"

কালনা, রায়গঞ্জ, মালদহ হোক বা মুর্শিদাবাদ সর্বত্র নেত্রীর কথা শুনতে ঢল নামে মানুষের। সেই সভা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল মানুষের সমর্থনে তৃতীয়বার জিতে আসা সময়ের অপেক্ষা। আর এই মানুষের মধ্যেই জাতপাতের নামে ভাগাভাগি করছে গুজরাতের সাম্প্রদায়িক দল। তাই নেত্রীর ডাক, "জাতি-ধর্ম ভুলে এবার সবাই তৃণমূলকে ভোট দিন। অন্যত্র দিয়ে নষ্ট করবেন না।" সাম্প্রদায়িক দল আবার যাত্রা বের করছে রাজ্যে এসে। যাকে তুলোধোনা করেছেন নেত্রী। বলেছেন, "এখন ওরা রথযাত্রা করছে। ভগবানের রথকে অসম্মান করছে। রথ দেখতে সবাই পুরী যায়। কলকাতায় ইসকনের রথ বেরোয়। আরও রথ হয় রাজ্যে। রথে থাকেন জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম। আমি ইসকনের রথ টানি। পুরীতে পুজো দিতে যাই। আমার বাড়িতেও জগন্নাথের পুজো হয়। এখন বিজেপি নেতারা নিজেদেরই জগন্নাথ বলছেন। এটা হিন্দুধর্মের অপমান। যে রথে জগন্নাথদেব ওঠেন, তা কখনও বিজেপির হতে পারে না।"

ওই দিল্লি-গুজরাতের দল আবার হিন্দুত্ব নিয়ে এগোনোর চেষ্টা করছে এ রাজ্যে। কোনও ধারনা নেই এ রাজ্যের সংস্কৃতি সম্পর্কে। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান সব ধর্মের মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে চলার দল তৃণমূল। বাংলা সেই সংস্কৃতির রাজ্য। বাংলার সেই থিম তুলে ধরে নেত্রী বলেছেন, "আমিও হিন্দু। আমায় হিন্দুত্ব শেখাচ্ছেন! আমি কি আকাশ থেকে পড়েছি। ১৯৯৮ সাল থেকে আমার বাড়ি কালীপুজো হয়। সব ধর্মকে আমরা সম্মান করি।"

একইসঙ্গে এই যাত্রাকে কটাক্ষ করে মানুষকে অসম্মান করার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন নেত্রী। প্রশ্ন তুলেছেন, "রাবণও সীতা হরণ করতে রথ নিয়ে যান। এটা কি সেই রথ?" নেত্রী আরও বলেন, "রথ নয়, ওটা দশতারা হোটেল। বিরিয়ানি-কাবাব খাওয়া, সাজাগোজার সব ব্যবস্থা রয়েছে।"

বহরমপুরের সমাবেশে

কালনায় জননেত্রী

মালদহের সমাবেশে

উত্তীর্ণতে এনজিওদের সঙ্গে বৈঠক

বাংলার মানুষের হৃদয়ের বাজেট

বারো পাতার পর

উপসংহার

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

এই কোভিড-১৯ অতিমারী, আমফানের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এবং কেন্দ্রের ক্রমাগত বঞ্চনা সত্ত্বেও, আমাদের সরকার সারা বাংলা জুড়ে বাংলার মানুষের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে উন্নয়নের বিভিন্ন কাজ ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে এসেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার অনুমতিক্রমে আগামী ২০২১-২২ অর্থবর্ষের জন্য আমি ২,৯৯,৬৮৮ কোটি (নেট) টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

উপসংহারে বলি, যে নেতাজীর নামে আমরা স্মারকস্তম্ভ করবো, 'তরুণের স্বপ্ন' কর্মসূচি করবো, যাঁর নামে নামাঙ্কিত হবে আমাদের নতুন রাজ্য যোজনা কমিশন, তার এক অমর বাণীই আজ আমার পাথেয়। দেশবাসীর উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন— "তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো।" সেই চিরস্মরণীয় বার্তার দীনাতিদীন অনুসরণে আমার রাজ্যবাসীকে বলবো— আপনারা আমাকে বিশ্বাস দিন, আমি আপনাদের সেবা দেবো— নিঃশর্ত, একান্ত, কায়মনোবাক্যে সেবা। কবিগুরুর কথায় বলি, হে বঙ্গলক্ষ্মী, আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে ...।

আরো আলো আরো আলো
এই নয়নে, প্রভু ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশি পূরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান।
আরো বেদনা আরো বেদনা
প্রভু দাও মোরে আরো চেতনা।
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে
মোরে কর ত্রাণ মোরে কর ত্রাণ।

রাজ্যের দশ কোটি মানুষকে স্পর্শ করেছে মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের জোয়ার

একের পাতার পর

আমফানের তাণ্ডব চলেছে। যতটা ক্ষতি হবে বলে মনে করা হয়েছিল, তার থেকে অনেক কম ক্ষতি হয়েছে। আগাম রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নেওয়ায় ও প্রশাসনের তৎপরতায় এটা সম্ভব হয়েছে। অনেক আগেই নিচু এলাকা থেকে মানুষ যেমন সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, তেমনই বিপজ্জনক বাড়ি বা আস্তানা থেকে গরিবদের অন্যত্র নিয়ে গিয়েছিল রাজ্য প্রশাসন। বস্তুত এই কারণে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা কম হয়েছে।" কেন্দ্রীয় সরকার আমফান দুর্যোগ সামলাতে টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও ১শতাংশের কম দিয়েছে বলে কটাক্ষ করেন জননেত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, পুরো খরচটাই রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও মানুষের কথা ভেবে করা। তাঁর কথায়, "আগামী এক বছরের মধ্যে অনেক কিছু ঘটতেও পারে, না-ও পারে। তাই হিসাব বহির্ভূত খরচ করতে লাগে। প্রকৃতি হাতে নেই। রোগভোগ থাকে। মানুষের আশীর্বাদে আরও কাজ আগামীতে করতে পারব।" আমফান দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, মানুষের সব সমস্যার সমাধান একসঙ্গে করা যায় না। তবে দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধানের মাধ্যমে ৯৯ শতাংশ সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। ঋণের অনুপাত ছয় ভাগ কমেছে বলে জানান। তথ্য দেন, কর আদায় বেড়েছে। ২০১০-১১ সালে ছিল ২১ হাজার ১৪৮ কোটি টাকা। ২০২১-২২ সালে ৭৫ হাজার ৪১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে ঘোষণা করেন বাংলার অগ্নিকন্যা।

রাজ্য বিধানসভায় সরকারের গত একবছরের খরচ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধীরা। তারই জবাব দিতে গিয়ে বিগত বছরের খরচের বিস্তারিত হিসাব পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, কোভিড যোদ্ধাদের জন্য খরচ হয়েছে সাত হাজার কোটি টাকা। ক্ষতিপূরণ বাবদ অনেককে সরকারি চাকরিও দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে আমফানে ২৪৪০.৫২ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ। জয় বাংলা, জয় জোহার, তফসিলি বন্ধু প্রকল্প, কন্যাশ্রীর জন্য ১৫০০ কোটি টাকা বাড়তি খরচ হয়েছে। সবুজসাথীর জন্য ২৬৯.১০ কোটি। বিরোধীদের অভিযোগ, ভোটের কথা মাথায় রেখে সংখ্যালঘু বা তফসিলিদের জন্য খরচ করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, "আপনারা যদি ভাবেন তফসিলি জাতি-উপজাতিদের জন্য অন্য খাত থেকে টাকা নিয়ে আমরা খরচ করছি, সেটা একেবারে ভুল। সংখ্যালঘু দফতর, তফসিলি জাতি-উপজাতিদের জন্য নির্দিষ্ট দফতর থেকে টাকা আসে। সবুজসাথী জাত-পাত না দেখেই দিই। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী থেকে খাদ্যসাথী সমস্ত মানুষকেই তুলে দেওয়া হচ্ছে।"

রাজ্য বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, জুন মাস পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত সাধারণ মানুষকেই বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হবে বলা হয়েছিল। এখন তার পরও অর্থাৎ জুন মাসের পর সবাই বিনামূল্যে রেশন পাবেন। খাদ্যসাথী প্রকল্পের জন্য ১১৯৬.৬২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। বয়স্কদের পেনশনে ৩৩২ কোটি, বাংলার আবাস যোজনায় ৬৮৭.৩২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। স্নেহের পরশ প্রকল্পের জন্য খরচ ১৯২ কোটি, রাস্তা ও সেতু নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২৬১ কোটি টাকা ধার্য করেন।

নেত্রী একজনই
মমতা
দল একটাই
তৃণমূল
প্রতীক একটাই
ঘাসফুল

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৪৪। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

Year 17, Volume 44. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**